Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৭

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৮৬১৩৬৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫।

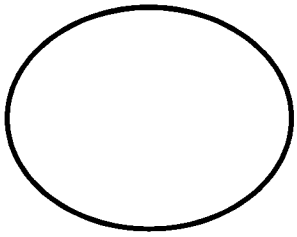

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ আবু আব্বাস মসজিদ।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-**o**rdinary Islamic research Journal of Bangladesh**,** is directed to Salafi Path**,** based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 861365. Mobile: 01715 002380, 01716034625
E-mail: tahreek@librabd.net

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১০ম বর্ষঃ	৪র্থ সংখ্যা
জিলহজ্জ-মুহাররম	১৪২৭-২৮ হিঃ
পৌষ-মাঘ	১৪১৩ বাং
জানুয়ারী	২০০৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● ঃ হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ঃ ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে হাদীছঃ**
  - আহলেহাদীছ এর নিদর্শন ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধঃ**
  - কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছঃ একটি বিশ্লেষণ ০৭
    -আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
  - পিতামাতার সাথে নম্র ব্যবহার ১২
    -হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী
  - তথ্য সন্ত্রাসের কবলে আহলেহাদীছ জামা'আত ১৫
    (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর দর্শন লাভ ১৮
    -হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী
- **মনীষী চরিতঃ** ২১
  - ✪ ইমাম আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (রহঃ)
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **মহিলা পাতাঃ** ২৭
  - ✪ আত্মশুদ্ধির অনন্য সোপন তাক্বওয়া
    -শরীফা বিনতু আব্দুল মতীন
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ৩১
  - ✪ ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ছফীদের গল্প
  - ✪ নেকড়ে ও খরগোসের
- **চিকিৎসা জগতঃ** ৩৩
  - ✪ শীতে ত্বক ফাটার কারণ ও প্রতিকার
- **ক্ষেত-খামারঃ** ৩৪
  - ✪ বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় বায়োডিজেল
- **কবিতাঃ** ৩৬
  - ✪ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ✪ জবাব দিন
  - ✪ আমার এ প্রেম।
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৭
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯
- **মুসলিম জাহান** ৪৩
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

www.ahlehadeethbd.org

অস্থিতিশীল রাজনীতিতে নিষ্পিষ্ট জাতিঃ মুক্তির পথ কোথায়?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে যে অস্থিরতা ও অরাজকতা বিরাজ করছে তা সর্বকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। গত দুই মাসের ঘটনাপ্রবাহই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জোট সরকারের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে নাটকীয়ভাবে গত ২৯ অক্টোবর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজুদ্দীন আহমদ। বিরোধী দল প্রথমদিকে তাঁকে মেনে নিলেও পরবর্তীতে তাঁর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের ফলে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন সহ মোট ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ধেয়ে আসে লাগাতার অবরোধের মত ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী। আক্রান্ত হয় গোটা জাতি। নিষ্পিষ্ট হয় আপামর জনতা। দেশের অর্থনীতিতে নেমে আসে মারাত্মক ধস। নির্মমভাবে জীবন দিতে হয় প্রায় ২৬ জন নিরীহ মানুষকে। দ্রব্যমূল্যসহ নিত্য ব্যবহার্য সকল কিছুর বাজারমূল্য হয় আকাশচুম্বী। মানবেতর জীবন যাপন করতে হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারকে।

গণতন্ত্রের নামে চালুকৃত ন্যক্কারজনক দলতন্ত্রের ফলে ইতিহাসের কিছু জঘন্যতম ঘটনারও জন্ম হয় এ সময়ে। আক্রান্ত হয় দেশের মূল তিনটি অর্গানের অন্যতম 'বিচার বিভাগ'। গত ৩০ নভেম্বর ইতিহাসের এই বর্বরোচিত ও নিন্দিত ঘটনাটি ঘটে গেল দেশের সর্বোচ্চ আদালত 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে'। রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টা পদ গ্রহণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট পিটিশনের শুনানীকালে প্রধান বিচারপতির একটি নির্দেশের কারণে সংঘটিত হয় এই লঙ্কাকাণ্ড। প্রধান বিচারপতির কক্ষ সহ ব্যাপক ভাংচুর, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং আইনজীবির গাড়ীতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। অপরদিকে প্রশ্নবিদ্ধ হ'ল দেশবাসীর কাংখিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি। কেয়ারটেকার সরকার গঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলন-সংগ্রাম, উপদেষ্টাদের পাল্টাপাল্টি পদত্যাগের দাবী, এমনকি চারজন উপদেষ্টার পদত্যাগ একদিকে যেমন ন্যক্কারজনক তেমনি নজীরবিহীনও বটে। যা কেয়ারটেকার সরকারকেই মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন করেছে। আস্থা হারিয়েছে দেশবাসীর বিশ্বস্ত এই প্রতিষ্ঠানটি।

আর এই আস্থা হারানোর জন্য দায়ী মূলতঃ আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকরাই। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে দলীয় সরকারই নিরপেক্ষতার সকল পথ-ঘাট বন্ধ করে দিয়েছে। ক্ষমতা ছাড়ার আগেই পুনরায় ক্ষমতায় আসার সকল রাস্তা অবমুক্ত করে তারপর সিংহাসন ছাড়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে তীব্রভাবে। ২০০১ সালে এটি যেমন করেছিল তৎকালীন আওয়ামী সরকার, তেমনি ২০০৬ সালে এসে করল বিএনপি সরকার। বরং পূর্বের তুলনায় তারা আরো বেশী করেছে। দুর্নীতি ও দলীয়করণের এই রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নিরপেক্ষতার ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে কি কোন ফায়দা হবে? জাতির প্রত্যাশা কি কখনো প্রাপ্তিতে রূপান্তরিত হবে? দেশের সচেতন জনগণ নির্দ্বিধায় এর জবাব দিবেন, না। কেননা স্বাধীনতার ৩৫ বৎসরের প্রাপ্তি তাদের সামনে জ্বলজ্বল করছে। সামরিক শাসন ও স্বৈরশাসনের পর বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিষবাষ্পে পা দিয়ে জাতি উপহার পেয়েছে দুর্নীতিতে টানা পঞ্চমবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লজ্জাকর খেতাব। প্রত্যক্ষ করেছে গরীবের সম্পদ শোষণ করে বিত্তবান হওয়ার নিষ্করুণ দৃশ্য। উন্নয়নের জোয়ারে(?) ভাসমান এই দেশের লাখ লাখ বনু আদম এখনো পেট পুরে দু'বেলা খেতে পায় না। অনাহারে অর্ধাহারে কাতর ছিন্নবস্ত্র এই মানুষগুলো এখনো বুঝে না উন্নয়ন কি? জাতি বার বার প্রতারিত হয়েছে রাজনীতিবিদদের মিথ্যা ওয়াদার খপ্পরে পড়ে। রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন ও বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন করার ওয়াদা বিগত প্রায় সকল সরকার করলেও ক্ষমতাসীন হয়ে উক্ত ওয়াদা পালন তো দূরের কথা বরং লজ্জাজনকভাবে দলীয় স্বার্থেই উক্ত বিভাগগুলোকে ব্যবহার করেছে। যার ফলশ্রুতিতেই আজ কলংকিত হ'ল সর্বোচ্চ আদালত। কালো গাউন পরা ঐ আইনী হাতগুলি ব্যবহৃত হ'ল বেআইনী কাজে। সাধারণ পিকেটারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ল বাঘা বাঘা আইনজীবিরা। অপরদিকে ন্যায়বিচার আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারাবরণ করতে হচ্ছে অনেক নিরপরাধ মানুষকে। আবার দলীয় প্রভাবে আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে অনেক পোষ্যসন্ত্রাসী, ক্যাডার, খুনী ও গডফাদার।

মোটকথা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা সংরক্ষণে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা আজ সুস্পষ্ট। দেশে দেশে অশান্তির মূল কারণই এই বিভেদাত্মক গণতন্ত্র। একথা আজ প্রমাণিত সত্য। প্রচলিত গণতন্ত্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে ছিনতাই করে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। গণতন্ত্রে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করে। সংখ্যালঘু দল বা দলগুলো বিরোধী দল হিসাবে গণ্য হয়। তাদের সম্মিলিতভাবে প্রাপ্ত ভোট যদি সংখ্যাগুরু দলের প্রাপ্ত ভোটের চাইতে বেশীও হয়, তথাপি তারা দেশ শাসনের অনুমতি পায় না। ফলে গণতন্ত্রের নামে অধিকাংশ দেশেই চলে সংখ্যালঘুর শাসন। জনগণের নামে সেখানে চলে দলীয় শাসন। একটি দলের কিংবা দলনেতা বা নেত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার করা হয়। তাছাড়া প্রতি চার, পাঁচ বা ছয় বছর অন্তর নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে এইসব দেশে অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া নেতৃত্বের জন্য কোনরূপ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মানদণ্ড নির্ধারিত না থাকায় যেকোন ব্যক্তি নেতৃত্বের লোভী হয়ে যদৃচ্ছ আচরণ করে। যার প্রত্যক্ষ ফলভোগ করে সাধারণ জনগণ। এই সব দেশে সরকারী দল ও বিরোধী দলের লড়াই-সংঘর্ষ, হরতাল, সন্ত্রাস প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মানসিকতা সর্বদা বিরাজ করে। ফলে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিত হন। যোগ্য ব্যক্তিগণ অবমূল্যায়িত হন। দলীয়করণ প্রকট রূপ ধারণ করে। নির্দলীয় বা অপরদলীয় গুণী ও যোগ্য ব্যক্তির খেদমত থেকে প্রশাসন ও জনগণ বঞ্চিত হয়। তাছাড়া গণতন্ত্রে জনগণের অংশীদারিত্বের কথা বলা হ'লেও কেবল ভোটের সময় ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে জনমতের কোনরূপ তোয়াক্কা করা হয় না। ফলে অসন্তুষ্ট জনগণ হরতাল, মিটিং-মিছিল, অনশন, গালি-গালাজ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ভাঙচুরের পথ বেছে নেয়। এইভাবে গণতন্ত্র অবশেষে ঝগড়াতন্ত্র ও বন্দুকতন্ত্রে পরিণত হয়। যার পরিণাম ফল প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই এখন লোকেরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। বর্তমানে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ভোটকেন্দ্র দখলের জন্য সশস্ত্র ক্যাডার, চাঁদাবাজ ও ভাড়াটিয়া মস্তানদের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ব্যাপক ঘুষ ও কালো টাকার ছড়াছড়ি। ফলে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র জনমত প্রতিফলনের বাহন নয়। বরং এটা সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিকদের নেতৃত্বে বসানোর বাহনে পরিণত হয়েছে মাত্র।

অতএব ইসলামের মৌলিক চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক মানবীয় সার্বভৌমত্বভিত্তিক প্রচলিত শিরকী গণতন্ত্র কখনো মানব মুক্তির মূলমন্ত্র হ'তে পারে না। বরং ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থাই হ'তে পারে জাতির জন্য একমাত্র রক্ষাকবচ। যেখানে নেতৃত্ব নির্বাচনের বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন একদল মানুষের প্রার্থী বিহীন গোপন ভোটে নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রের আমীর বা প্রেসিডেন্ট। অতঃপর তিনি প্রথমে রাষ্ট্রের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমকে নিজের জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। যাঁরা তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তাদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট নিয়োগ দিবেন। বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার যার অন্যতম উদাহরণ। এর ফলে জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। ৪, ৫, ৬ বছর অন্তর নির্বাচনের অন্যায় ঝামেলা, অহেতুক অপচয় ও জানমালের ক্ষতি থেকে দেশ বেঁচে যাবে। সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রক্ষা পাবে *(দ্রঃ ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন)*। বিজ্ঞ আলেম ও বুদ্ধিজীবিগণ এ বিষয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ পাবেন কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

আহলেহাদীছ-এর নিদর্শন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيْثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا-

অনুবাদঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'।[১] হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।[২]

ব্যাখ্যাঃ আহলেহাদীছের পারিভাষিক অর্থ 'পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী'। ৩৭ হিজরীর পরে বিভিন্ন বিদ'আতী ফের্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তখন থেকে এ নামটি বিদ'আতীদের বিপরীতে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে।[৩] পরবর্তীতে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে আব্বাসীয় খেলাফত কালে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় যখন চার মাযহাব তথা হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী পৃথক পৃথক তাক্বলীদী ফের্কারূপে প্রতিভাত হয় ও সমাজ বিভক্ত হ'তে থাকে, তখন সুন্নী মুসলমানদেরকে ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ স্বর্ণযুগের পরবর্তী বিভ্রান্তির যুগে মুসলিম উম্মাহ্র আক্বীদা ও আমলে নানাবিধ ভ্রান্তি ও কুসংস্কার ব্যাপ্তি লাভ করে। এসবের সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন তখন থেকে এযাবৎ পৃথিবীর দিকে দিকে পরিচালিত হয়ে আসছে, এককথায় সেটাই হ'ল **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**। আহলেহাদীছগণ ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা কোন 'পপুলার' বা 'মোডিফায়েড' ইসলামে বিশ্বাসী নন। তাদের দৃষ্টিতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের কোন বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয় বা তাতে কোনরূপ পরিমার্জনের কোন সুযোগ নেই। তবে যেসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট দলীল মওজুদ নেই, সেসব ক্ষেত্রে যোগ্য আলেমদের জন্য ইজতিহাদের দুয়ার সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। তাক্বলীদের দোহাই দিয়ে ইসলামের গতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করার কোন অবকাশ নেই।

এক্ষণে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের উপাধিধন্য 'আহলুল হাদীছ'-এর আক্বীদা ও আমলের মৌলিক কিছু নিদর্শন সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।-

(১) ঈমান-এর ক্ষেত্রেঃ

একজন আহলেহাদীছ দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আল্লাহ তার জীবনদাতা, মরণদাতা, বিধানদাতা ও পালনকর্তা। তাদের নিকটে 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল 'ঈমান'। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। বিশ্বাসহীন কর্মের যেমন কোন মূল্য নেই, কর্মহীন বিশ্বাসেরও তেমনি কোন গুরুত্ব নেই। তাদের নিকটে কবীরা গোনাহগার মুমিন যদি তওবা না করেও মারা যায়, তথাপি সে 'কাফের' নয় এবং তার রক্ত হালাল নয়। এ বিষয়ে তারা সর্বদা মধ্যপন্থা অনুসরণ করে থাকেন।

তারা বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আল্লাহ ব্যতীত নিরংকুশ কোন সার্বভৌম সত্তা নেই। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন থাকবে। আবু জাহ্লরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু দুনিয়াবী ব্যাপারে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে তারা অস্বীকার করেছিল। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথা জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি নেতারূপী কিছুসংখ্যক লোকের কুক্ষিগত ছিল। তারা মানুষকে মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য করেছিল। শোষণ-নির্যাতনে ক্লিষ্ট মানুষ গরু-ছাগলের মত হাটে-বাজারে বিক্রি হ'ত। তাদের মানবাধিকার বলে কিছুই বাকী ছিল না। মানুষের ধর্মবোধকে কাজে লাগিয়ে তার রক্ত শোষণ করার জন্য পবিত্র কা'বা গৃহে তারা বিভিন্ন নেককার মৃত ব্যক্তির মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মিথ্যা ধারণা প্রচার করেছিল। আর ঐসব মূর্তিকে খুশী করার জন্য নযর-নেয়ায পেশ করার রেওয়াজ তারা চালু করেছিল। যার সিংহভাগ অর্থ সমাজ নেতারা ভোগ করত। মূর্তিভাঙ্গা নবী ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর হাতে নির্মিত তাওহীদের কেন্দ্রভূমি কা'বা গৃহে মূর্তি রেখে অসীলাপূজার শিরকে আচ্ছন্ন করেছিল তারা এই পবিত্র গৃহকে এবং সেই সাথে তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে নগ্ন প্রতারণার মাধ্যমে জনগণের সম্পদ লোপাটের কেন্দ্রে

১. *আবুবকর খতীব বাগদাদী, শরফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোরঃ রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন), পৃঃ ১২।*
২. *আল-মুস্তাদরাক ১/৮৮ পৃঃ; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।*
৩. *মুসলিম মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ১১।*

www.ahlehadeethbd.org

পরিণত করেছিল এই মহান বিশ্ব কেন্দ্রকে। তাদের ভাষায় এক একটি মূর্তি ছিল এক একটি ইলাহ, যার অসীলায় তারা সর্বোচ্চ ইলাহ আল্লাহ্র নিকটে মুক্তি কামনা করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে এইসব বানোয়াট ইলাহ ও কথিত অসীলাপূজার বিরুদ্ধে আপোষহীন আওয়ায তুলে ঘোষণা করলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- 'নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত'। যার তাৎপর্য ছিল এই যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কারু কোন সার্বভৌমত্ব নেই। সর্বত্র কেবলমাত্র আল্লাহ্র একক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান হবে।

আবু জাহ্ল গং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র' তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল এবং সেকারণে তারা সর্বশক্তি নিয়ে রাসূলের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অধিকন্তু নিজেদের বানোয়াট সার্বভৌমত্ব ও মনগড়া বিধান সমূহ রক্ষার জন্য রাসূলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বদরের যুদ্ধে রওয়ানার প্রাক্কালে আবু জাহল গং কা'বা গৃহের গেলাফ ধরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেছিল।

আজও গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মানব রচিত মতবাদের নামে সারা বিশ্বে চলছে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ছিনতাইয়ের প্রতিযোগিতা। চলছে স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে শোষণে ও নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট করার নগ্ন মহড়া। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বব্যাপী চলছে মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা। একজন প্রকৃত আহলেহাদীছ এইসব আধুনিক জাহেলী মতবাদসমূহ থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকেন। যাকে 'তাওহীদে ইবাদত' বলা হয়ে থাকে।

(২) 'আল্লাহ' সম্পর্কে আক্বীদাঃ

আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ অনন্য এক জ্যোতির্ময় সত্তা *(নূর ৩৫)*। তাঁর আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ১১, ইখলাছ ৪)*। তিনি সপ্তাকাশের উপরে আরশে সমাসীন *(ত্বোয়াহা ৪-৫)*। তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক সবাই তাঁর বিধান মেনে চলছে এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে *(আলে ইমরান ৮৩)*। নাস্তিক ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করলেও তার দেহযন্ত্র আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর তাই সে তার বার্ধক্য ও মৃত্যুকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। সৃষ্টিজগতের মধ্যে কেবল মানুষকেই আল্লাহ জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। ফলে সে কৃতজ্ঞ বান্দা হ'তে পারে অথবা অকৃতজ্ঞ কাফের হ'তে পারে *(দাহর ৩)*।

আহলেহাদীছগণ একথা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি অপরিসীম নয়। বরং তা আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের অনুগ্রহের মধ্যে শামিল করে নেন *(দাহর ৩০-৩১)*। চাষী তার কৃষিজমিতে স্বাধীনভাবে চাষ করলেও আইলের বাইরে যেতে পারে না। অমনিভাবে মানুষ তার কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করলেও তার তাক্বদীরের বাইরে যেতে পারে না। সে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। যা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।[৪]

(৩) মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদাঃ

আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন নবীকুল শিরোমণি এবং শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। অন্য নবীগণ ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী *(সাজদাহ ২৩, ছফ ৫-৬; সাবা ২৮)*। এ যুগে নতুন নবীর দাবীদাররা কাফের। মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষ নবী ছিলেন, নূরের নবী নন *(কাহফ ১১০)*। মীলাদের মজলিসে তাঁর রূহ মুবারক হাযির হয় বলে বিশ্বাস করা ও তার সম্মানে দাঁড়িয়ে কিয়াম করা পরিষ্কারভাবে শিরক। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন *(যুমার ৩০)*। কবরে তিনি কারু আবেদন শুনতে পান না *(ফাত্বির ২২, নমল ২৭, রূম ৫২)*। তিনি কোন জীবিত মানুষের মুক্তির অসীলা নন *(বাক্বারাহ ৪৮, মুদ্দাছছির ৪৮)* এবং কারু কোনরূপ ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না *(আ'রাফ ১৮৮)*। বরযখী জীবনে তিনি অমর আছেন এবং ক্বিয়ামত অবধি এভাবেই থাকবেন, যা মানবীয় জ্ঞানের বাইরে *(বাক্বারাহ ১৫৪, মুমিনূন ১০০)*।

(৪) 'আখেরাত' সম্পর্কে আক্বীদাঃ

মৃত্যুর সাথে সাথে আখেরাতের জগৎ শুরু হয়ে যায় *(ক্বাফ ১৯-২২)*। ক্বিয়ামত পূর্বকালীন অপেক্ষমাণ জগতকে কবরের জগৎ বা বরযখী জগৎ বলা হয়। যা দুনিয়াবী জগতের সাথে তুলনীয় নয় *(মুমিনূন ১০০)*। আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, কবরের আযাব ও নে'মত সত্য *(মুমিন ৪৬; ইবরাহীম ২৭)*। ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাল বা মন্দ আমল দেখা হবে *(যিলযাল ৭-৮)*। সেদিন বান্দার ভাল ও মন্দ আমল ওযন করা হবে এবং সেমতে জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে *(ক্বারে'আহ ৬-১১)*।

(৫) কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে আক্বীদাঃ

আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' *(হিজর ৯, ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯)* এবং তা হ'ল অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস *(হামীম সাজদাহ ৪২)*। এ দু'য়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'ইসলাম' হ'ল মানবজাতির

৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯।

www.ahlehadeethbd.org

জন্য আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত দ্বীন *(আলে ইমরান ১৯)*। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন বিধান নাযিল হবে না। 'ইসলাম' আসার পরে বিগত সকল এলাহী দ্বীন রহিত হয়ে গেছে। এখন বিশ্বমানবতার জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ) একমাত্র রাসূল, 'ইসলাম' একমাত্র দ্বীন এবং 'কুরআন' একমাত্র ধর্মগ্রন্থ এবং 'সুন্নাহ' হ'ল তার ব্যাখ্যা এবং অনেক বিষয়ে নতুন বিধান প্রদানকারী। কুরআন হ'ল অহিয়ে মাতলু, যা তেলাওয়াত করতে হয়। কিন্তু সুন্নাহ হ'ল অহিয়ে গায়ের মাতলু, যা তেলাওয়াত করতে হয় না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র 'অহি' ব্যতীত শারঈ বিষয়ে কোন কথা বলতেন না *(নাজম ৩-৪)*। কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল অভ্রান্ত ঐশী বিধান। মানুষের জ্ঞান অহি-র বিধানের অনুগামী হবে, বিরোধকারী নয়। আহলেহাদীছগণ হাদীছকে অস্বীকারকারী, হাদীছে সন্দেহবাদ আরোপকারী ও ছাহাবায়ে কেরামকে অসম্মানকারীদের ইসলামের শত্রু হিসাবে গণ্য করে। তারা নির্দিষ্ট একটি মাযহাবী ফিক্বহের তাক্বলীদ করাকে কুরআন ও সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ন করা এবং ইজতেহাদের দরজাকে রুদ্ধ করার শামিল বলে মনে করেন।

(৬) রাজনীতির ক্ষেত্রেঃ

আহলেহাদীছগণ মানুষের উপরে মানুষের প্রভুত্ব নয়, বরং দেশে আল্লাহ্র 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। এজন্য তারা কোনরূপ চরমপন্থা ও প্রতারণামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসায় বিশ্বাসী নন। বরং ইসলামী শর্তাবলী অক্ষুণ্ন রেখে দল ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে একজন আল্লাহভীরু সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে 'খলীফা' রূপে বরণ করেন। যিনি আল্লাহ ও বান্দার কাছে জবাবদিহিতায় বাধ্য থাকেন। এ ব্যবস্থার অবর্তমানে তারা দেশের সরকারের নিকটে তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার দাবী করেন এবং তা আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালান। তারা স্রেফ আল্লাহ্র রেযামন্দির উদ্দেশ্যে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মযলূম মানবতার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করাকে 'ইবাদত' মনে করেন *(নিসা ৭৫-৭৬)*। এজন্য তারা দুনিয়ায় কোন বিনিময় কামনা করেন না *(শো'আরা ১০৯, ছেয়াদ ৮৬)*। নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া, তার জন্য লড়াই করা বা কোনরূপ চাপ ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া, নেতৃত্বের লোভ করা এমনকি তার আকাংখা করাকেও তারা গোনাহ মনে করেন।[৫]

আহলেহাদীছগ আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে বিশ্বাস করেন *(বাক্বারাহ ১৬৫)* এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে তার অধীন মনে করে, যা কখনোই অহি-র বিধানকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না বা অধিকাংশের রায়ের অজুহাত দিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না বা কোন হারামকে হালাল করতে পারে না *(আন'আম ১১৬)*। তারা দেশে 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠার জন্য কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান এবং আল্লাহ্র দেওয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার সার্বজনীন কল্যাণকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সরকার ও জনগণের নিকটে তুলে ধরেন। তারা ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী এবং দলবাজি রাজনীতির অনুসারী বা সহযোগী হওয়া থেকে নিজেকে সর্বদা বিরত রাখেন এবং মানুষের সত্যিকারের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আখেরাতমুখী ও নির্দলীয় রাজনীতির অনুসরণ করেন। মুসলিম সংখ্যালঘু দেশেই হৌক বা সংখ্যাগুরু দেশেই হৌক সর্বত্র তাদের একই নীতি বজায় থাকে।

তারা দেশের বিচার বিভাগকে প্রশাসনের আওতামুক্ত ও স্বাধীন করা এবং প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঢেলে সাজানোকে অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন *(মায়েদাহ ৪৮)* এবং এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রচেষ্টা চালান।

(৭) অর্থনীতির ক্ষেত্রেঃ

আহলেহাদীছগণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু বলে গণ্য করেন এবং পুঁজিপতি ব্যক্তির জন্য পরকালে কঠিনতম শাস্তি রয়েছে বলে মনে করেন *(তওবাহ ৩৪-৩৫)*। এজন্য তারা পুঁজিবাদের সকল হাতিয়ার চূর্ণ করার এবং সমাজে ইসলামের দেওয়া অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মওজুদদারী-মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী প্রভৃতি থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তারা নিজ হাতের হালাল উপার্জনকে 'ফরযের পরে বড় ফরয' বলে মনে করেন। তারা কৃষি, অর্থনীতি ও হালাল ব্যবসাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন। তারা কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয়ভাবে ওশর-যাকাত ইত্যাদি সুন্নাতী তরীকায় বায়তুল মালে জমা করে আল্লাহভীরু ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত হক্বদারের নিকটে তার হক্ব পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তারা অল্পে তুষ্ট থাকার নীতিতে অবিচল থাকেন এবং যাবতীয় অপচয় ও বিলাসিতা হ'তে দূরে থাকেন ও সর্বদা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। তারা একথা বিশ্বাস করেন যে, 'হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬] তারা বিশ্বাস করেন যে, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে বা অনুকষ্টে রেখে নিজে ভোগকারী ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা দেশে সূদবিহীন

৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮০।*

৬. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, সনদ হাসান, হেদায়াতুর রুওয়াত ৩/১৪০-৪১।*

www.ahlehadeethbd.org

অর্থনীতি চালু করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। সেই সাথে কৃষি ও শিল্পের সর্বত্র ইসলামের উৎপাদন ও শ্রমনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।

(৮) সামাজিক জীবনেঃ

একজন আহলেহাদীছ তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সর্বদা সদাচরণ করেন। তিনি সমাজের সুখ-দুঃখের সাথী হন। বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহশীল থাকেন। আহলেহাদীছগণ সমাজে নারীর ইসলামী অধিকার সুনিশ্চিত করেন এবং নারীর ক্ষমতায়নের নামে তাকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করানোর ঘোর বিরোধিতা করেন। তারা সমাজের সকলের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত থাকেন এবং পরস্পরে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী থাকেন। 'তোমরা যমীনবাসীর উপরে দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপরে দয়া করবেন'।[৭] 'আল্লাহ তার বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[৮] অত্র হাদীছ দু'টির উপরে তারা সর্বদা আমল করার চেষ্টা করে।

(৯) ব্যবহারিক ক্ষেত্রেঃ

একজন আহলেহাদীছ তার ব্যবহারিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করেন। নিজে কোন বিষয় না জানলে আল্লাহভীরু ও যোগ্য আলেমের নিকট থেকে ছহীহ হাদীছের দলীল সহকারে জেনে নিয়ে আমল করেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের লিখিত কিতাবাদির সাহায্য নেন। প্রয়োজনে অন্যান্য সুন্নী আলেমগণের লিখিত কিতাবাদি পাঠ করেন। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের 'মুক্বাল্লিদ' বা অন্ধ অনুসরণ করেন না। মা'রেফাতের নামে সৃষ্ট কোন তরীকার তিনি মুরীদ হন না। বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট ধর্মীয় ফের্কাবন্দী ও রাজনৈতিক মতবাদসমূহ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র এড়িয়ে চলেন। কুরআন ও হাদীছের বিষয়ে কুটতর্কে জড়ান না। নিজের জ্ঞান ও প্রবৃত্তিকে সর্বদা অহি-র বিধানের অনুগত রাখেন।

(১০) পারিবারিক জীবনেঃ

একজন আহলেহাদীছ তার পরিবারকে ইসলামী পরিবার হিসাবে গড়ে তোলেন এবং আধুনিক যুগের নোংরা সংস্কৃতি হ'তে নিজ পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি তার পরিবারে পূর্ণ ইসলামী পর্দা বজায় রাখেন এবং সেখানে আখেরাতমুখী ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের পরিবেশ তৈরী করেন। তিনি তার বাসগৃহকে স্বাস্থ্যসম্মত করে গড়ে তোলেন এবং তার গৃহকে ও নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তিনি তার গৃহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তু ও বিলাস সামগ্রী আমদানী করেন না।

তিনি ও তার পরিবারের সদস্যগণ দৈনিক সকালে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে অবশ্যই কিছু পাঠ করেন। সততা, লজ্জাশীলতা, আতিথেয়তা, সৎ সাহস, দানশীলতা, বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করার নৈতিক প্রশিক্ষণ তিনি নিজ পরিবার থেকেই লাভ করেন।

যত ছোটই হোক তার ঘরে একটা ব্যক্তিগত লাইব্রেরী অথবা বুক সেল্ফ থাকবে। যেখানে কুরআন ও হাদীছসহ আহলেহাদীছ আলেমগণের লিখিত বই ও পত্রিকা থাকবে। কোন অবস্থাতেই কোন নোংরা সাহিত্য ঘরে তুলবেন না। কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য বিষ সমতুল্য এবং বিদ'আতপূর্ণ সাহিত্য আখেরাত ধ্বংসকারী। তার গৃহে কোন মূর্তি এবং দর্শণযোগ্য স্থানে কোন প্রাণীর ছবি থাকবে না। তার সদস্যদের কারু পোষাকেও কোন প্রাণীর ছবি থাকবে না। আধুনিক টিভি ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক। এভাবে একজন 'আহলেহাদীছ' তার পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

দুনিয়া হ'ল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। অতএব মৃত্যু আসার আগেই নিজের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী গড়ে তোলা প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারীর জন্য অবশ্যকর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

মৃত্যু সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকারের আব্বা প্রবীণ ডাক্তার 'আন্দোলন'-এর সুধী জনাব ডাঃ আব্দুল বারী সরকার গত ১৬ ডিসেম্বর ভোর সোয়া চারটায় কুমিল্লা যেলার দাউদকান্দিতে তার ৩য় ছেলে অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুহসিনের বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ৫ ছেলে, ১ মেয়ে, বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে মারা যান। গত ১৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০-টায় দাউদকান্দীতে তাঁর প্রথম জানাযা এবং বিকাল ৪-টায় তাঁর গ্রামের বাড়ি যেলার দেবিদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও-এর স্থানীয় হাইস্কুল মাঠে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন তার ৪র্থ পুত্র তাসীলম সরকার। জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আশরাফ হোসাইন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুসলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক শরাফত আলী, কোরপাই কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা শফীকুর রহমান সরকার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক অর্থ উপমন্ত্রী ফখরুল ইসলাম মুন্সী, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের পরিচালক এবিএম সিরাজুল ইসলাম, স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। জানাযা শেষে সরকার বাড়ীস্থ পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, বর্তমান সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মাছূম, আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদের সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন- আমীন! -সম্পাদক]

---

৭. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।*

www.ahlehadeethbd.org

কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছঃ একটি বিশ্লেষণ

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এতে ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত আদায়ের সাথে সাথে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতও পালন করা হয়। কেননা তিনি নিজে কুরবানী করেছেন। এমনকি কুরবানীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

'কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্য থাকার পরও যে কুরবানী দেয় না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[১] এ কারণেই ওলামায়ে দ্বীন বলেছেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। তাঁদের অন্যতম হ'লেন- ইমাম আবু হানীফা, ইমাম রাবী'আহ, আওযাঈ, লাইছ প্রমুখ। মালেকী মাযহাবের কারো কারো মতেও ধনী শ্রেণীর উপর কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম মালেক ও নাখঈ (রহঃ) থেকেও কেউ কেউ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২] শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এরও একই অভিমত।[৩] শায়খ আলবানী (রহঃ)ও এই মতের প্রবক্তা। শায়খ উছায়মীন (রহঃ)ও এ মতকেই শক্তিশালী বলেছেন।[৪]

কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কোন ছহীহ বা হাসান হাদীছ নেই। তবে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা উল্লেখযোগ্য ফযীলত প্রমাণিত হয়।-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَامِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرَةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের এই দিনগুলোর নেক আমলের চেয়ে অন্য কোন আমল আল্লাহ্র কাছে অধিক উত্তম নয়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র পথে জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, না জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়েছে এবং সে আর কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি'।[৫]

যেহেতু কুরবানী করাও ১০ই যিলহজ্জ-এর অন্যতম নেক আমল। কাজেই কুরবানীও উক্ত হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়ায় তার গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়।

কুরবানী উপলক্ষে যঈফ ও জাল হাদীছের ছড়াছড়িঃ

কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীছই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়; বরং এ সম্পর্কে বর্ণিত সবগুলো হাদীছই যঈফ ও জাল। তারপরও কুরবানীর সময় নিকটবর্তী হ'লে ব্যাপক আকারে এই হাদীছগুলোর ছড়াছড়ি দেখা যায়। বক্তা, লেখক, প্রবন্ধকার সমানভাবে ঐ যঈফ ও জাল হাদীছগুলো চর্চা করেন। কেউ সেগুলি জুম'আর খুৎবায় মধুর সুরে পাঠ করেন, কেউ তা নিজ প্রবন্ধে পরিবেশন করে প্রবন্ধের শ্রী বৃদ্ধি করেন। আবার কেউ বক্তৃতার মঞ্চে পাঠ করে মঞ্চ গরম করেন। আর কুরবানীর ঈদের খুৎবার সময় তো শতকরা ৯৫ ভাগ খত্বীবই ঐ হাদীছগুলিকে খুৎবার মূল পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। এর একমাত্র কারণ হ'ল চরম উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ভাষায়, 'যারা যঈফ ও জাল হাদীছ জেনে শুনে (সতর্কীকরণ ছাড়াই) বলে বেড়ান তারা আলেম উপাধি পাওয়ার চেয়ে জাহেল উপাধি পাওয়ার অধিক হক্বদার এবং তারা সাধারণ মুসলিম সমাজকে ধোঁকাদানকারী বলে গণ্য হবে'।[৬]

সতর্কীকরণ ছাড়া যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণনার পরিণতি ভয়াবহঃ

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণনা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ-

'যে ব্যক্তি এমন হাদীছ বর্ণনা করে, যে সম্পর্কে তার ধারণা যে তা মিথ্যা হ'তে পারে, তবে সে মিথ্যুকদের দলভুক্ত বা মিথ্যুকের একজন'।[৭]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِى يَكْذِبُ عَلَىَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِى النَّارِ

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে তার

---

* *দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, আল-জাহরা, কুয়েত।*

১. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩ সনদ হাসান দ্রঃ আলবানী ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩২।*

২. *আত-তা'লীকাতুর রাযিইয়াহ আলার রাওযাতিন নাদিইয়াহ, ৩/১২৬ পৃঃ।*

৩. *নূযুমুল ফারায়েদ ওয়াক্তিনাসুল আওয়াবিদ মিম্মা ফী শারহি কিতাবাইতা-তাওহীদ ওয়া রিয়াযিছ ছালেহীন মিনাল ফাওয়াইদ, পৃঃ ৩৬; আশ্-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুস্তাকীন' ৭/৫১৮ পৃঃ।*

৪. *আশ্-শারহুল মুমতি' ৭/৫১৯।*

৫. *বুখারী, 'জুম'আ' অধ্যায় হা/৯১৬; আবুদাঊদ, হা/২০৮২; তিরমিযী, হা/৬৮৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৭; আহমাদ হা/১৮৬৭।*

৬. *মুসলিম শরীফের ভূমিকা দ্রঃ।*

৭. *মুক্বাদ্দামা মুসলিম ১/৬২ পৃঃ; তিরমিযী, হা/২৬৬২; ইবনু মাজাহ, মুক্বাদ্দামা, হা/৪১; ইবনু হিব্বান, হা/২৯।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য জাহান্নামে বিশেষ একটি ঘর নির্মাণ করা হবে'।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করে নেয়'।[৯]

আলী (রাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! আপনারা লক্ষ্য করুন কার থেকে এই ইলম গ্রহণ করছেন? কারণ এটা দ্বীনের বিষয়'।[১০] একথাটিই ছাহাবীদের মধ্য হ'তে আবু হুরায়রা ও আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও অনুরূপ কথা বহু তাবেঈ থেকেও বর্ণিত আছে। এজন্যই ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ইবনু আদী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক ছাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করা হ'তে বিরত থাকতেন এ কারণে যে, না জানি শ্রুত বিষয়ে কম-বেশী হয়ে যায়। আর এটা এজন্যই করতেন যেন তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত না হন। যেখানে তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার উপরে মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১১]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূল (ছাঃ) থেকে অধিক হাদীছ বর্ণনা করতে এটা বাধা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১২]

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে বলা হ'ল, অনেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করছেন অথচ আপনি করছেন না কেন? তিনি বললেন, হে আমার বৎস! আল্লাহ্র কসম আমি যেদিন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে পৃথক হইনি। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন স্বীয় স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১৩]

উল্লেখ্য, অনেকে মনে করেন ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য, তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। বরং ফযীলত ও আহকাম সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ বর্জনীয়।

৮. *মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৫১২, ৫৫৩৬, ৬০২৭।*
৯. *বুখারী, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১২০৯; 'আদব' অধ্যায়, হা/৫৭২৯, হা/৩২০২; মুসলিম-ভূমিকা, হা/৪,৫, উল্লেখ্য, হাদীছটি মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত। দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৬৫১৯।*
১০. *দ্রঃ ইবনে আদী, কামেল ১/১৫৬ পৃঃ, আল-খত্বীব ফিল কেফায়াহ, পৃঃ ১৪৯।*
১১. *বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি, দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৬৫১৯।*
১২. *মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি।*
১৩. *আল-কিফায়াহ, পৃঃ ১৩৫-এর বরাতে ফিৎনায়ে ওয়াযয়ে হাদীছ আওর মওযূ আহাদীছ কি পেঁহচান, পৃঃ ৪০।*

এটাই হক্বপন্থী বিদ্বানগণের চূড়ান্ত ফায়ছালা। আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী, ইবনু হাযম এবং ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেছেন, ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য নয়'।[১৪] বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এই মতটিকেই সঠিক বলেছেন এবং এর বিপরীত মতটি বাতিল বলে গণ্য করেছেন।[১৫]

কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছগুলির পর্যালোচনাঃ

ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর একটির সনদও বিশুদ্ধ নয়। বরং সবগুলোই যঈফ অথবা জাল। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ইমাম ইবনুল আরাবী বলেন,

ليس فى فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى النـــاس فيها عجائب لم تصح-

'কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। মানুষ এ সম্পর্কে অনেক আজগুবী কথা বর্ণনা করছে, যা মোটেও ছহীহ নয়'।[১৬] নিম্নে কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কিত সমাজে প্রচলিত কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হ'ল-

(১) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماعمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عزوجل من هراقــة دم، وإنه يأتى يوم القيامة بقروها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا-

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরবানীর দিনে কোন বান্দা কুরবানীর পশুর রক্ত ঝরানোর চেয়ে আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয় কোন আমল করে না। সে ক্বিয়ামত দিবসে উক্ত পশুর শিং, খুর, লোম প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হবে এবং তার রক্ত যমীনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্র নির্ধারিত মর্যাদার স্থানে পতিত হয়। অতএব তোমরা প্রফুল্লচিত্তে কুরবানী কর'।[১৭] হাদীছটি যঈফ। এর সনদে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে-

১- উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে' নামক একজন রাবী রয়েছে, যার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।

১৪. *ক্বাওয়ায়েদুত তাহদীছ, পৃঃ ৯৫।*
১৫. *ছহীহ তারগীব ওয়া তারহীব (মাকতাবাতুল মা'আরিফ) ভূমিকা, ১/২১-৪০ পৃঃ।*
১৬. *আরেযাতুল আহওয়াযী, ৬/২৮৮ পৃঃ।*
১৭. *ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৬; তিরমিযী, হা/১৪৯৩; হাকেম ৪/২২১-২২২ পৃঃ; দ্রঃ ফিক্বহুল উযহিয়্যাহ, পৃঃ ৯।*

www.ahlehadeethbd.org

২- আবুল মুছান্না নামক জনৈক রাবী রয়েছে, তার আসল নাম হ'ল সুলায়মান ইবনু ইয়াযীদ। সে অত্যন্ত দুর্বল।[১৮]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছের প্রায় অনুরূপ হাদীছ আব্দুর রাযযাক তাঁর 'মুছান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন *(হা/৮১৬৭)*। এর সনদেও আবু সাঈদ শামী নামক জনৈক রাবী রয়েছে। সে একজন পরিত্যক্ত রাবী।[১৯]

(٢) عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله يا رسول الله ماهذه الأضاحى؟ قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف يارسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة-

(২) যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই কুরবানীর তাৎপর্য কি (কেন আমরা এটা যবেহ করে থাকি)? তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি ছওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোমের মধ্যে যে ছোট ছোট লোম রয়েছে সেগুলোর বিনিময় কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ ঐ সমস্ত ছোট ছোট লোমের এক একটির বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।[২০]

হাদীছটি যঈফ। এর সনদে আবুদাঊদ আল-আম্মী রয়েছে। তার নাম হ'ল নুফাই ইবনুল হারিছ। সে একজন পরিত্যক্ত রাবী। এতে আরো একজন রাবী রয়েছে তার নাম হ'ল আয়েযুল্লাহ। সেও দুর্বল রাবী।

(٣) عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها قومى إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ماسلف من ذنوب، قالت يارسول الله! هذا لنا أهل البيت خاصة أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: لنا وللمسلمين عامة-

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে বললেন, 'তুমি তোমার কুরবানীর পশুর নিকটে (যবেহকালীন) দাঁড়াও এবং উপস্থিত থাক। কারণ তার প্রথম ফোঁটা রক্ত (যমীনে) পড়ার সাথে সাথে তোমার অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটা কি আমাদের নবী পরিবারের জন্যই খাছ, নাকি আমভাবে আমাদের ও সকল মুসলিমের জন্য? তিনি বললেন, আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য।[২১]

হাদীছটি যঈফ। এর সনদে আব্দুল হামীদ নামক একজন রাবী রয়েছে, সে যঈফ। এতে আত্বিইয়া আল-আওফী নামক আরো একজন রাবী রয়েছে সেও যঈফ এবং মুদাল্লিস। আবু হাতিম তার 'ইলাল' গ্রন্থে *(হা/৩৮)* বলেন, এটি একটি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য হাদীছ।[২২]

(٤) عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة! فاشهدى أضحيتك أما إن لك بأول قطرة من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا حتى توضع فى ميزانك-

(৪) আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে ফাতেমা! তুমি তোমার কুরবানীর পশুর নিকট উপস্থিত হও। জেনে রেখ, ঐ পশুর প্রথম ফোঁটা রক্ত পড়ার সাথে সাথে তোমার গোনাহ বিমোচিত হবে। জেনে রেখ! কুরবানীর ঐ পশুগুলোকে তার রক্ত, মাংস সমেত সত্তরগুণ করে ক্বিয়ামত দিবসে নিয়ে আসা হবে এবং তোমার দাঁড়িপাল্লায় তা রাখা হবে'।[২৩]

এ হাদীছের সনদে আমর ইবনু খালিদ ওয়াসেত্বী রয়েছে। সে একজন পরিত্যক্ত রাবী। এছাড়া হাদীছটি ইমাম আব্দুর রাযযাক যুহরী মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাররার নামক একজন রাবী রয়েছে। সে অত্যন্ত যঈফ। হাদীছটি ইমরান ইবনু হুছাইন হ'তেও বায়হাক্বী (৯/২৮৩), ও হাকিম (৪/২২২) এবং তাবারাণী (১৮/২৩৯) প্রমুখ তাঁদের স্ব স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম তায়ালিসী[২৪] ও ইবনু আদী (৭/২৪৯২) বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদেও নাযর ইবনু ইসমাঈল ও আবু হামযাহ শেমালী নামে দু'জন যঈফ রাবী রয়েছে।[২৫]

(٥) عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم: يآ أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها وإن الدم وإن وقع فى الأرض فإنه يقع فى حرز الله عز وجل-

(৫) আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, (তিনি বলেন) হে জনগণ! তোমরা কুরবানী কর এবং তার রক্তকে ছওয়াব লাভের মাধ্যম মনে কর। নিশ্চয়ই এর রক্ত যমীনে পতিত হ'লে তা আল্লাহ্র

১৮. *ফিক্বহুল উযহিয়্যা, পৃঃ ৯।*
১৯. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।*
২০. *ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৭; আহমাদ ৪/৩৬৮; ইবনু হিব্বান ফিল মাজরুহীন ৩/৫৫ পৃঃ।*
২১. *হাকেম, ৪/২২২ পৃঃ; বাযযার ২/৫৯ পৃঃ।*
২২. *ফিক্বহুল উযহিয়্যাহ, ১০ পৃঃ।*
২৩. *বায়হাক্বী ৯/২৮৩ পৃঃ; আবদ ইবনু হুমাইদ ৭/৮ পৃঃ।*
২৪. *মুসনাদ তায়ালিসী, হা/২৫৩০।*
২৫. *ফিক্বহুল উযহিয়্যাহ, পৃঃ ১০।*

www.ahlehadeethbd.org

হেফাযতে চলে যায়'।[২৬] হাদীছটির সনদে মূসা ইবনু যাকারিয়া এবং আমর ইবনু হুসাইন রয়েছে। তারা উভয়ই পরিত্যক্ত।

(٦) عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأنفقت الورق فى شىئ أحب إلى الله من نحر ينحر يوم عيد-

(৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাঁদি যেসব ক্ষেত্রে খরচ করা হয় তার মধ্যে আল্লাহ্র নিকট বেশী প্রিয় হ'ল কুরবানী, যা ঈদের দিনে যবেহ করা হয়'।[২৭]

হাদীছটির সনদে ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল খূযী নামক একজন পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে।

(٧) عن الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار-

(৭) হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরবানীর পশুকে খুশী মনে ও নেকীর আশায় যবেহ করবে তার এই কুরবানীর পশু জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে'।[২৮]

এই হাদীছটি মওযূ বা বানাওয়াট হাদীছ। এর সনদে আবুদাউদ নাখঈ (সুলায়মান বিন আমর) নামক একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে।

(٨) عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم أضحى ماعمل ابن آدم فى هذا اليوم أفضل من دم يهراق فى سبيل الله إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل-

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানীর দিন বলেছেন, 'কোন আদম সন্তান এই দিনে (পশুর) খুন প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক সৎ আমল করে না। তবে ছিন্ন আত্মীয়তার সম্পর্ককে আবার অবিচ্ছিন্ন করার কথা স্বতন্ত্র'।[২৯]

২৬. *আবুদাঊদ, তায়ালিসী, হা/৮৩১৫।*
২৭. *তাবারাণী ১১/১৭ পৃঃ; দারা-কুৎনী ৪/২৮২ পৃঃ।*
২৮. *তাবারাণী ৩/৮৪ পৃঃ।*
২৯. *তাবারাণী ১১/৩২ পৃঃ।*

হাদীছটি যঈফ। এর সনদে হাসান ইবনু ইয়াহইয়া আল-খোশানী রয়েছে। তিনি সত্যবাদী তবে অধিক হারে ভুলকারী। আরো রয়েছে লাইছ ইবনু আবী সুলাইম। সে একজন যঈফ রাবী। এতে ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ নামক অপর একজন রাবী রয়েছে, সে এক প্রকার যঈফ। আর এখানে তাই ঘটেছে। হাদীছটি ইবনু আব্দুল বার্র 'ইস্তিযকার' *(৫/১৬৪ পৃঃ)* ও 'তামহীদ' *(২৩/১৯২ পৃঃ)* গ্রন্থে ইবনু আব্বাসের সূত্রে এনেছেন এবং তিনি গরীব বা অপরিচিত হাদীছ বলেছেন। এর সনদে সাঈদ ইবনু যায়দ নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। সে ইমাম মালিক হ'তে মুনকার বা অগ্রহণীয় অনেক কিছু বর্ণনা করেছে।[৩০]

(٩) عن أبى هريرة عن النبى قال: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط-

(৯) আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশু শক্তিশালী, মোটা-তাজা দেখে চয়ন কর। কারণ এগুলো তোমাদের পুলছিরাতের উপর চড়ে যাওয়ার বাহন হবে'।[৩১]

হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) 'তালখীছুল হাবীরে' *(৪/১৩৮ পৃঃ)* বলেন, এর সনদে বর্ণিত ইয়াহইয়াহ অত্যন্ত যঈফ। হাদীছটিকে আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীও যঈফ বলেছেন।[৩২]

(١٠) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحى بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله-

(১০) আব্দুল্লাহ ইবু আমর ইবনুল আছ হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে কুরবানীর দিনকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা আল্লাহ এই উম্মতের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি বলল, এ ব্যাপারে আপনার কি মত, আমি যদি একমাত্র দানকৃত দুধাল ছাগল ছাড়া আর কিছু না পাই, তবে কি আমি ওটাই যবেহ (কুরবানী) করব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না বরং তুমি তোমার চুল, নখ, গোঁফ ও নিম্নভাগের লোম কাটবে, এটাই আল্লাহ্র দরবারে তোমার

৩০. *ফিক্বহুল উযহিয়্যাহ, পৃঃ ১১।*
৩১. *মুসনাদুল ফিরদাউস ১/৮৫ পৃঃ।*
৩২. *যঈফুল জামে' হা/৯২৪।*

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ণাঙ্গ কুরবানী বলে গণ্য হবে'।[৩৩]

হাদীছটি যঈফ।[৩৪] এর সনদে ঈসা বিন হেলাল নামক একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। ইবনু হিব্বান ব্যতীত তাকে অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। উল্লেখ্য, ইবনু হিব্বান যে রাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে হাদীছ বিশারদগণের কোন আলোচনা না পান তাকে তিনি নির্ভরযোগ্য বলে রায় দেন। অথচ তাঁর এই অনুসৃত আজব তরীকার কঠোর সমালোচনা করেছেন অন্যান্য হাদীছ বিশারদগণ। তাঁদের অন্যতম হ'লেন ইমাম যাহাবী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী এবং আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।[৩৫]

(١١) عن عائشة رضى الله عنها أيها الناس ضحوا وطيبوا بها أنفسا فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات فى ميزانه يوم القيامة، فإن الدم إن وقع فى التراب فإنما يقع فى حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة-

(১১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! আপনারা কুরবানী করুন এবং তা খুশী মনে করুন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যদি কোন ব্যক্তি তার কুরবানীর পশু সহ কিবলামুখী হয় (এবং যবহে করে) তাহ'লে তার রক্ত, শিং এবং লোম নেকীতে পরিণত করা হবে, যা ক্বিয়ামত দিবসে তার দাঁড়িপাল্লায় উপস্থিত করা হবে। কুরবানীর পশুর খুন যদিও মাটিতে পড়ে কিন্তু প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র হিফাযতে পড়ে। তিনিই এর প্রতিদান তাকে ক্বিয়ামত দিবসে প্রদান করবেন' *(কিতাবুত তামহীদ-এর বরাতে তাফসীরুল কুরতুবী)*। উক্ত হাদীছটির সূত্রও যঈফ।

(١٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم-

(১২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্র ব্যতীত এমন কোন খরচ নেই যা আল্লাহ্র নিকট কুরবানীর পশুর খুন ঝরানোর চেয়ে উত্তম হ'তে পারে' *(তাফসীলে কুরতুবী দ্রঃ)*।

৩৩. *আবুদাঊদ 'কুরবানী' অধ্যায়, হা/২৭৮৮; নাসাঈ 'কুরবানী' অধ্যায় হা/৪২৮৯; হাকেম (বৈরুত) ৪/২২৩ পৃঃ।*
৩৪. *যঈফ আবুদাঊদ হা/৫৯৫; যঈফ নাসাঈ হা/২৯৪।*
৩৫. *দ্রঃ লিসানুল মীযান লিল হাফেয, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ২০-২৫ প্রভৃতি।*

আবু ওমর ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, এটা ইমাম মালিকের সূত্রে বর্ণিত একটি গরীব হাদীছ *(প্রাগুক্ত দ্রঃ)*। এখানে গরীব বলতে অপরিচিত হাদীছ উদ্দেশ্য।

(١٣) عن حنش قال رأيت عليا يضحى بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانى أن أضحى عنه فأنا أضحى عنه-

(১৩) হানাশ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আলী (রাঃ)-কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম এমনটা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অছিয়ত করেছেন যে, আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করি। তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করছি।[৩৬]

বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে শারীক নামক দুর্বল রাবী রয়েছে। তার উস্তায আবুল হাসালাও অপরিচিত।[৩৭] উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার কোন ছহীহ দলীল নেই।

কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীছ সমূহ যঈফ বা জাল হ'লেও কুরবানীর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ও ছহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী সামর্থ্যবান সকল মুমিনের জন্য কুরবানী করা আবশ্যক। এর মাধ্যমেই বান্দার আত্মত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পশু কুরবানীর পাশাপাশি মানব জীবনের যাবতীয় পাপাচার যুলম-নির্যাতন ও পাশবিতাকে কুরবানী করতে পারলেই আমাদের এই কুরবানী স্বার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

৩৬. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৪২।*
৩৭. *আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬৪২ এর টীকা দ্রঃ যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭৯০; যঈফ তিরমিযী হা/২৫৫।*

ঝলক জুয়েলার্স
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

www.ahlehadeethbd.org

পিতামাতার সাথে নম্র ব্যবহার

*হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী**

পিতা-মাতা সন্তানের অমূল্য সম্পদ। তাঁদের সাথে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নম্র ব্যবহার, নেক দৃষ্টি, সদ্ব্যবহার, সম্মান-মর্যাদা বজায় রাখা ফরয। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্‌র পরেই পিতামাতার মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ط فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا ط وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيْرًا-

'আপনার প্রতিপালকের চূড়ান্ত ফায়ছালা যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আর তোমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে কোন প্রকার ধমক দিবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। তাদের সম্মুখে অতি ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করবে। আর বলবেঃ 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন' *(বণী ইসরাঈল ২৩)*।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও আনুগত্যের গুরুত্বঃ

খ্যাতনামা মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পিতামাতার প্রতি আদব-কায়দা, সম্মান-মর্যাদা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে তার ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরযের সমতুল্য গণ্য করেছেন। যেমন সূরা লোক্বমানে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের সাথে পিতামাতার শুকরিয়াকে একত্রিত করে আল্লাহ বলেন, أَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ 'আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং সেই সাথে পিতামাতার শুকরিয়াও আদায় কর' *(লোক্বমান ১৪)*।

এতএব প্রমাণিত হ'ল যে, আল্লাহ্‌র ইবাদতের পরই মাতাপিতার আনুগত্য করা ফরয। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও আবশ্যক। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি? উত্তরে তিনি বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করা। সে পুনরায় প্রশ্ন করল, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।[১]

পিতামাতার আনুগত্য ও সেবা-শুশ্রূষা করার ফযীলতঃ

(١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبَاكَ-

(১) 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার পক্ষ থেকে সদাচরণ পাবার সবচেয়ে অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় প্রশ্ন করল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারো বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা'।[২]

আলোচ্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাতার সাথে সদাচরণের কথা তিন বার উল্লেখ করেছেন। অতঃপর চতুর্থ বার পিতার কথা বলেছেন। এর বড় কারণ হ'ল এই যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মা প্রায় দশ মাস অত্যন্ত কষ্ট করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। এরপর অবর্ণনীয় বেদনা সহ্য করে তাকে প্রসব করেন। অতঃপর সন্তান প্রতিপালন, প্রায় দুই বৎসরাধিককাল যাবৎ স্বীয় বুকের দুধ পান করানো সহ শৈশবকালীন যাবতীয় কার্যাবলী এককভাবে মাতাই পালন করে থাকেন। এজন্যই মাতার মর্যাদা পিতার চেয়ে তিনগুণ বেশী।

(٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ ثَلاَثًا قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ-

(২) 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাক মাটি মিশ্রিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক মাটি মিশ্রিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক মাটি মিশ্রিত হোক, এ কথা তিনি তিনবার বললেন। প্রশ্ন করা হ'ল, কে ঐ ব্যক্তি হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতার মধ্য হ'তে একজন অথবা দু'জনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খিদমত করে জান্নাত লাভ করতে পারল না'।[৩]

অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার সঠিক খিদমত করা, তাদের আনুগত্য করা এবং সদ্ব্যবহার করা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম বা চাবিকাঠি।

* সউদী মাব'উছ, মুহাদ্দিছ, কোরপাই-কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৮ 'ছালাত' অধ্যায়।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২।*

www.ahlehadeethbd.org

(٣) عَنِ الْمُغِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ...-

(৩) 'মুগীরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পিতামাতার সাথে নাফরমানী করাকে হারাম করেছেন...'।[৪]

(٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ-

(৪) 'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিজের পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সন্তান কি পিতামাতাকে গালিগালাজ করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেমন, কোন ব্যক্তি অন্য কারো পিতাকে গালি দিল, ফলে সেও তার পিতাকে গালি দিল। কেউ অন্য কারো মাতাকে গালি দিল, তখন ঐ ব্যক্তিও তার মাতাকে গালি দিল'।[৫]

এমনিভাবে পারস্পরিক গালাগালির মাধ্যমে পিতামাতাকে লাঞ্ছিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত নিজ পিতামাতাকে সরাসরি গালিগালাজ করার দৃষ্টান্তও আজকাল ভূরি ভূরি। এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে পিতামাতাকে মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়, যা সন্তানের জন্য জান্নাত লাভের চরম অন্তরায়। সুতরাং পিতামাতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা সর্বাবস্থায়ই যরূরী।

(٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نِمْتُ فَرَأَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَأَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ حَارِثَةُ ابْنُ النُّعْمَانِ، كَذَالِكُمُ الْبِرُّ كَذَالِكُمُ الْبِرُّ, وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ-

(৫) 'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঘুমন্ত অবস্থায় আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে? ফেরেশতাগণ বললেন, হারিছা বিন নু'মান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, পিতামাতার সাথে নেক ব্যবহারের ছওয়াব এরূপভাবেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে লোকেদের মধ্যে হারিছা বিন নু'মান তার মাতার সাথে অধিক নেক ব্যবহার করত'।[৬]

(٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ-

(৬) 'আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) হ'তে বর্ণিত, ' তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা) এরশাদ করেন, পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি'।[৭]

বর্ণিত হাদীছে পিতামাতার সর্বাধিক মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য পিতামাতার সন্তুষ্টিকে শর্তারোপ করা হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির অর্থই হচ্ছে পরকালে নাজাত পেতে ব্যর্থ হওয়া। অতএব সন্তানদের উচিত হবে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

(٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيْرُ فَقَالَ: هَلْ لَّكَ مِنْ أُمٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا-

(৭) 'মু'আবিয়া বিন জাহিমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জাহিমা নবী করীম (ছাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, ' হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি গুরুত্বের সাথে তোমার মাতার খিদমত কর। অবশ্যই জান্নাত মাতার পায়ের নিকটে রয়েছে'।[৮]

উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত জিহাদের বিষয়টি হ'ল- যে পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আঈন না হয়ে যায়, বরং ফরযে কিফায়ার স্তরেই থাকে, সে পর্যন্ত পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সন্তানের জন্য জিহাদে যোগদান করাও বৈধ নয়। **ছহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা) হ'তে বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছা) -এর নিকটে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, তারা উভয়েই জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার পিতামাতার সেবা-যত্নে আত্মনিয়োগ কর। অর্থাৎ তাদের সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমেই তুমি জিহাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে।**[৯]

উক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে আইন না হ'লে অর্থাৎ ফরযে কিফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্য

৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৫।*
৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৬।*
৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৯২৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, সিলসিলা ছহীহা হা/৯১৩।*
৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭, সনদ ছহীহ।*
৮. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৩৯ সনদ হাসান, ছহীহ নাসাঈ হা/৩১০৪।*
৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৭।*

www.ahlehadeethbd.org

পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সে কাজটি করা বৈধ নয়। ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা এবং দাওয়াতী কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাণ ধর্মীয় জ্ঞান যে ব্যক্তি অর্জন করেছে, সে যদি বড় ধরনের আলিম হওয়ার উদ্দেশ্যে সফর করে কিংবা তাবলীগ ও দাওয়াতী কাজে সফর করে, সেক্ষেত্রেও তা পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়।

পিতামাতার বার্ধক্য প্রসঙ্গঃ

পিতামাতার সেবা-যত্ন এবং আনুগত্য করা কোন বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায়ই তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা অপরিহার্য কর্তব্য। তবে ওয়াজিব ও ফরয কর্তব্য সমূহ পালনের ক্ষেত্রে বার্ধক্যে উপনীত হ'লে পিতা-মাতা সন্তানের সেবা-যত্নের অনেক বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাঁদের জীবন সন্তানের সদাচরণ ও দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঐ সময়ই দায়িত্ব পালন করা সন্তানের ফরয হয়ে যায়। যেমন সন্তানের শিশুকালটি পিতামাতার সম্পূর্ণ দয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল।

অপরদিকে বার্ধক্যের কারণে যখন পিতামাতার বুদ্ধি-বিবেচনা হ্রাস পেতে থাকে তখন তাদের বাসনা ও দাবী-দাওয়া এমন ধরনের হয়ে পড়ে, যা পূরণ করাও সন্তানের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। কুরআন এসব অবস্থায় পিতামাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধান অনুপাতে নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতামাতা যতটুকু তোমার মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমি এর চেয়েও হাযারগুণ বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেরূপ নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য বিলীন করে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তারাও আজ তোমাদের মুখাপেক্ষী। কাজেই তাদের এই দুঃসময়ে পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা অবশ্যই তোমাদের কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলার বাণী رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন' *(বনী ইসরাঈল ২৩)* দ্বারা দ্বারা এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সূরা বণী ইসরাঈলের আলোচ্য আয়াতে পিতামাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত আরো কতিপয় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ-

(এক) পিতমাতার সাথে 'উহ্' শব্দটিও প্রকাশ করবে না। এখানে 'উহ্' শব্দটি বলে এমন একটি শব্দ বুঝানো হয়েছে, যদ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি তাদের কথায় বিরক্তি ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলাও এর অন্তর্ভুক্ত। আলী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ্' শব্দ বলার চাইতে কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্যই উল্লেখ করা হ'ত। মোটকথা হ'ল, যে ধরনের কথায় পিতামাতার মনে সামান্যতম কষ্ট হয়, তাও বলা নিষিদ্ধ।

(দুই) 'ধমক দিয়ে কথা বলা'। এ ধরনের আচরণ যে কত কষ্টকর তা বলাই বাহুল্য। এ ধরনের আচার-ব্যবহার পিতামাতার সাথে করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

(তিন) প্রথমোক্ত দু'টি আয়াত ছিল নাবাচক হুকুম। আর তৃতীয় আয়াতে আদেশ বা ইতিবাচক ভঙ্গীতে পিতামাতার সাথে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র কণ্ঠে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে।

(চার) তাঁদের সম্মুখে নিজেকে অতি অক্ষম ও অনেক নীচু করে পেশ করতে হবে। যেমনভাবে একটি গোলাম মনিবের সম্মুখে নত হয়ে দাঁড়ায়। جناح শব্দের অর্থঃ পাখা কিংবা ডানা। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, পিতামাতার জন্য নিজের ডানা নম্রতা সহকারে নত করে দিবে। অতঃপর বলা হয়েছেঃ مِنَ الرَّحْمَةِ অর্থাৎ অত্যধিক বেশী আন্তরিক সমতা ও সম্মানের ভিত্তিতেই নত হওয়া উচিত। যাতে করে লোক দেখানো না হয়। আবার এদিকেও ইংগিত হ'তে পারে যে, পিতা-মাতার সম্মুখে অতি নম্রভাবে পেশ হওয়া সত্যিকার অর্থে ইয্যত ও সম্মানেরই লক্ষণ। এরূপ ভুমিকা পালন করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তরিক মুহাব্বত ও প্রাণঢালা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

(পাঁচ) তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে যে, তিনি যেন করুণার দৃষ্টিতে তাঁদের সার্বিক মুশকিল আছান করে দেন। আর সার্বিক কষ্ট যাতনা লাঘব করে দেন। সর্বশেষ নির্দেশটি ব্যাপক। পিতামাতার মৃত্যুর পরও প্রার্থনার মাধ্যমে পিতামাতার খিদমতের ছওয়াব অর্জন করা যায়। যে ব্যক্তি পিতামাতার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করবে সে ব্যক্তি ঐ পরিমাণ খিদমতের ছওয়াব অর্জন করতে পারবে।

উপসংহারঃ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের জন্য সর্বাবস্থায় পিতামাতার অনুগত থাকা, তাদের নির্দেশ মান্য করে চলা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে পিতামাতার বার্ধক্য বয়সে তা আরও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। পিতামাতার সন্তুষ্টির উপরই মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নির্ভর করে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, আজকাল পিতামাতাই হন সর্বাধিক উপেক্ষিত। অনেক ক্ষেত্রে লাঞ্ছিতও হন বটে। পিতামাতার কদর বুঝতে চান না আধুনিক যুগের যুবসমাজ। দুনিয়ার রঙ-তামাসায় ব্যতিব্যস্ত এসব সন্তানদের উদ্দেশ্যে আমাদের এই উপস্থাপনা। আল্লাহ আমাদের সকলকে পিতামাতার আনুগত্য, তাদের সেবা-যত্ন এবং তাদের জন্য অন্তর খোলা দো'আ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

তথ্য সন্ত্রাসের কবলে আহলেহাদীছ জামা'আত

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২. ইংরেজদের দোসর প্রমাণের অপচেষ্টাঃ

আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ যেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারত উপমহাদেশকে স্বাধীন করতে ব্যাপৃত সেখানে তাদেরকেই ইংরেজ সরকারের দোসর বানানোর দুরভিসন্ধি কতটা যৌক্তিক তা বিজ্ঞ পাঠক মহলেরই বিবেচ্য বিষয়। মুফতী রফীকুল ইসলাম মাদানী বলেন, 'সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে মুসলমানদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করতঃ তাদের আধিপত্য মজবুত ও বিস্তার করার মানসে যেসমস্ত হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, এরই ফলশ্রুতিতে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কাদিয়ানী, বেরলভী ও তথাকথিত আহলেহাদীছ নামক ভয়াবহ ফিৎনা সমূহের। সুতরাং আজকের 'আহলেহাদীছ' তথা 'লা-মাযহাবী' দল সেদিনের ঐ বৃটিশ যালিম তল্পীবাহকদেরই উত্তরাধিকারী ও দোসর'।[২৩]

তিনি আরো লিখেছেন, 'ওহহাবীদেরই যখন দুর্দিন দুর্ভিক্ষ চলছিল, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী ও ইংরেজ বিতাড়নের জিহাদে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদেরকে ইংরেজ সরকার ওহহাবী বলে আখ্যায়িত করেছিল'।[২৪] এরূপ অনেক উক্তিই মুফতী ছাহেব স্বীয় পুস্তকে করেছেন। এতে করে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, তিনি কতটা আহলেহাদীছ বিদ্বেষী? প্রকৃত ইতিহাসের জ্ঞানইবা তার কী পরিমাণ?

সুধী পাঠক! উক্ত কথাগুলি যে ডাহা মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। কারণ ওয়াহহাবীদের ন্যায় আহলেহাদীছগণও যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করার কারণেই তাদেরকে ওয়াহহাবী নামে আখ্যায়িত করেছিল তা ঐ মুফতীদের ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে কারামাত আলী জৌনপুরীর মত মাওলানা মুফতীদের দোসর স্বার্থান্বেষীরাই লেজ গুটিয়ে বসেছিল। তাছাড়া শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, তিতুমীর, বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী, হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রভৃতি আহলেহাদীছ প্রতিভাগুলির কথা তাদের কখনোই স্মরণ হয় না।

যাদেরকে ইতিহাসে ওয়াহহাবী ও ইংরেজদের চাটুকার হিসাবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চলছে তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবৃতি নিম্নরূপঃ

'ওয়াহহাবীদের লড়াই ভারতের আদি তম এবং সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক বৃটিশ বিরোধী লড়াইগুলোর মধ্যে অন্যতম। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় ওয়াহাবীদের বৃটিশ বিরোধী লড়াই'।[২৫] তারা বৃটিশের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করে 'দারুল হারব'-এর বদলে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করতে চেয়েছিল'।[২৬]

গোলাম আহমাদ মোর্তজা বলেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৩০ লক্ষ মুজাহিদ যোদ্ধা চারদিকে প্রচার কাজে লিপ্ত হ'লেন, জনমত গঠন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমতঃ মুসলমান জাতিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত করে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেয়া'।[২৭] মাওলানা আসাদ মাদানীর কথায় 'এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই লক্ষের অধিক মুসলিম শহীদ হয়, সাড়ে সাতান্ন হাযার (৫৭৫০০) আলিম মৌলবী শাহাদত বরণ করেন'। এ সাড়ে সাতান্ন হাযার আলেমকে শিক্ষায় পণ্ডিত এবং দীক্ষায় যোদ্ধা করে যাঁরা স্বাধীনতা বিপ্লবে প্রাণ দিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন আজ তাঁদের নাম নিষ্ঠুর ইতিহাসে 'ওহাবী'।[২৮]

দিল্লীর শাহ্ অলিউল্লাহ ছিলেন সে যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠতম আলেম। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনিই প্রথম চিন্তানায়ক আলেম, যিনি ইংরেজদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যরূরী মনে করে সংগঠনের বীজ বপন করেছিলেন।[২৯] শোষক-উৎপীড়ক ইংরেজ ও তাদের পদলেহী জমিদার-জায়গিরদার মহাজনদের বিরুদ্ধেই ছিল ওহাবীদের বিদ্রোহ।[৩০]

১৮৪৯ সালে ইংরেজরা শিখদের নিকট হ'তে পাঞ্জাব অধিকার করে। এরপর সীমান্তের জিহাদ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। প্রথমে বৃটিশ সৈন্যদের সাথে মুজাহিদদের সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। ১৮৫২ সালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সিপাহসালার মাওলানা বেলায়েত আলীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর মাওলানা এনায়েত আলী মুজাহিদদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সিত্তানা সামরিক কেন্দ্র হ'তে মুজাহিদ বাহিনী কয়েকবার বৃটিশ সৈন্যদের উপর হামলা করে, কিন্তু সুশিক্ষিত বৃটিশ বাহিনী তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[৩১] আম্বালা গিরিপথে বৃটিশ

---

* আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

২৩. তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ, পৃঃ ২০।
২৪. ঐ, পৃঃ ৩১।
২৫. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান, পৃঃ ৪।
২৬. Mainuddin Ahmed, Wahabi Trials (Pakistan: Asiatic Society Publication, 1863), P. 8.
২৭. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস (ঢাকাঃ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ২০০৩), পৃঃ ২১১।
২৮. ঐ।
২৯. চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ২০৫।
৩০. রাজনীতি কোষ, পৃঃ ১১৪।
৩১. ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২), পৃঃ ৮২।

www.ahlehadeethbd.org

সৈন্যদের সাথে মুজাহিদদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনেক সৈন্য হতাহত হয়।[৩২] মুজাহিদগণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ শাসকদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন।[৩৩]

তাঁর (শাহ্ অলিউল্লাহ্‌র) আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সংস্কার সাধন করে ইসলামকে তার প্রাথমিক পবিত্রতা ও জীবনীশক্তিতে ফিরিয়ে আনা এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করে পুনরায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা।[৩৪]

আল্লামা ইসমাঈল শহীদের পরে মাওলানা ছাদেকপুরীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ...এইসব কারণে কাউকে 'ওয়াহহাবী' সন্দেহ করলেই বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাৎক্ষণিক তাকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াফত প্রভৃতি শাস্তি তাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছিল।[৩৫]

উল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলিতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ওহাবী আন্দোলন ছিল ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের জিহাদ আন্দোলনও ছিল বৃটিশ তাড়ানোর লক্ষ্যেই। এরপরও যারা আহলেহাদীছগণকে ইংরেজদের চাটুকার বা ইংরেজ ভক্ত বলতে চায় তাদের ইতিহাস জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ফুটে উঠে। আল্লাহ এদের শুভ বুদ্ধি দান করুন।

৩. আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদগারঃ

যে সকল আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ ভারত উপমহাদেশকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য উদয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছেন তাদেরকে স্বার্থান্বেষী মহল ও ইউরোপীয় লেখকরা বিভিন্ন মিথ্যাচার করে কলংকিত করতে চেয়েছে। তাদের এরূপ মিথ্যাচারের দু'একটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল-

স্বাধীনতা আন্দোলনের অকুতোভয় বীর সেনানী সৈয়দ আহমাদ শহীদ সম্পর্কে হান্টার বলেন, 'সাইয়েদ আহমাদ একজন দুর্বৃত্ত দস্যু (Bandit) ছিলেন'।[৩৬] 'বহু বৎসর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলির উপর লুটতরাজ করেন।[৩৭] হান্টার তাঁর সম্পর্কে আরো বলেন, '১৮২২ সালে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান এবং এভাবে তাঁর পূর্বতন দস্যুবৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুমভাবে ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন'।[৩৮] তাঁর সম্পর্কে এরূপ তথ্য সন্ত্রাস করা হ'লেও সত্যসেবী ঐতিহাসিকগণ ঠিকই প্রকৃত সত্যটা প্রকাশ করে দিয়েছেন। যেমন 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠে। এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল একমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারাই। এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)'।[৩৯] তিনি চরিত্র-মাধুর্য ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে ছিলেন'।[৪০]

স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার অকুতোভয় বীর সেনানী 'সৈয়দ মীর নিছার আলী তিতুমীর সম্পর্কে মিঃ হান্টার বলেন, সৈয়দ আহমদের কলকাতাস্থ মুরীদানের মধ্যে একজন পেশাদার পাহলোয়ান ও গুন্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার নাম তিতুমিয়া।[৪১] আব্বাস আলী খান আফসোস করে বলেছেন, 'অতীব পরিতাপের বিষয় সমসাময়িক ইতিহাসে তিতুমীরের চরিত্র অত্যন্ত বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। তার কারণও অতি সুস্পষ্ট। বিদ্বেষপুষ্ট হিন্দুদের দ্বারা বর্ণিত বিবরণকে ভিত্তি করে ইংরেজ লেখকগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা বিকৃত, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিতুমীরের ন্যায় একজন নির্মল চরিত্রের আল্লাহ প্রেমিক মনীষীকে একজন দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত ও ডাকাত বলে অভিহিত করা হয়েছে'।[৪২] তিতুমীর ইসলাম ধর্মকে যেমন ভালবাসতেন আবার তেমনি হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও চিন্তা করতেন এবং তাদের বিপদে নিজে যথাসাধ্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন।[৪৩]

মীর নিসার আলী তিতুমীরের শিক্ষা, চরিত্র, আল্লাহপ্রেম, অসত্য ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামী মনোভাবের সাথে উপরের কল্পিত বর্ণনার দূরতম সম্পর্ক নেই।[৪৪]

মূলকথা আহলেহাদীছ জামা'আত ও তার নেতৃবৃন্দের উপর এরূপ হীন মন্তব্য ও বাজে দুর্নামে আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জনগণকে এদের প্রতি ক্ষিপ্ত করে তোলার মানসেই এই তথ্যসন্ত্রাস। কিন্তু মহান আল্লাহই আহলেহাদীছদেরকে এ সকল অপবাদ থেকে রক্ষা করেন।

---

৩২. *ঐ।*
৩৩. *ঐ।*
৩৪. *আব্বাস আলী, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৪৩।*
৩৫. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৬৭।*
৩৬. *উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস অনুবাদঃ আব্দুল মওদুদ (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২), পৃঃ ৭; আব্বাস আলী, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৪৯।*
৩৭. *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃঃ ৭।*
৩৮. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ২০৭।*
৩৯. *আব্বাস আলী, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৪৫।*
৪০. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ২০৫।*
৪১. *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃঃ ২৮।*
৪২. *আব্বাস আলী, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৭।*
৪৩. *ইতিহাসের ইতিহাস, পৃঃ ২১৬; চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ২১১।*
৪৪. *আব্বাস আলী, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৮।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুগে যুগে বহু স্বার্থান্বেষী মহল সাধারণ আহলেহাদীছ ও তাদের বিদ্বানদের উপর কালিমা লেপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু আশানুরূপ সফলতা কেউই পায়নি। যে সফলতা পেয়েছে তা হয়েছে একেবারে ক্ষণস্থায়ী। আহলেহাদীছ আলেমদের উপর অত্যাচার ও নানা তথ্যসন্ত্রাস করার পরও বরং তাঁরাই পেয়েছেন জনগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, যা আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহ। অপরদিকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ষড়যন্ত্রকারী ও মিথ্যাবাদী ঐতিহাসিকরা।

তথ্যসন্ত্রাসের রাহুগ্রাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'ঃ

আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব, মতবাদ, ইজম ও তরীকার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলনের উদ্ভব। এই আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য'।[৪৫]

উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। এরপর ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', ১৯৮১ সালের ৭ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছিল। সমাজকল্যাণমূলক কাজেও রয়েছে তাদের অসামান্য অবদান। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপোষহীন ছিল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। দেশের পথভোলা মানুষকে নির্ভেজাল সত্যের পথ দেখানোর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল এ আন্দোলন। পরিভ্রমণ করছিল শিরক-বিদ'আত ও সকল প্রকার মাযহাবী গোঁড়ামী ও তাক্বলীদ মুক্ত জীবন গড়ার দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে।

সত্যপ্রেমী মানুষের স্রোত তীব্র গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল এ সংগঠনের দিকে। শত শত মানুষ তাদের অতীত জীবনের ভুলগুলি শুধরে নিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার দিকে ছুটে আসছিল। এমন সময় 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র গণজোয়ার দেখে মানবপ্রসূত মতাদর্শের ধ্বজাধারী বিভ্রান্ত চরমপন্থী, কথিত ইসলাম নামধারীদের গাত্রদাহ শুরু হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে অপশক্তিগুলি মেতে উঠল তথ্যসন্ত্রাসে। আন্দোলনের কর্মীদের সাথে ইসলামী জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার মত পুঁজি তাদের না থাকায় তারা কাপুরুষের মতই লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে জঙ্গী নাটক সাজিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

সুযোগসন্ধানী কুচক্রী মহল সুযোগের অপেক্ষায় তীর্থের কাকের ন্যায় প্রহর গুণছিল। তারা তাদের বিষাক্ত ছোবল ও হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নিরীহ নেতা-কর্মীদের প্রতি। অবাধে চলে মিডিয়া সন্ত্রাস বা তথ্যসন্ত্রাস। সাংবাদিকদের একটি মহল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কোনরূপ বাছ-বিচার ছাড়াই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদের আশ্রয় নেয়। পরে সেটি গোয়েবলসীয়[৪৬] কায়দায় সংবাদ পরিবেশনে রূপ নেয়। সে সময় সাংবাদিকদের অনেকেই আহলেহাদীছদেরকে জড়িয়ে যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করছিল তাতে মনে হচ্ছিল যে, যেকোন মূল্যে আহলেহাদীছদেরকে জড়িয়ে রিপোর্ট করলেই তারা সফলকাম হবে। অবশ্য এ অবস্থাতেও কিছু সাংবাদিক ভাই প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন- আমরা তাদের সাধুবাদ জানাই।

অসত্য তথ্যের মাধ্যমে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫-এর পর থেকে ইসলামী মূল্যবোধের (?) দাবীদার বিগত জোট সরকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ প্রায় ৩৬ জন নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতারের দুঃসাহস দেখিয়েছে। জাতির বিবেক সাংবাদিকদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন কাদের কাছে ডঃ গালিব ও তাঁর সংগঠন সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য সংগ্রহ করে বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট পরিবেশনের মাধ্যমে আহলেহাদীছ জাতিকে ঠেলে দিলেন অন্ধকারের দোর গোড়ায়। একবার ভেবেও দেখলেন না এসব তথ্যের সত্যাসত্যের বিষয়টা?

---

৪৫. গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (রাজশাহীঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, জুন ২০০১), পৃঃ ৬।

৪৬. গোয়েবলস (১৮৯৭-১৯৪৫) ১৯২৯ সালে হিটলারের প্রচার বিভাগের দায়িত্ব পান। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন নাৎসি সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আপামর জনতার চরিত্র এমনই যে, একটা মিথ্যা কথাকেও বারংবার বলা হ'লে তারা সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে তিনি তার এই নীতি অনুযায়ী জার্মান প্রচারযন্ত্রকে পরিচালিত করেন। তার কৌশলকে এখনও মিথ্যা প্রচারকে গোয়েবলসীয় প্রচার বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আলোচনা দ্রঃ Encyclopaedia Britannica (U.S.A: 1949), Vo. 8, P. 223-227; রাজনীতিকোষ, পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাস্তার একজন বখাটে যুবকের সাথে সম্পৃক্ত করে একজন প্রফেসরকে জড়িয়ে তারা যখন তাদের কলমের শক্তি ও লেখনীর স্বাধীনতা প্রকাশ করেন তখন লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে। কোথায় রাস্তার একজন বখাটে সন্ত্রাসী যুবক? আর কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ প্রফেসর ও খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব?

আমাদের আফসোস! সরকারও নির্ধারণ করতে পারল না একজন প্রফেসরের মর্যাদা। সরকার তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন করেছে। প্রফেসর পদমর্যাদার অবমাননা করে শিক্ষার প্রতি কলঙ্কের কালি লেপন করেছে। বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করে প্রায় দু'বছরেও তাঁর দোষ প্রমাণ করতে পারেনি। তাঁর পরিবার ও আহলেহাদীছ জাতির নিকটে সরকার কি জবাব দিবে?

দেশের বিচার ব্যবস্থার নিকট যদি ন্যায় বিচার না পাওয়া যায় তাহ'লে জাতি কোথায়, কার নিকট বিচার প্রার্থী হবে? রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহ'লে কি-বা বলার থাকে। কোথায় সেই নির্ভীক সত্যসেবী সাংবাদিক, যিনি মযলূম জনতার পক্ষে সত্য ঘটনা জাতির সামনে তুলে ধরে জাতিকে নির্যাতনের কবল থেকে রক্ষা করতে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করবেন? অপমৃত্যু ঘটার সকল ধরনের তথ্য সন্ত্রাসের আজ জাতি তারই অপেক্ষায় অধীর।

সমাপনীঃ

প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছ জনতার ঈমান ও আক্বীদা নিয়ে ষড়যন্ত্রকারী চিহ্নিত কুচক্রী মহল যখন কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলায় লিপ্ত, তখন আহলেহাদীছদের মুখে কুলুপ এটে বসে থাকার সময় কোথায়? হে আহলেহাদীছ ঘরের সত্যপ্রেমী নির্ভীক কাফেলার অতন্দ্রপ্রহরী বীর সন্তানেরা! এখনো কি তোমাদের সুখের নিদ্রা ভাঙ্গবে না? ঐ দেখ বিদ্বেষীরা তোমার অতীত ঐতিহ্য ও সফলতা দেখে ঈর্ষান্বিত। তাই তারা তোমাদের নিয়ে ছলচাতুরী শুরু করেছে। তোমাদের স্বচ্ছ নির্মল চরিত্রে জঙ্গী, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের কালিমা লেপনের নীলনকশা বাস্তবায়নে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। আর বসে থাকা নয়। ওঠো! এবার অলসতার চাদরকে পদপিষ্ট কর। তুমি ভীরু কাপুরুষের জাতি নও। তুমি নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী, শিরক, বিদ'আত তথা বাতিলের সাথে আপোষহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অতন্দ্রপ্রহরী। আল্লাহ তোমার পথের সর্বপ্রকারের জঞ্জাল মুক্ত করুন! তুমি ইহকাল ও পরকালে বিজয়ী হও- আমীন!

মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর দর্শন লাভ

*মাযহারুল হান্নান**

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ করেন। উক্ত পাঁচটি আয়াতের অর্থ, বিষয়বস্তু ও অন্তর্নিহিত ভাব-বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এর উপরে ভিত্তি করেই বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান আহরণ, আবিষ্কার, গবেষণা, পরিচালনা, উন্নতি ও সম্প্রসারণ চলছে। এমন অর্থবহ বাণী পূর্ববর্তী কোন আসমানী গ্রন্থে নাযিল করা হয়নি। কেননা আল্লাহ ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে আর কোন নবী আসবেন না এবং কোন ধর্মগ্রন্থও অবতীর্ণ হবে না। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা শুরুতেই এমন অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যার উপর ভিত্তি করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব পরিচালিত হবে।

এই পাঁচটি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে জ্ঞানী-গুণী, গবেষক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে এর মর্মার্থ সঠিকভাবে জানতে পারবেন এবং জগদ্বাসীকে এর যথার্থতা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে পারবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'সূরা আলাক্ব'-এর উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

'আপনি পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হ'তে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার অন্য কিছু উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম পড়তে বলেছেন। তথা তাঁর মাধ্যমে সমস্ত জগদ্বাসীকে পড়তে বলেছেন। আর আল্লাহ্‌র নামে পড়তে বলার অর্থ তাঁকে বিশেষভাবে জানা। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি কে? কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? কি কি জিনিস সৃষ্টি করেছেন? কেন সৃষ্টি করেছেন? সেই সৃষ্টবস্তুর গুণাগুণ, উপকারিতা, অপকারিতা

* শিক্ষক (অবঃ), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, রাজশাহী।

www.ahlehadeethbd.org

ইত্যাদি যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই পড়তে হবে, জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাছাড়া সকল প্রকার জ্ঞানের মৌলিক উৎস যে আল-কুরআন তা পড়ার মাধ্যমেই জানা যাবে। আল্লাহ মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন; অর্থাৎ কলম না হ'লে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, আবিষ্কার, গবেষণা এককথায় কোন কিছুই সম্ভব নয়। উপরন্তু আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। কিভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তা বুঝতে হ'লেও কুরআন পড়তে হবে। মানুষ যতই পড়ছে এবং গবেষণা করছে ততই নিত্যনতুন আবিষ্কারে সফলতা অর্জন করছে। সুতরাং সেই মহামহিম আল্লাহকে কুরআন পাঠের মাধ্যমে জেনে এবং তাঁর বিধান মত চলার চেষ্টা করতে হবে।

স্রষ্টা কে?

এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মুখাপেক্ষীহীন একক সত্তা। জগতের অন্য সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। কোন কিছুর পরিচিতি বা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যথাযথ প্রমাণ থাকতে হয়। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল ছাড়া সেই পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। জীবন জিজ্ঞাসার সকল সমাধান নবীগণের মাধ্যমেই মানুষ পেয়ে এসেছে। একদিন কয়েকজন মুশরিকের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে আল্লাহর বংশপরিচয় জানতে চাইল। তারা প্রশ্ন করল, আল্লাহ কিসের তৈরী? স্বর্ণের, না রুপার, না অন্য কিছুর? তখন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঐসব প্রশ্নের জবাবে সূরা 'ইখলাছ' নাযিল করতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বীয় পরিচয় তুলে ধরেন। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল) আপনি বলুন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ অভাবশূন্য, অমুখাপেক্ষী। তিনি জনকও নন এবং জাতও নন। আর কেউই তাঁর সমতুল্য নেই' *(ইখলাছ ১-৪)*।

এই মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ কখনো নিরাকার নন। যারা তাঁকে নিরাকার ভাবেন বা নিবাকার বলে প্রচার করেন তারা বিভ্রান্ত। তারা না জেনে, চিন্তা-ভাবনা না করেই এরূপ কথা বলে থাকেন। কেননা আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে। অতঃপর সমাসীন হ'লেন আরশের উপর' *(আ'রাফ ৫৪)*। নিরাকার কোন কিছু আরশে কিভাবে সমাসীন হ'তে পারে?

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে 'পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ। তোমরা যেদিকে মুখমণ্ডলকে ফিরাবে সেদিকে আল্লাহর চেহারা থাকবে' *(বাক্বারাহ ১১৫)*। রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার চেহারার'। চেহারা অর্থ আকৃতি বা রূপ। সুতরাং বুঝা যায় যে, আল্লাহর আকার আছে। তবে তাঁর আকৃতির কোন উপমা বা তুলনা নেই। আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থঃ 'তাঁর কোন উপমা নেই এবং তিনি সবকিছু দেখেন ও শুনেন' *(শূরা ২১)*। জান্নাতবাসীরা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। যদি আল্লাহ নিরাকার হন তবে তাঁর দর্শন লাভ কিভাবে সম্ভব?

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ শাফা'আত করার অনুরোধ নিয়ে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে আদম (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বলবে, 'হে আদম (আঃ)! আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। সর্বপ্রথম জান্নাতে রেখেছেন, ফেরেশতামণ্ডলীকে দিয়ে সিজদা করিয়েছেন। সৃষ্টির যাবতীয় জিনিসের জ্ঞান দান করেছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা'আত করুন'।[১] আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান সমূহকে একত্রিত করে ডান হাতে এবং মাটির সকল স্তরকে একত্রিত করে বাম হাতে রাখবেন'।[২] আল্লাহর পা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'পায়ের গোছা পর্যন্ত উন্মুক্ত করার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অধোমুখী হয়ে থাকবে এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অথবা যখন তারা সুস্থ ছিল তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হ'ত, কিন্তু তারা সাড়া দিত না' *(ক্বালাম ৪২-৪৩)*। অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে অবাধ্য ছিল, ছালাতের মাধ্যমে সিজদা করতে অনভ্যস্ত ছিল তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। অতএব এ দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর পা আছে। এছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন- আল্লাহর চেহারা সম্পর্কে সূরা আর-রহমান ২৬-২৭, বাক্বারাহ ১১৫; আল্লাহ হাত সম্পর্কে ইয়াসীন ৮৩, ছোয়াদ ৭৫, যুমার ৬৭, আলে ইমরান ৭৩, ফাতহ ১০, মায়েদাহ ৬৪; আল্লাহর চোখ সম্পর্কে আলে ইমরান ১৫, বাক্বারাহ ৯৬, হূদ ৩৭, ক্বামার ১৩-১৪; আল্লাহর কান সম্পর্কে মুমিন ২০, শো'আরা ২২০, আলে ইমরান ১২১, ত্বাহা ৪৬; আল্লাহর পা সম্পর্কে ক্বলম ৪২, ক্বাফ ৩০, প্রভৃতি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ হাসি, তাঁর ভালবাসা ও ঘৃণা এবং ক্রোধ সম্পর্কেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকতে এমনকি আল্লাহর নিজের সম্পর্কে তার নিজের পরিস্কার বক্তব্য থাকার পরও যারা মনগড়াভাবে আল্লাহকে নিরাকার সত্তা মনে করেন তাদের বাগাড়ম্বর সম্পর্কে বেশী কিছু না বলে শুধু এটুকুই বলব যে, এরা জ্ঞান পাপী। আল্লাহর সঠিক পরিচয়কে এরা গোপন করতে চায়।

---

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৪৮৮।*
২. *মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৪৮২।*

www.ahlehadeethbd.org

মহান আল্লাহ নিজ হাতে প্রথম মানব আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টির উপর তাঁর মর্যাদা দান করার জন্য ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি আদমকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। ইবলীস ব্যতীত সকল ফেরেশতা আল্লাহ্র আদেশ মান্য করল। ইবলীস আগুনের শিখা থেকে তৈরী বলে আত্ম-অহংকারে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে মাটির মানুষ আদম (আঃ)-কে সেজদা করা হ'তে বিরত থাকল। তাই সে অভিশপ্ত শয়তান বলে আখ্যায়িত হয়ে মানুষের চিরন্তন শত্রু হিসাবে পরিগণিত হ'ল। অথচ আজ মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে জলাঞ্জলী দিয়ে শয়তানের প্ররোচনায় অন্যান্য সৃষ্টির নিকট তার উন্নত ললাট অবনত করছে।

শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ ভুল করবে, বিপথগামী হবে একারণেই আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকেই নবী ও রাসূল প্রেরণ করে বিভ্রান্ত মানবতাকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। নূহ, ইবরাহীম, দাউদ, সুলাইমান, ঈসা (আঃ) প্রমুখ বহু নবী ও রাসূলগণের নবুঅত ও সেই সময়ের অবাধ্য জাতিগুলির ধ্বংসের কথা প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির জানবার কথা। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুম করেছিল। অথচ তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। কিন্তু তারা কিছুতেই ঈমান আনয়ন করেনি। এভাবেই আমি অপরাধী লোকদের প্রতিফল দিয়ে থাকি' *(ইউনুস ১৩)*।

মিশরের অধিপতি ফেরাউনের সাগরে ডুবে মরার ইতিহাস তো কারো অজানা নয়। আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমার লাশকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু হয়ে থাক। আর বাস্তবিক পক্ষে অনেক লোক আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল রয়েছে' *(ইউনুস ৯২)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে'? *(নাহল ৩৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালেম এবং তাদের পরে আমি সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি' *(আম্বিয়া ১১)*।

মহান আল্লাহ বিভিন্ন দেশে নবীগণের কার্যকলাপ ও সতর্কীকরণের বিবরণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরাতে উল্লেখ করেছেন এবং সতর্কীকরণ উপেক্ষা করার পরিণতি ও ধ্বংসের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ছিল যালেম, এসব জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রমাদক্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে কি তারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেনি? তাহ'লে তারা এমন হৃদয়ের অধিকারী হ'ত যদ্বারা তারা বুঝতে পারত অথবা তারা এমন কর্ণের অধিকারী হ'ত যদ্বারা তারা শুনতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়' *(হজ্জ ৪৫-৪৬)*। আল-কুরআনে এরূপ বহু আয়াত রয়েছে যেখানে নবীগণ সমকালীন জনগণকে আল্লাহ্র মনোনীত 'ইসলাম' ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। উল্টো নবীগণের প্রতিই যুলুম অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিল। যার ফলে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন। সেই ধ্বংসাবশেষ আজও পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতঃ সে দৃশ্য অবলোকন করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি খনন করে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের বিভিন্ন আবিষ্কার এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

মহান আল্লাহ্র দর্শন লাভঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্র চেহারা, আকার-আকৃতি আছে, কিন্তু তাঁর কোন তুলনা নেই। তিনি নিরাকার নন। কিন্তু এই দুনিয়াতে মানুষের পক্ষে তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব নয়। মূসা (আঃ) তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দর্শন লাভে সক্ষম হননি। তবে পরকালে আল্লাহ্র দর্শন লাভ হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন ছাহাবাগণ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন আমরা কি আল্লাহকে দেখতে পাব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আকাশে মেঘ না থাকলে দুপুরে সূর্য দেখতে বা রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে যেমন কষ্ট হয় না, তেমনি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে কোন কষ্ট হবে না'।[৩] জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাবে'।[৪] নিরাকার কোন কিছু দেখা যায় না। দেখতে হ'লে অবশ্যই চেহারা বা আকৃতি থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ জান্নাতীগণকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও, যা আমি তোমাদের বাড়িয়ে দেব? জান্নাতীগণ বলবেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেছ, জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছ, জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দিয়েছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাতীদের ঐ কথাগুলো বলার পর আল্লাহ তা'আলা বান্দা ও তাঁর মধ্যকার পর্দা সরিয়ে নিবেন। জান্নাতীগণ সাথে সাথে আল্লাহ্র চেহারার দিকে তাকাবেন এবং তাঁকে দেখতে পাবেন। আর জান্নাতে তাঁরা যা পেয়েছেন তার সমস্ত কিছুর তুলনায় আল্লাহ্র এই দর্শনই সবচাইতে অতুলনীয় বলে মনে হ'তে থাকবে'।[৫] অর্থাৎ আল্লাহ্র পূর্ণ চেহারা বান্দাগণ সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে দর্শন লাভ করবে।

অতএব আসুন! সেই পরম করুণাময় আল্লাহ্র অতুলনীয় রূপ দর্শন লাভে ধন্য হওয়ার জন্য তাঁর প্রদর্শিত পথ এবং নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণে সফলকাম হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ 'আল্লাহ্র দর্শন লাভ' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৫০০।*
৫. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ 'আল্লাহ্র দর্শন লাভ' অধ্যায়।*

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (রহঃ) (১৮১-২৫৫ হিঃ) হাদীছ শাস্ত্রের নীলাভ আকাশের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। আর তাঁর সংকলিত 'সুনান' গ্রন্থটি হাদীছ সংকলনের ইতিহাসে দিশারীর ভূমিকা পালন করছে। ইলমে হাদীছের এটি একটি অমূল্য সম্পদ। হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম দারিমীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি আজীবন নিরলস প্রচেষ্টা, অবিরাম সাধনা, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিবিষ্টতার মাধ্যমে বহু দেশ, শহর-বন্দর ও হাদীছ শিক্ষা কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য হাদীছ। সংগৃহীত এ হাদীছ গুলিকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছহীহ্ তথা বিশুদ্ধ হাদীছগুলির সমন্বয়ে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ গ্রন্থে এমন অনেক অমূল্য হাদীছের সমাহার ঘটেছে, যা কুতুবুস-সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থে নেই। তাঁর এই গ্রন্থের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, অনুপম বিন্যাস হাদীছ সংকলন ও গ্রন্থায়নের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ অমর কীর্তির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশেষ করে ইলমে হাদীছে তাঁর অসামান্য অবদান মুসলিম জাহান চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। আলোচ্য নিবন্ধে ইমাম দারেমী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও নসব

তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ। পূর্ণ বংশক্রম হচ্ছে, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান ইবনিল ফযল ইবনে বাহরাম ইবনে আবদুছ-ছামাদ[১] আত-তামিমী[২] আদ-দারিমী[৩] আস-সামারকান্দী।[৪] শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, আব্দুছ ছামাদ-এর স্থলে আব্দুল্লাহ উল্লেখ করেছেন।[৫] পারস্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর ও দ্বীনী ইলমের বিখ্যাত লীলাভূমি, অসংখ্য মুহাদ্দিছ ও মুফাসসিরের জন্মস্থান সমরকন্দের দিকে নিসবত করে তাঁকে সমরকন্দী বলা হয়।[৬] তাঁর এক উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ দারিম ইবনু মালিক ইবনে হানযালাহ ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে তামীম-এর দিকে নিসবত করে তাঁকে দারিমী বলা হয়।[৭] কেউ কেউ বলেন, বানু দারিম তামীম গোত্রের একটি বড় শাখা।[৮]

জন্মঃ ইমাম দারিমী (রহঃ) ১৮১ হিজরী[৯] মোতাবেক ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে[১০] সমরকন্দের প্রসিদ্ধ তামীম গোত্রের বানু দারিম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[১১] এই বৎসর বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইন্তিকাল করেন।[১২] এ সময় মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা ছিলেন আব্বাসীয় খলীফা হারূণুর রশীদ (১৭০ হিঃ/৭৮৬ খৃঃ-১৯৩ হিঃ/৮০৮ খৃঃ)।[১৩]

---

* *পি-এইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ ১৯৯৯৪খৃঃ/১৪১৫ হিঃ), ৫/২৬১ পৃঃ; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ১২/৯২পৃঃ।

২. উর্দূ দায়িরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়্যাহ, (লাহোরঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৯৭২ খৃঃ/১৩৯২ হিঃ), ৯/১৫৫পৃঃ।

৩. আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, (বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১৯৯৯৪ খৃঃ/১৪১৪ হিঃ), ১০/২৮৩পৃঃ।

৪. আল-বুস্তানী, কিতাবু দায়িরাতিল মা'আরিফ, ১০ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), পৃঃ ৪৮-৫১; ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ছাদির, তা.বি.), পৃঃ ১৪৬-৫০।

৫. আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, (বৈরুতঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৩৭৪ খৃঃ/১৪০৬ হিঃ), ১২/২২৪ পৃঃ।

৬. আহমাদ শানতাভী, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, (রিয়াযঃ ওয়াযারাতুল মা'আরিফ, তা.বি.), ১২/১৯৮-২০২ পৃঃ; The world Book Encyclopaedia, Vol-17 (London: World Book childcraft international, Inc.1947), P-75.

৭. সিয়ার, ১২/২২৪পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৩পৃঃ।

৮. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১), তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাক্বরীবুন নববী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯খঃ/১৩৯৯ হিঃ), ফুটনোট, ১/১৭৩ পৃঃ।

৯. আবু সা'আদ আবদুল কারীম আত-তামীমী, আল-আনসাব, ২য় খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৮খৃঃ/১৪১৯ হিঃ), পৃঃ ৪৪২; মুল্লা আলী ক্বারী; আল-মিরক্বাতুল মাফাতীহ, মুকাদ্দামা, ১ম খণ্ড (দিল্লীঃ কুতুব খানায়ে ইশা'আতুল ইসলাম, তা.বি.), পৃঃ ২৫।

১০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ খণ্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ/১৯৯২ খৃঃ/১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ২৪৭; The Encyclopaedia of Islam, V- II (London: Luzac & co. 1965), P-159.

১১. আল-আনসাব, ২/৪৪২পৃঃ; উর্দূ দায়িরায়ে মা'আরিফ, ৯/১৫৫পৃঃ।

১২. আবুল মুহাসিন ইউসুফ ইবনু তাগরী বরদী (৮১৩-৮৭৪হিঃ), আন-নুজূমুয যাহেরা, ৩য় খণ্ড, (মিশরঃ আল-মুআসসাসাতুল মিছরিয়্যাহ, তা. বি.), পৃঃ ২২।

১৩. সুনানে দারিমী (উর্দূ), অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাঈদ, মুকাদ্দামাহ, (করাচীঃ মুহাম্মাদ সাঈদ এণ্ড সন্স, তা.বি.), পৃঃ ৪৫।

www.ahlehadeethbd.org

শিক্ষা জীবন

ইমাম দারিমী (রহঃ) প্রাথমিক শিক্ষা সমরকন্দেই অর্জন করেন। অতঃপর কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে ইলমে হাদীছ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।[১৪] সমরকন্দের মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছ শিক্ষালাভের পর ইলমে হাদীছে উচ্চতর শিক্ষার্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। ইমাম বুখারী (রহঃ) যেমন ১৪ বছর বয়স থেকেই হাদীছ সংকলনের জন্য দেশ ভ্রমণ শুরু করেন এবং বুখারা থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন, ইমাম দারিমীও তেমনি হাদীছ শিক্ষার দুর্নিবার আকাংখায় খুরাসান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর[১৫], হেজায, মক্কা, মদীনা প্রভৃতি এলাকায় ভ্রমণ করেন।[১৬] এসব অঞ্চলের মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন এবং হাদীছ অভিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১৭]

ভ্রমণের অপরিসীম কষ্ট ইমাম দারিমী (রহঃ)-এর নিকট অসহনীয় ছিল। তবুও সমসাময়িক মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছের অমূল্য সম্পদ লাভের অপ্রতিরোধ্য আকাংখায় তিনি সব কষ্ট-ক্লেশ অকাতরে সহ্য করেছেন। হাদীছ সংকলনের এসব সফরে তিনি অন্যান্য মুহাদ্দিছীনে কেরামের মত ক্ষুধা-দারিদ্রের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। মুহাদ্দিছগণ অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে অনেক বিপদাপদ সহ্য করেছেন। কিন্তু প্রবল জ্ঞান পিপাসার কারণে ঐসব বিপদ তাঁদের ইলম হাছিলের পথে প্রতিবন্ধক হ'তে পারেনি। জ্ঞানার্জনের দৃঢ় সংকল্প ও প্রবল ইচ্ছা এবং দ্বীনের প্রতি গভীর ভালবাসায় তাঁরা এতই ব্যাকুল থাকতেন যে, নিজের কষ্টের কথা অনুভব করতে পারতেন না। ইমাম দারিমীও ছিলেন তেমনি এক বিখ্যাত মুহাদ্দিছ।[১৮]

শিক্ষকমণ্ডলী

ইমাম দারিমী (রহঃ) ইলমের বিভিন্ন শাখায় যে সকল বিদ্বানমণ্ডলীর নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হ'লেন আল-হাসান ইবনু আহমাদ ইবনে আবী শু'আইব আল-হারানী, সুলায়মান ইবনু হারব, আল-হাসান ইবনুর রবী' ইবনে সুলায়মান, হায়াত ইবনু শুরাইহ ইবনে ইয়াযীদ, আমর ইবনু আওন আল-ওয়াসিতী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আবী খালফ, মুহাম্মাদ ইবনু কাছীর আল-আবদী, মুহাম্মাদ ইবনু মিনহাল আত-তামীমী, মুসলিম ইবনু ইবরাহীম, আছিম ইবনু আলী (মৃঃ ২২১ হিঃ), আছিম ইবনু ইউসুফ (মৃঃ ২২০হিঃ), আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর আর-রক্কী (মৃঃ ২২০হিঃ), আবু ছালিহ আবদুল্লাহ (১৪১-২২১হিঃ), হাফিয ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (রহঃ) প্রমুখ।[১৯]

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম দারিমী (রহঃ) ইলমে হাদীছে এত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, অল্পদিনেই তাঁর সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশ-বিদেশের অনেক শিক্ষার্থী তাঁর নিকটে হাদীছ শ্রবণের জন্য এসে ভীড় জমায়। এমনকি অনেক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণও হাদীছ শ্রবণের জন্য ইমাম দারিমী (রহঃ)-এর নিকটে আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছহীহ হাদীছ গ্রন্থ সংকলনের পথিকৃত ইমাম বুখারী (রহঃ) (১৯৪-২৫৬হিঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহ কুতুবুস সিত্তাহ সংকলকগণের মধ্যে ইমাম আবুদাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকজন ছাত্র হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আয-যুহলী, রাজা ইবনু মুরাজ্জা (মৃঃ ২৪৯ হিঃ), হাফিয আবু যুর'আহ আর-রাযী (রহঃ) (২০০-২৬৪ হিঃ), হাফিয আবু হাতিম আর-রাযী (১৯৫-২৭৭হিঃ), মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার (রহঃ) (১৬৭-২৫২হিঃ) ইবরাহীম ইবনু আবী তালিব আন-নাইসাপুরী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল ফাযল আস্-সিজিস্তানী, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আবু ইয়া'কূব আল-ওয়াররাক, বাক্বী ইবনু মাখলাদ আল-আন্দালুসী প্রমুখ। এছাড়া যুগশ্রেষ্ঠ আরো অনেক মুহাদ্দিছ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছেন।[২০]

ইমাম দারিমী (রহঃ)-এর জীবন প্রণালী

ইমাম দারিমী (রহঃ) সহজ-সরল ও ধার্মিক জীবন যাপন করতেন। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।[২১] তাঁর সম্পর্কে The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা

---

১৪. ঐ।

১৫. The Encyclopaedia of Islam, Vol-II, p. 159; উর্দূ দায়িরায়ে মা'আরিফ, ৯/১৫৫পৃঃ; আল-আনসাব, ২/৪৪২পৃঃ।

১৬. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণঃ ১৯৯০খৃঃ/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৩৬০।

১৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩/২৪৭পৃঃ; The Encyclopaedia of Islam, II/159 p.

১৮. সুনানে দারিমী (উর্দূ), মুকাদ্দামাহ, পৃঃ ৪৬।

১৯. তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৩-৮৪পৃঃ; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৫/২৬০ পৃঃ; সিয়ার, ১২/২২৪-২৫পৃঃ।

২০. তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৫ পৃঃ; তাহযীবুত-তাহযীব, ৫/২৬১পৃঃ; সিয়ার, ১২/২২৫পৃঃ।

২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩/১৪৭পৃঃ; উর্দু দায়িরায়ে মা'আরিফ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫।

www.ahlehadeethbd.org

হয়েছে, AL-Daremi lived a simple life, devoted to study and acquired a reputation for knowledge of Hadith. 'ইমাম দারিমী সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর জীবন ছিল হাদীছ অধ্যয়ন ও হাদীছ সংগ্রহে উৎসর্গীকৃত'।[২২]

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে তিনি মত্ত না হয়ে সেগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন। এ জন্য আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, عرضت عليه الدنيا فلم يقبـــل 'দুনিয়া তাঁর নিকটে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি'।[২৩] এমনকি সমরকন্দের প্রধান কাযীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করা হ'লে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে সুলতানের অনুরোধক্রমে তিনি এ পদ গ্রহণ করেন কিন্তু মাত্র একটি মোকদ্দমা পরিচালনা করার পর এ দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি নেন।[২৪]

আখলাক ও তাক্বওয়া

ইমাম দারিমী (রহঃ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী, আল্লাহভীরু এক মহান জ্ঞানতাপস ছিলেন। সংসার বিরাগী এই মহান সাধককুল শিরোমণির জ্ঞানের গভীরতা, ধর্মের প্রতি আনুরাগ, শিষ্টতা ও শালীনতা, ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি সদগুণাবলী দ্বারা দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। তিনি অল্পে তুষ্ট হওয়ার বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন।[২৫]

রচনাবলী

ইমাম দারিমী (রহঃ)-এর রচনাবলী ছিল প্রধানত হাদীছ সংক্রান্ত। তবে কুরআনের তাফসীরের জন্যও তিনি কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।[২৬] ইমাম দারিমী প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈততা রয়েছে। হাফিয আহমাদ ইবনু সাইয়্যার আল-মারূযী বলেন, 'তিনি মুসনাদ ও তাফসীর নামে দু'টি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন'।[২৭] কিন্তু হাফিয আবুবকর আল-খত্বীব (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) (রহঃ)-এর মতে, তিনি আল-মুসনাদ, আত-তাফসীর ও আল-জামি' নামে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২৮] তবে আল-মুসনাদ ও আল-জামি' একই গ্রন্থের বিকল্প শিরোনাম হ'তে পারে বলেও কেউ কেউ মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২৯] তাঁর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থটি সাধারণত 'আল-মুসনাদ' নামে পরিচিত।[৩০] তিনি ইলমে হাদীছে 'الثلاثيات' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩১] গ্রন্থটি যাহিরিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৩২] ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রণীত যে গ্রন্থগুলো উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে- ১. আত-তাফসীর (التفسـير), ২. আল-জামি' (الجامع), ৩. আছ-ছুলাছিয়াত ফিল হাদীছ (الثلاثيات فى الحديـث), ৪. কিতাবুস সুন্নাহ ফিল হাদীছ (كتاب السنة فى الحديث), ৫. কিতাবু ছাওমিল মুস্তাহাযাহ ওয়াল মুতাহাইয়্যেরাহ (كتاب صوم المستحاضة والمتحيرة)।[৩৩]

ইন্তিকাল

ইমাম দারিমী (রহঃ) আব্বাসী খলীফা আল-মুহতাদী বিল্লাহ-এর শাসনামলে ২৫৫ হিজরী[৩৪] মোতাবেক ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে[৩৫] 'ইয়াওমুত-তারবিয়ার' দিন আছর ছালাতের পরে

---

২২. The Encyclopaedia of Islam, V- II, P-159.

২৩. সিয়ার, ১২/২২৯ পৃঃ; মুকাদ্দামাহ তুহফাহ, ১/৩৬১পৃঃ।

২৪. সিয়ার, ১২/২২৮পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৬-৮৭পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৫/২৬২পৃঃ; আল-মুন্তাযাম, ১২/৯২পৃঃ।

২৫. তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৬পৃঃ; সিয়ার, ১২/২২৭পৃঃ।

২৬. The Encyclopaedia of Islam, V- II, P-159; উর্দূ দায়িরায়ে মা'আরিফ, ৯/১৫৫পৃঃ।

২৭. সিয়ার, ১২/২২৮ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৭পৃঃ; তাহযীবুত-তাহযীব, ৫/২৬২পৃঃ।

২৮. সিয়ার, ১২/২২৮পৃঃ; আল-আনসাব, ২/৪৪২পৃঃ; আল-মুন্তাযাম, ১২/৯২ পৃঃ।

২৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩/১৪৭-৪৮পৃঃ; The Encyclopaedia of Islam, V- II, P-159.

৩০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩/১৪৭-৪৮পৃঃ; The Encyclopaedia of Islam, V- II, P-159.

৩১. উমার রিযা কাহ্হালাহ, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (বেরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী তা. বি.), পৃঃ ৭১।

৩২ ফুয়াদ সাযগীন, তারীখুত তুরাছিল আরাবী, ১ম খণ্ড (রিয়াদঃ ইদারাতুছ ছাক্বাফাহ ওয়ান নাশর বিল জামি'আহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সঊদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৩ খৃঃ/ ১৪০৩ হিঃ), পৃঃ ২২০।

৩৩. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন, ১ম খণ্ড, (বেরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮২খৃঃ/১৪০২হিঃ), পৃঃ ৫২২; ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী, হাদিয়াতুল আরিফীন, ৫ম খণ্ড, (বেরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮২খৃঃ/১৪০২হিঃ), পৃঃ ৪৪১।

৩৪. ইবনু হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, (দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃঃ/১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৩১১; আল-আনসাব, ২/৪৪২ পৃঃ।

৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭; উর্দূ দায়িরায়ে মা'আরিফ, ৯/১৫৫ পৃঃ; The Encyclopaedia of Islam, V- II, P-159.

www.ahlehadeethbd.org

ইন্তিকাল করেন।[৩৬] পরের দিন অর্থাৎ 'ইয়াওমুল আরাফা'র দিন (৯ যিলহাজ্জ) শুক্রবার মারভে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৭] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।[৩৮] কারো মতে তিনি ৭৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৩৯] কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর মৃত্যু সন ২৫০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেটা সন্দেহযুক্ত।[৪০]

ইসহাক ইবনু আহমাদ ইবনে খালফ আল-বুখারী বর্ণনা করেন, একদা আমরা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট আবদুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ)-এর মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত একটি পত্র আসল। তখন তিনি অত্যন্ত শোক বিহ্বল অবস্থায় মস্তক অবনত করলেন[৪১] এবং গভীর মমতার সাথে পড়লেন[৪২] إنا لله و إنا إليه راجعون অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন ও সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। তখন তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন,

إن تبق تفجع بالأحبة كلها * و فناء نفسك لا أبالك أفجع

'যদি তুমি জীবিত থাকতে তাহ'লে সকল বন্ধুর বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলতে পারতাম কিন্তু তোমার মরণ তার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক'। উল্লেখ্য যে, হাদীছে উল্লিখিত কবিতা ব্যতীত অন্য কোন কবিতা ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন দিন আবৃত্তি করেননি।[৪৩]

মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম দারিমী (রহঃ)

হিজরী তৃতীয় শতকের অন্যতম প্রথিতযশা আলিম, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও মুফাস্সির, প্রসিদ্ধ ফক্বীহ ইমাম আব্দুল্লাহ আদ-দারিমী (রহঃ)-এর জ্ঞান-গরিমা, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিম্নে তাঁর সম্পর্কে বিদ্বানগণের কিছু প্রশংসাবাণী উল্লিখিত হ'লঃ

◆ মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বুন্দার ও ইবনু রজব আল-হাম্বলী বলেন, 'পৃথিবীতে হাফিয চার জন। যথাঃ রায়-এর আবু যুর'আহ, নাইসাপুরের মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, সমরকন্দের আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান এবং বুখারার মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল'।[৪৪]

◆ আবু হামীদ ইবনুশ শারক্বী ও হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ) (মৃঃ ৭৪৮হিঃ) বলেন, 'খোরাসান ইলমে হাদীছের পাঁচজন ইমামের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা হ'লেন মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ও ইবরাহীম ইবনু আবু তালিব।[৪৫]

◆ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর বলেন, غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ و الورع 'আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান হিফয (মুখস্থ শক্তি) ও তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি)-তে আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন'।[৪৬]

◆ আবু হাতিম ইবনু হিব্বান বলেন, 'তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ হাফিযগণের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বীনের ঐ সমস্ত মুত্তাক্বীদের দলভূক্ত যারা সংকলন, সংরক্ষণ, অনুধাবন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ বর্ণনায় অনন্য ছিলেন। তিনি স্বীয় শহরে হাদীছের প্রসার ঘটিয়েছিলেন এবং হাদীছের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সুন্নাহ হ'তে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করার পাশাপাশি তিনি সুন্নাহ বিরোধীদের দমন করেছিলেন'।[৪৭]

◆ ইসহাক ইবনু আহমাদ ইবনে যায়রাক আল-ফারেসী বলেন, 'আমি আবু হাতিম আর-রাযীকে ২৪৭ হিজরী সনে বলতে শুনেছি, ইরাকে প্রবেশকারী মনীষীগণের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল অধিক জ্ঞানী, বর্তমানে খোরাসানের অধিবাসীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া অধিক বিজ্ঞ। আর মুহাম্মাদ ইবনু আসলাম তাদের মধ্যে

---

৩৬. সিয়ার, ১২/২২৮ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৭ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৫/২৬২ পৃঃ।

৩৭. তাহযীবুত-তাহযীব, ৫/২৬২ পৃঃ; সিয়ার, ১২/২২৮ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৭ পৃঃ।

৩৮. সুনানে দারিমী শরীফ (উর্দু অনুবাদ), মুকাদ্দামা, পৃঃ ৪৬।

৩৯. তাহযীবুত-তাহযীব, ৫/২৬২ পৃঃ; মুকাদ্দামা মিরক্বাতুল মাফাতীহ, পৃঃ ২৫।

৪০. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭হিঃ/১৯৮৭খৃঃ), পৃঃ ২১৩।

৪১. সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২২৮; তাহযীবুল কামাল, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭।

৪২. তাহযীবুত তাহযীব, ৫/২৬২ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৭ পৃঃ; সিয়ার, ১২/২২৯ পৃঃ।

৪৩. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ১১৭।

৪৪. শরহু ইলালিত তিরমিযী, ১ম খণ্ড (যারকাঃ কাতাবাতুল মানার, ১ম সং, ১৯৮৭খৃঃ/১৪০৭হিঃ), পৃঃ ৪৯৮।

৪৫. তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৬ পৃঃ; তাহযীবুত-তাহযীব, ৫/২৬২ পৃঃ; সিয়ার, ১২/২২৭ পৃঃ।

৪৬. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, আল-ইবার ফি খবরি মান গাবার, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ৩৬৫।

৪৭. তাহযীবুত-তাহযীব, ৫/২৬২ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৬১ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুকাদ্দামা, ১-২/৩৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আত্মশুদ্ধির অনন্য সোপান তাক্বওয়া

*শরীফা বিনতু আব্দুল মতীন**

আভাষঃ

সুশোভিত বসুন্ধরার আপাদমস্তক আজ কালিমালিপ্ত। অন্যায়, পাপাচার, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও নানাবিধ পাপ কর্মের সংক্রামক কিলবিল করছে গোটা বিশ্বে। প্রশান্তির দেহকে অশান্তির ঘুণ পোকা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। সর্বত্র এক অসহ্য, অস্থির অবস্থা। অধিকাংশ মুসলমান আজ আমলের জগৎ হ'তে কেটে পড়ে কেবল ইসলাম নামটুকুর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে। এহেন দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটময় অবস্থায় যাবতীয় পাপাচার ও মন্দ কাজ থেকে উত্তরণের একমাত্র সোপান হচ্ছে 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীরুতা। মানুষের মনের মধ্যে যখন আখেরাতের বিভীষিকা ও জাহান্নামের শাস্তির ভয় এবং আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি হয় তখনই সে তার সমস্ত উদ্যম, উদ্দীপনা, চিন্তা ও আচরণকে সুসংহত রাখে। যা মহাজাগতিক কোন আইনের পক্ষে সম্ভব নয়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সমকালীন রোগের কার্যকর চিকিৎসা 'তাক্বওয়া' সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল-

তাক্বওয়া কিঃ

'তাক্বওয়া' মানুষের অভ্যন্তরের এক নির্ভীক শক্তি। তাক্বওয়া (تقوى) শব্দটি وقى মাদ্দা থেকে উদ্ভূত, যা وقاية হ'তে নেয়া হয়েছে। আভিধানিক অর্থ ভীতি[১] রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা, ভয় করা, বেঁচে থাকা ইত্যাদি।[২] অন্য কথায় التوقى مما يكره 'অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা'।[৩] পরিভাষায় তাক্বওয়া হচ্ছে সেসমস্ত কাজ পরিহার করা, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ।[৪] সকল সৎ কর্মের উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক এবং সকল বদ আমল থেকে বাঁচার মত একটি শক্তিশালী অনুভূতির নাম তাক্বওয়া।[৫] তাক্বওয়ার হাকীকত হচ্ছে- আল্লাহ্র আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের জন্য এমন জিনিস গ্রহণ করা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধ ও শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।[৬] ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) তাক্বওয়ার স্বরূপ তুলে ধরেন এভাবে-

سأل عمر أبى بن كعب عن التقوى فقال له: أ ماسلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى، قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى-

'ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আপনি কি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা'ব বললেন, সেখানে আপনি কি করেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন, কাপড় গুটিয়ে নিয়েছি ও কাঁটা থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, এটাই তাক্বওয়া'।[৭]

ইবনুল মু'তাযের নিম্নোক্ত কবিতায়ও এ অর্থ প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেন,

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى

لاتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

'ছোট ও বড় পাপ সমূহ পরিত্যাগ কর, এটাই তাক্বওয়া। এমনভাবে কাজ কর যেমন কন্টকাকীর্ণ পথের পথিক যা দেখে সে সম্পর্কে সতর্ক ও সজাগ থাকে। ছোট পাপগুলোকে হালকা মনে করো না। জেনে রেখো! ছোট ছোট কঙ্কর পর্বতে পরিণত হয়'।[৮] মোট কথা যাবতীয় পাপাচার থেকে নিজেকে পরহেয করার নামই তাক্বওয়া।

মুত্তাক্বীর পরিচয়ঃ

বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও চারিত্রিক মাধুর্য থেকে মুত্তাক্বীর পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা, সম্পদ, বয়স বা সৌন্দর্য কোন কিছুর ফ্রেমেই মুত্তাক্বী আবদ্ধ নয়, বরং কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত গুণাবলীর সাথে সঙ্গতি থাকলে যেকোন শ্রেণীর মানুষ 'মুত্তাক্বী' হিসাবে আখ্যায়িত হবেন। মুত্তাক্বীর পরিচয় আল্লাহপাক কুরআনের বহু স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون- والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون-

'(মুত্তাক্বী হচ্ছে তারা) যারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস রাখে, ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দেয়া হয়েছে তা থেকে ব্যয় করে, আর আপনার প্রতি এবং

---

* কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. *জুবরান মাসঊদ, আর-রায়েদ (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল জালায়ীন, ৪র্থ সংস্করণ জুলাই ১৯৮১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫।*
২. *ত্বাহের আহমাদ যাবী, তারতীব আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (রিয়াযঃ দারু আলাম আল-কুতুব, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৬ খৃ/১৪১৭ হিঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৮।*
৩. *মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর (বৈরুতঃ দারুল কুরআনিল কারীম, ৭ম সংস্করণ ১৯৮১খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।*
৪. *মুহাম্মদ আব্দুল হাই, আল-কোরআনের অভিধান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৩), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩।*
৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসলাহী, আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুনঃ ২০০৩), পৃঃ ১৬৭।*
৬. *আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (রিয়াযঃ ১৪১০ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০।*
৭. *মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।*
৮. *মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা হয়েছিল. কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।[৫৯] তিনিই আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (রহঃ) কে ইমাম বলেছেন।[৬০]

◆ ইমাম শামুসুদ্দীন আয-যাহারী (রহঃ) বলেন, قد كان الدارمي ركنا من أركان الدين 'ইমাম দারিমী (রহঃ) ছিলেন দ্বীনের (ইসলামের) রুকুনসমূহের মধ্যে অন্যতম রুকন (স্তম্ভ)।[৬১]

◆ ইবনুল জাওযী বলেন, و برع في علم الحديث و حفظ و أتقن و جمع الثقة و الصدق و الورع و العفاف و الزهد و العقل الكامل 'তিনি ইলমে হাদীছে দক্ষতা অর্জন করেন, হাদীছ সংকলন ও সংরক্ষণ করেন এবং এতে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তিনি নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদীতা, আল্লাহভীরুতা, নিষ্কলুষতা, সাধনা ও পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন'।[৬২]

◆ আহমাদ ইবনু সাইয়্যার বলেন, كان حسن المعرفة دون المسند و التفسير 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। তিনি মুসনাদ ও তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৬৩]

◆ হাফিয আবু বকর আল-খত্বীব বলেন, 'তিনি ছিলেন ঐ সকল মহামনীষীদের দলভুক্ত যারা হাদীছ সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ করেছেন এবং যারা নির্ভরযোগ্যতা, সত্যবাদিতা, আল্লাহভীতি, তপস্যা প্রভৃতির মাধ্যমে হাদীছ সংকলন ও সংরক্ষণ এবং তাতে দক্ষতা লাভের বিশেষ গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন। সমরকন্দের কাযীর পদে যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হ'লে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু মাত্র একটি মোকদ্দামা পরিচালন করার পর এ দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর করা হয়। তিনি সীমাহীন জ্ঞান ও অশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ধর্মপরায়ণতা, দক্ষতা, গাম্ভীর্যতা, ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক প্রয়াস, ইবাদত-উপাসনা, তপস্যা-সাধনা, অল্পে তুষ্টি প্রভৃতি গুণের কারণে তাঁকে দৃষ্টান্ত বা উপমা হিসাবে উপস্থাপন করা হ'ত।[৬৪]

◆ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণনা করেন, খোরাসানে ইলমে হাদীছের হাফিয চার জন। তাঁরা হ'লেন আবু যুর'আ আর-রাযী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান দারিমী সমরকন্দী এবং হাসান ইবনু শুজা' বালখী।[৬৫]

◆ ইউসুফ আলইয়ান সারকীস বলেন, 'তিনি ছিলেন অতি বড় ভ্রমণকারী। ইসলামী শহরগুলিতে পরিভ্রমণ করে সেখানকার হাদীছবেত্তাগণের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। এমনকি তিনি ইলমে হাদীছে সমকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন'।[৬৬]

সমাপনীঃ ইমাম দারিমী (রহ) ছিলেন ইলমে হাদীছের আকাশে এক জ্যোতির্ময় নক্ষত্র। যার জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধ জ্যোতির আলোকময় প্রভায় তৎকালীন সমাজ আলোকিত হয়েছিল। দূরীভূত হয়েছিল মিথ্যা ও বাতিল। তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের খ্যাতিমান হাফিয, বিজ্ঞ মুহাদ্দিছ এবং হাদীছের অনন্য সাধারণ সংকলক। তিনি একাধারে মুফাস্সির এবং সুবিজ্ঞ ফক্বীহ ছিলেন। তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তি, অনুপম মুদ্ধিমত্তা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন মেধাবী ও জ্ঞানী, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন ধার্মিক ও তাপস। আজীবন তিনি ইলমে হাদীছের খেদমত করেছেন। তিনি হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়ন করে হাদীছ অভিজ্ঞানে অমর অবদান রেখে গেছেন। এমন এক সময় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যে সময়ে এ বিষয়ে অল্প সংখ্যক মনীষীই অগ্রণী হয়েছিলেন। ফলে এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মূলতঃ ইলমে হাদীছের খেদমতকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কর্মময় ও ঘটনা বহুল জীবনীতে মুসলমানদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৫৯. আল-মুন্তাযাম, ১২/৯৩পৃঃ; সিয়ার, ১২/২২৯পৃঃ।

৬০. তাহযীবুত-তাহযীব, ৫/২৬১পৃঃ।

৬১. সিয়ার, ১২/২২৯পৃঃ।

৬২. আল-মুন্তাযাম, ১২/৯২ পৃঃ।

৬৩. ঐ।

৬৪. তারীখ বাগদাদ, ১০/২৯পৃঃ; আল-আনসাব, ২/৪৪২পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১০/২৮৬-৮৭পৃঃ।

৬৫. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ১১৭।

৬৬. ইউসুফ আলাইয়ান সারকীস, মু'জামু মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড (মিশরঃ মানশূরাত মাকতাবাত আয়াতিল্লাহ আল-উযমা আল-মুরয়িশিল খিফা, তা.বি.), পৃঃ ৮৫৭-৫৮।

www.ahlehadeethbd.org

আত্মশুদ্ধির অনন্য সোপান তাক্বওয়া

*শরীফা বিনতু আব্দুল মতীন**

আভাষঃ

সুশোভিত বসুন্ধরার আপাদমস্তক আজ কালিমালিপ্ত। অন্যায়, পাপাচার, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও নানাবিধ পাপ কর্মের সংক্রামক কিলবিল করছে গোটা বিশ্বে। প্রশান্তির দেহকে অশান্তির ঘুণ পোকা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। সর্বত্র এক অসহ্য, অস্থির অবস্থা। অধিকাংশ মুসলমান আজ আমলের জগৎ হ'তে কেটে পড়ে কেবল ইসলাম নামটুকুর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে। এহেন দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটময় অবস্থায় যাবতীয় পাপাচার ও মন্দ কাজ থেকে উত্তরণের একমাত্র সোপান হচ্ছে 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীরুতা। মানুষের মনের মধ্যে যখন আখেরাতের বিভীষিকা ও জাহান্নামের শাস্তির ভয় এবং আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি হয় তখনই সে তার সমস্ত উদ্যম, উদ্দীপনা, চিন্তা ও আচরণকে সুসংহত রাখে। যা মহাজাগতিক কোন আইনের পক্ষে সম্ভব নয়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সমকালীন রোগের কার্যকর চিকিৎসা 'তাক্বওয়া' সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল-

তাক্বওয়া কিঃ

'তাক্বওয়া' মানুষের অভ্যন্তরের এক নির্ভীক শক্তি। তাক্বওয়া (تقوى) শব্দটি وقى মাদ্দা থেকে উদ্ভূত, যা وقاية হ'তে নেয়া হয়েছে। আভিধানিক অর্থ ভীতি রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা, ভয় করা, বেঁচে থাকা ইত্যাদি।[২] অন্য কথায় التوقى مما يكره 'অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা'।[৩] পরিভাষায় তাক্বওয়া হচ্ছে সেসমস্ত কাজ পরিহার করা, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ।[৪] সকল সৎ কর্মের উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক এবং সকল বদ আমল থেকে বাঁচার মত একটি শক্তিশালী অনুভূতির নাম তাক্বওয়া।[৫] তাক্বওয়ার হাকীকত হচ্ছে- আল্লাহ্র আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের জন্য এমন জিনিস গ্রহণ করা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধ ও শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।[৬] ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) তাক্বওয়ার স্বরূপ তুলে ধরেন এভাবে-

سأل عمر أبى بن كعب عن التقوى فقال له: أ ماسلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى، قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى-

'ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আপনি কি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা'ব বললেন, সেখানে আপনি কি করেছেন? ওমর (রাঃ) বলেন, কাপড় গুটিয়ে নিয়েছি ও কাঁটা থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, এটাই তাক্বওয়া'।[৭]

ইবনুল মু'তাযের নিম্নোক্ত কবিতায়ও এ অর্থ প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেন,

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى

لاتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

'ছোট ও বড় পাপ সমূহ পরিত্যাগ কর, এটাই তাক্বওয়া। এমনভাবে কাজ কর যেমন কন্টকাকীর্ণ পথের পথিক যা দেখে সে সম্পর্কে সতর্ক ও সজাগ থাকে। ছোট পাপগুলোকে হালকা মনে করো না। জেনে রেখো! ছোট ছোট কঙ্কর পর্বতে পরিণত হয়'।[৮] মোট কথা যাবতীয় পাপাচার থেকে নিজেকে পরহেয করার নামই তাক্বওয়া।

মুত্তাক্বীর পরিচয়ঃ

বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও চারিত্রিক মাধুর্য থেকে মুত্তাক্বীর পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা, সম্পদ, বয়স বা সৌন্দর্য কোন কিছুর ফ্রেমেই মুত্তাক্বী আবদ্ধ নয়, বরং কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত গুণাবলীর সাথে সঙ্গতি থাকলে যেকোন শ্রেণীর মানুষ 'মুত্তাক্বী' হিসাবে আখ্যায়িত হবেন। মুত্তাক্বীর পরিচয় আল্লাহপাক কুরআনের বহু স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون- والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون-

'(মুত্তাক্বী হচ্ছে তারা) যারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস রাখে, ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দেয়া হয়েছে তা থেকে ব্যয় করে, আর আপনার প্রতি এবং

---

* কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. জুবরান মাসউদ, আর-রায়েদ (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল জালায়ীন, ৪র্থ সংস্করণ জুলাই ১৯৮১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫।

২. ত্বাহের আহমাদ যাবী, তারতীব আল-ক্বামুসুল মুহীত্ব (রিয়াযঃ দারু আলাম আল-কুতুব, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৬ খৃ/১৪১৭ হিঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৮।

৩. মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর (বৈরুতঃ দারুল কুরআনিল কারীম, ৭ম সংস্করণ ১৯৮১খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।

৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, আল-কোরআনের অভিধান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৩), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩।

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসলাহী, আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুনঃ ২০০৩), পৃঃ ১৬৭।

৬. আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (রিয়াযঃ ১৪১০ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০।

৭. মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।

৮. মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।

www.ahlehadeethbd.org

আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনে ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে' *(বাক্বারাহ ৩-৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

من آمن بالله واليوم الآخر والملآئكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلوة وآتى الزكوة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأسآء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون-

'যারা ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাকুলের উপর, নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে ও কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করে এবং যারা অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাক্বী' *(বাক্বারাহ ১৭৭)*।

আল্লাহপাক আরো বলেন,

والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون

'যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে তারাই মুত্তাক্বী' *(যুমার ৩৩)*।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে আটক করা হবে। অতঃপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন, মুত্তাক্বীগণ কোথায়? এ ডাক শুনে তাঁরা দাঁড়িয়ে যাবেন এবং আল্লাহ্পাক কোন পর্দা বা আবরণ ছাড়াই তাদেরকে স্বীয় বাহুতে নিয়ে নিবেন। অতঃপর আবূ আফীফ (রহঃ) স্বীয় উস্তায মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, মুত্তাক্বী কারা? জবাবে তিনি বলেন, قوم اتقو الشرك وعبادة الأوثان، وأخلصوا لله العبادة، فمروا إلى الجنة 'যারা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকে এবং একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তারা জান্নাতে চলে যাবে'।[৯]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته فى التصديق بماجاء به-

'মুত্তাক্বী তারাই যারা আল্লাহ্র হেদায়াত অনুধাবন করার পর তাকে পরিত্যাগ করতে তাঁর কঠোর শাস্তির ভয় পায় এবং তাঁর রহমতের আশা রেখে তাঁর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস পোষণ করেন'।[১০] কালবী (রহঃ) বলেন, যারা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন তারাই মুত্তাক্বী।[১১]

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হাছিলের নির্দেশঃ

তাক্বওয়াহীন ব্যক্তি ভিত্তিহীন প্রাসাদের ন্যায়। মানুষের বসবাসের জন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও ভিত যেমন প্রাসাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, তেমনি তাক্বওয়া একজন মুসলমানের ইবাদতের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করে। তাক্বওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন,

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না' *(আলে ইমরান ১০২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৭০)*।

আল্লাহ্র ভয়ের প্রতি আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ বলেন, وايای فارهبون 'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ৪০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ياأيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيى عظيم 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের কম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার' *(হজ্জ ১)*।

আল্লাহ বলেন, يايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل إذا هديتم- 'হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না' *(মায়েদাহ ১০৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা' *(হাশর ১৮)*। এরূপ অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহপাক আল্লাহভীরুতার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

৯. *ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর, (তাফসীরু কুরআনিল আযীম, রিয়াযঃ দারু 'আলাম আল-কুতব, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫।*

১০. *পূর্বোক্ত, ১/৫৫ পৃঃ।*

১১. *পূর্বোক্ত, ১/৫৫ পৃঃ।*

www.ahlehadeethbd.org

তাক্বওয়া প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس لخلق حسن 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর এবং অসৎ কাজ করলে তার পরপর সৎ কাজ কর। ভাল কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[১২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب-

'নো'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝে রয়েছে কিছু সংশয়পূর্ণ জিনিস, যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই অসচেতন। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকবে সে তার দ্বীন ও ইয্যতকে নিরাপদ করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ল সে হারামের মধ্যে পতিত হ'ল। তার দৃষ্টান্ত হ'ল সেই রাখালের ন্যায়, যে চারণভূমির আশেপাশে তার মেষপাল চরিয়ে বেড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই তাতে হিংস্র প্রাণীর ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রেখো! প্রত্যেক বাদশার নির্দিষ্ট কর্মসীমা রয়েছে। আর আল্লাহ্র কর্মসীমা হচ্ছে হারামকৃত বস্তু সমূহ। আরো জেনে রেখো! মানুষের দেহে এক টুকরা গোশতপিণ্ড রয়েছে, সেটি সুস্থ থাকলে সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে এবং সেটি দূষিত বা অসুস্থ হ'লে সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রেখো! সেটা হচ্ছে 'ক্বলব' বা অন্তঃকরণ'।[১৩]

পাপক্লিষ্ট এ সমাজে চলতে গিয়ে সংশয়ের চোরাগলি দিয়ে মানুষ যেন জাহান্নামে চলে না যায় আলোচ্য হাদীছে সেজন্য সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ তাক্বওয়া হ্রাস পেলে শয়তান তাকে কোন না কোনভাবে ওয়াসওয়াসা দিবে।

১২. *তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক অনূদিত, ১৩তম সংস্করণ ২০০২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২২।*

তাক্বওয়া সম্ভ্রমের কারণঃ

একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সাঁই সাঁই করে এগিয়ে গেলেও, যশ-খ্যাতির প্রলোভন পরিবেশকে ভারী করে তুললেও, এমনকি সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রতিযোগিতা সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হ'লেও একমাত্র তাক্বওয়াই হচ্ছে চিরস্থায়ী মর্যাদার প্রধান নিক্তি। ইসলাম সবকিছুকে নীচে ফেলে তাক্বওয়াকে সম্ভ্রমের কারণ হিসাবে আসন দিয়েছে সর্বোচ্চে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إن أكرمكم عند الله أتقاكم 'তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم-

'হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের প্রভু এক। অতএব কোন অনারবীর উপর আরবীর, আরবীর উপর অনারবীর, লালের উপর কালোর, কালোর উপর লালের শ্রেষ্ঠত্ব নেই কেবল তাক্বওয়া ব্যতীত। আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল'।[১৪]

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا-

'দুনিয়াটা একটা শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তু। আল্লাহ এখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা কি আমল করছো তা দেখছেন। সুতরাং দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও'।[১৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبى هريرة قال قال رسوالله صلى الله عليه وسلم إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, বরং

১৪. *মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১১।*
১৫. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি তোমাদের অন্তঃকরণ ও আমলসমূহ দেখেন'।[১৬]

সুতরাং আশাহত মুসলিম সমাজের জন্য আর কোন দুঃখ, বেদনা কিংবা দুশ্চিন্তা নয়। তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির ভূষণে বিভূষিত হ'লে সে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শরীফ (সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত) ও মুজীদ (সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ)।

তাক্বওয়ার গুরুত্বঃ

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لايلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع ولايجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না, যেরূপ দোহনকৃত দুধ পুনরায় পালানে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহ্র পথের ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্র হবে না'।[১৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে- এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্র যিকির করে এবং তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়'।[১৮]

অপর হাদীছে এসেছে 'মহান আল্লাহ্র নিকট দু'টি বিন্দুর চাইতে প্রিয় আর কিছু নেই। একটি আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু, অপরটি আল্লাহ্র পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু'।[১৯]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক প্রকারের চোখ, যা আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করেছে এবং আরেক প্রকার চোখ যা আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছে'।[২০]

তাক্বওয়ার ফলাফলঃ

তাক্বওয়ার ফলাফল দ্বিবিধ। তাক্বওয়া অবলম্বন করলে পার্থিব জীবনে যেমন বিনিময় পাওয়া যায়, তেমনি পরকালেও স্থায়ী পুরস্কার লাভে ধন্য হওয়া যায়। আল্লাহ বলেন,

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب-

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাঁর মুক্তির পথ সহজ করে দেন, আর তাঁকে সীমাহীন উৎস থেকে রিযিক দান করে থাকেন' *(তালাক্ব ২-৩)*। আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন,

يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيآتكم ويغفرلكم والله ذو الفضل العظيم

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) দান করবেন এবং তোমাদের থেকে পাপকে সরিয়ে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর সুসংবাদ মুত্তাক্বীর জন্য' *(আনফাল ২৯)*।

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন,

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى-

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত' *(নাযি'আত ৪০-৪১)*।

তাক্বওয়া বা আল্লাহ্র ভয় অন্তরে বদ্ধমূল থাকলে মুত্তাক্বীর রিযিক অকল্পনীয় উৎস থেকে উৎসারিত হবে। তার পাপকে মার্জনা করে জান্নাতের সরণী উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তাক্বওয়ার সুফল ও প্রতিদান স্বরূপ ক্ষুধার্ত আছহাবে সুফফা (৭০ জন), আবূ হুরায়রা (রাঃ) ও সবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক পেয়ালা দুধ পূর্ণ তৃপ্তির সাথে পান করেছিলেন।[২১] আয়েশা (রাঃ) সামান্য পরিমাণ যব দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেতে পেরেছিলেন।[২২] বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার অপরাধে ১ মাস ২০ দিন (৫০ দিন) অবরুদ্ধ থাকার পর কা'ব বিন মালিক, মুরারা ইবনু রবী'আ আমেরী ও হিলাল ইবনু উমাইয়াহ ওয়াকিফীকে ক্ষমা করা হয়।[২৩] পরপর দশটি আয়াত *(নূর ১১-২০)* নাযিলের মাধ্যমে মা আয়েশা (রাঃ)-কে চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তার সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহামূল্যবান সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।[২৪] এরূপ অসংখ্য নযীর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নায় বিধৃত হয়েছে।

সমাজের পরিতুষ্ট ব্যক্তিবর্গ হ'লেন মুত্তাক্বীগণ। তাঁদের ইয্যত, পার্থিব সংকট, দুশ্চিন্তা, ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সব কিছুই এক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়, বিধায় সব কিছু তারা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। ইহকালীন জীবনে তারা হন প্রয়োজন বিমুখ আর পরকালে রয়েছে তাঁদের জন্য অনন্ত পুরস্কার।

[চলবে]

---

১৬. *মুসলিম, মিশকাত, হা/৫০৮৩ 'রিয়া ও সুম'আ' অধ্যায়।*
১৭. *ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ), জামে' আত-তিরমিযী, (ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৩; রিয়াযুছ ছালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ও ছহীহ।*
১৮. *বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।*
১৯. *রিয়াযুছ ছালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯।*
২০. *তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২১; মিশকাত হা/৩৬৫৩, ৭/২১১ পৃঃ।*
২১. *বঙ্গানুবাদ জামে আত-তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৮ 'ক্বিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়' অধ্যায়; রিয়াযুছ ছালেহীন, ২/৭২ পৃঃ।*
২২. *রিয়াযুছ ছালেহীন, ২/৫৯ পৃঃ।*
২৩. *তওবা ১১৭; ছহীহুল বুখারী, (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ২০০৫), ৪/২৪৭ পৃঃ।*
২৪. *ছহীহুল বুখারী, পূর্বোক্ত, ৪/১০৫ পৃঃ।*

www.ahlehadeethbd.org

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ও ছূফীদের গল্প

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ)-এর সময়ে সিরিয়া এলাকায় ছূফীদের উপদ্রব ছিল বেশী। তারা 'কারামতের' নামে বিভিন্ন ভেল্কিবাজি দেখিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করত ও তাদের গোলামীতে আবদ্ধ করত। দেশের নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিরা ছাড়াও হাযার হাযার সাধারণ লোক তাদের ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর দ্বারা ছূফীরা নিজেদেরকে 'বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী' এবং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত বলে দাবী করে। তারা আগুনের মধ্যে প্রবেশ করত। কিন্তু পুড়ত না। এ কারণে লোকেরা ভাবত, এইসব ছূফীর শিষ্য হ'তে পারলে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মানুষ ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে দলে দলে তাদের খানকাহে হাযির হয়ে নযর-নেয়ায দিয়ে তথাকথিত মা'রেফাতের সবক নেওয়া শুরু করল।

গোমরাহীর এই স্রোত ঠেকানোর জন্য ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সিরিয়ার বাদশাহ্র নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বাদশাহ! আমি এই ছূফীদের চ্যালেঞ্জ করছি। আপনি ওদের হাযির করুন। বাদশাহ বললেন, ওরা তো বলে যে, ওদের এক ধরনের 'হাল' হয়। যার কারণে ওরা আগুনে প্রবেশ করলেও অক্ষত থাকে। 'শরী'আত পন্থী কোন ব্যক্তি একাজ করতে সক্ষম নয়' বলে ওরা দাবী করে থাকে।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বললেন, আমিও আগুনে প্রবেশ করব। তবে একটা শর্ত আছে, যেটা ওদের সাথে চ্যালেঞ্জকালে বলব। আপনি ওদের নেতাদের হাযির করুন।

বাদশাহ ছূফী সম্রাটদের দরবারে হাযির করলেন। যথাসময়ে ছূফী সম্রাট তার সাথী শায়েখ খলীফা সাইয়েদা আহমাদ ও শায়েখ হাতেম প্রমুখকে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। অতঃপর তারা তাদের টেকনিক অনুযায়ী প্রথমে অনেকগুলি মা'রেফতী কসরৎ করলেন। তারপর 'হাল' হ'ল। এরপর ছূফী সম্রাট আগুনে প্রবেশ করতে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বাধা দিয়ে বললেন, 'খাল' (সাবান-এর ন্যায় এক প্রকার বস্তু) ও গরম পানি দিয়ে আগে গোসল কর। তারপর আগুনে প্রবেশ কর'। কিন্তু ছূফী সম্রাট চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, এটাই আমাদের মা'রেফতী তরীকা। গোসল করাটা আমাদের তরীকা বিরোধী। ইবনু তায়মিয়াহ বললেন, মোমবাতির আগুনে তুমি আঙ্গুল পোড়াও আমিও আঙ্গুল পোড়াব। কিন্তু শর্ত হ'ল, আগে তোমার আঙ্গুল গুলো ভালভাবে গরম পানি ও 'খাল' দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কিন্তু ছূফী সম্রাট এতে আরও ক্ষেপে ওঠেন ও রাগান্বিত হয়ে চলে যান। তখন সমবেত হাযার হাযার জনতার উদ্দেশ্যে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বললেন, আসল রহস্য হ'ল এই যে, এরা হাতে পায়ে ও সারা দেহে 'কিবরীত' নামক এক প্রকার তৈল মর্দন করে। যা আগুন থেকে দেহকে রক্ষা করে। এটাকেই লোকেরা তাদের 'কেরামত' মনে করে। আর এই সুযোগে ছূফীরা ভক্তদের ঈমান চুরি করে ও তাদের পকেট ছাফ করে। এরা শয়তানের এজেন্ট। এদের থেকে সকলে সাবধান হও'। তিনি বলেন, যদি কেউ অলৌকিকতা দেখিয়ে আগুনে প্রবেশ করে বা আকাশে ওড়ে বা পানিতে হেটে বেড়ায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা বড় দাজ্জাল আকাশকে বলবে, 'পানি বর্ষণ কর' তখন বৃষ্টি হবে। মাটিকে বলবে, 'উৎপাদন কর' তখন বিভিন্ন গাছ জন্মাবে। সে বলবে, হে যমীন! তোমার খনিগুলোকে বের করে দাও। তখন সব খনিজ সম্পদ বেরিয়ে আসবে। সে মানুষ হত্যা করবে, তারপর বলবে, উঠে দাঁড়াও। তখন সে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে'। অতএব হে জনগণ! অলৌকিকতার মধ্যে কোন শিক্ষা নেই। প্রকৃত শিক্ষা হ'ল এ বিষয়ে যে, মানুষের কাজ-কর্ম কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হচ্ছে কি-না। কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল সবকিছুর মাপকাঠি।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর এই সাহাসী পদক্ষেপের ফলে হাযার হাযার মানুষ মা'রেফাতের ধোঁকা থেকে মুক্ত হ'ল এবং পুনরায় কুরআন ও সুন্নাহ্র পথে ফিরে এল (সংক্ষেপায়িত)।

[উল্লেখ্য যে, সমাজের দুনিয়াপূজারী আলেম ও ভণ্ড পীর-আউলিয়াদের চক্রান্তে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে ৮ বার জেল খাটতে হয় এবং জেলখানাতেই তাঁর মৃত্যু হয় (স.স)]

[সৌজন্যেঃ সাপ্তাহিক আল-ফুরক্বান (কুয়েত) সংখ্যা ৩৯৭]

॥ নেকড়ে ও খরগোসের শান্তিচুক্তি ॥

নেকড়েদের নেতা একদিন জঙ্গলের খরগোসদের আমন্ত্রণ করল। অতঃপর তাদেরকে সুস্বাদু ভুরিভোজে আপ্যায়িত করার পরে বলল, তোমাদের সাথে আমাদের পুরানো শত্রুতার অবসান চাই। ব্যাঘ্রনেতাদের এই সন্ধি প্রস্তাবে খরগোসের দল আনন্দে নেচে উঠলো। তারা নেকড়েদের সঙ্গে চুক্তি করলো যে, এখন থেকে জঙ্গলে সবাই পারস্পরিক নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গে বসবাস করবে। ব্যাঘ্রনেতা তার দলের সদস্যদের বলে দিল, তারা যেন সবাই স্ব স্ব গর্তে বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, যাতে খরগোসেরা নির্ভয়ে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। অতঃপর নেকড়ে নেতা এসে খরগোস নেতাকে এই সুখবর দিল। তাতে খরগোস নেতা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, 'এখন থেকে আমরা সর্বদা আপনাদের সেবায় থাকব এবং অন্যান্য প্রাণী কে কোথায় গোপনে বাস করে তা বলে দেব, যাতে আপনারা সহজে তাদের ধরে খেতে পারেন'। নেকড়ে নেতা এতে ক্রুর হাসি হাসলো।

www.ahlehadeethbd.org

যার মর্ম খরগোস নেতার ছোট্ট মাথায় ঢোকেনি। খরগোস নেতা তার দলকে গিয়ে এ খবর দিলে এবং সবাইকে বেরিয়ে এসে নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে বললে তাদের একজন বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ নেতা সাবধান করে দিয়ে বলল, 'নেকড়েদের সঙ্গে তোমাদের শান্তি চুক্তি? এতো স্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নয়'। কিন্তু কে শোনে কার কথা? স্বাধীনতার আনন্দে সবাই নাচতে নাচতে ও গান গাইতে গাইতে দলে দলে বাইরে চলে এলো।

অন্যদিকে নেকড়ে নেতার কাছে খরগোস নেতার দেওয়া ওয়াদা এবং অন্যান্য প্রাণীদের গোপন বাসার খবর বলে দেওয়ার কথা পাখিরা সারা জঙ্গলে রটিয়ে দিল। তাতে সবাই হুঁশিয়ার হয়ে গেল এবং খরগোসদের বিশ্বাসঘাতক বলে ধিক্কার দিল ও তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। ইতিমধ্যে খরগোসের দল সবাই বাইরে এসে জমা হয়েছে এবং ফূর্তিতে নাচগানে মত্ত হয়ে গেছে। এ সময় নেকড়ে নেতা তার দলকে ইঙ্গিত দিল। যার অর্থ কেবল তারাই বোঝে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চারদিক দিয়ে এসে খরগোস দলকে ঘিরে ফেলল এবং এক একটাকে টপাটপ ধরে ঘাড় মটকাতে লাগলো। খরগোসের দল তখন অন্যান্য প্রাণীদের সাহায্য চেয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তচীৎকার করতে লাগলো। কিন্তু তাতে কেউ সাড়া দিল না। বলা হয়ে থাকে যে, সেদিন থেকেই খরগোসের দল তাদের পিতৃপুরুষদের বোকামিতে লজ্জিত হয়ে অধোবদনে হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে চলাফেরা করে। তারা আর কখনোই নেকড়েদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির কল্পনাও করে না। তারা অন্যান্য প্রাণীদের সাথে সন্ধি ও মীমাংসা করতে চায়। কিন্তু তাদের কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। ফলে তাদের দুর্বিষহ একঘরে জীবন কপালের লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[বিশ্বের বুর্জোয়া ধনতন্ত্রী নেকড়ে নেতাদের চালান করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গণতন্ত্র ও নারীবাদের টোপ গেলা ও তাদের শান্তির বাণীতে খরগোস নেতারা সাবধান হউন (স.স)]

উপদেশবানী

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, দশটি বস্তু ফলহীন, যা কোন কাজে লাগে না।

ঐ ইল্‌ম, যে মোতাবেক আমল করা হয় না (২) ঐ আমল, যার মধ্যে ইখলাছ নেই (৩) ঐ মাল, যা (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করা হয় না (৪) ঐ অন্তর, যা আল্লাহ্‌র ভালবাসা হ'তে খালি (৫) ঐ দেহ, যা আল্লাহ্‌র আনুগত্য হ'তে মুক্ত (৬) ঐ ভালবাসা, যা তার প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র হুকুম মানতে আগ্রহী নয় (৭) ঐ সময়, যা ত্রুটি সংশোধন ও নেকী অর্জন হ'তে শূন্য (৮) ঐ চিন্তাধারা, যা অনুপকারী কাজে ব্যাপৃত থাকে (৯) ঐ খিদমত, যা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে না বা দুনিয়াতেও কোন কল্যাণ বয়ে আনে না (১০) ভয় করা ঐ বস্তুকে বা আকাংখা করা ঐ বস্তুর নিকটে, যে নিজে আল্লাহ্‌র হাতের মুঠির মধ্যে বন্দী' [স.স]

ভর্তি চলিতেছে! ভর্তি চলিতেছে!! ভর্তি চলিতেছে!!!

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড), সপুরা, রাজশাহী।

সুশিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী যাত্রা শুরু করে। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দেশে প্রচলিত মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে নতুন ধারার সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ও সুসমন্বিত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতে একজন শিক্ষার্থী শিশু শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। শুধু ভাল রেজাল্টই নয়; বরং শিক্ষার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ তৈরী করাই আমাদের লক্ষ।

১ম শ্রেণী হ'তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে

* ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ হ'তে ৮ জানুয়ারী '০৭ পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমা নেওয়া হবে।
* ১০ জানুয়ারী'০৭ সকাল ৯-টায় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বৈশিষ্ট্যঃ

১. আবাসিক ছাত্রদেরকে শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। ফলে প্রাইভেট শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। ২. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। ৩. ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত মনোরম পরিবেশে পাঠদান। ৪. নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। ৫. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদের সন্তানদের আদর্শ মানুষ রূপে তৈরী করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ৬. মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানুবিয়া (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবর্ণ সুযোগ। ৭. প্রতি বৎসর দাখিল এবং আলিম শ্রেণীর পাশের হার জিপিএ-৫ সহ ১০০%। ৮. পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রাপ্তি। ৯. শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশের জন্য মেধাবী ছাত্রদের উদ্যোগে দেয়ালিকা প্রকাশ।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

প্রিন্সিপ্যাল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইলঃ ০১৭১৫১৭০২৪৬, ০১৫৮৩৭২৫৬০, ০১৭১৫৫৮৭৩৪৬, ০১৭১৭৭৯৭৪৮১।

www.ahlehadeethbd.org

চিকিৎসা জগত

শীতে ত্বক ফাটার কারণ ও প্রতিকার

শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায় ফলে বায়ুমণ্ডল ত্বক থেকে পানি শুষে নেয়। এই শুষে নেয়ার কারণে ত্বক, ঠোঁট ও পায়ের তালু ফেটে যেতে থাকে। আমাদের দেহের ৫৭ শতাংশই হ'ল পানি। আর এর মধ্যে ত্বক নিজেই ধারণ করে ১০ ভাগ। ফলে ত্বক থেকে পানি বেরিয়ে গেলে ত্বক দুর্বল আর অসহায় হয়ে পড়ে। ত্বকের যে সমস্ত গ্রন্থি থেকে তেল আর পানি বের হয়ে থাকে তা আর আগের মত ঘর্ম বা তেল কোনটাই তৈরী করতে পারে না। ফলে ত্বক আরো শুকিয়ে যেতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের ত্বকে থাকে ঘর্মগ্রন্থি, থাকে তৈলগ্রন্থি যেখান থেকে অনবরত তেল আর ঘাম বের হ'তে থাকে। এই ঘাম আর তেল মিলে দেহের উপর একটি তেল আর পানির মিশ্রণ বা আবরণী তৈরী করে যা দেহকে শীতল করে রাখে এবং ত্বককে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের ফাটা ভাব প্রতিরোধ করে। শীত এলে ত্বক ছাড়াও প্রলেপ ঠোঁটে ব্যবহার করলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এক্ষেত্রে ভেসলিন, লিপজেল বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে ঠোঁট ভাল রাখা যায়। তবে মনে রাখতে হবে জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজানো কখনোই উচিত নয়। এতে ঠোঁট ফাটা আরো বেড়ে যেতে পারে। আর একশ্রেণীর লোকের এই শীত এলেই পা ফাটার প্রবণতা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে এক্রোফ্লেভিন দ্রবণে পা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পা শুকিয়ে যাওয়া মাত্র ভেসলিন মেখে দিন। এছাড়াও গ্লিসারিন ও পানির দ্রবণ পায়ে মাখলে পা ফাটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। পা ফাটা কম হ'লে অলিভওয়েল বা নারিকেল তেল ব্যবহারেও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এখন বাজারে অনেক রকমের ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়। এটা আসলে তেল আর পানির একটি মিশ্রণ। এতে থাকে ত্বক কোমলকারী পদার্থ যেমন পেট্রোলিয়াম, ভেজিটেবল ওয়েল, ল্যানোলিন, সিলিকন, লিকুয়িড প্যারাফিন, গ্লিসারিন, প্লাইকল ইত্যাদি।

এক্ষণে শীতকালে বাড়ে এমন একটি রোগের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। রোগটির নাম হচ্ছে **ইকথায়োসিস**। ইকথায়োসিস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমরা শুধুমাত্র ইকথায়োসিস ভ্যালগ্যারিস নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। এটি একটি জন্মগত রোগ এবং রোগটি শিশুকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি হাযারে অন্তত একজন এ রোগে ভুগে থাকে। নারী-পুরুষের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা সমপরিমাণ। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয় তাদের হাত ও পায়ের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ত্বক ফাটা ফাটা এবং ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি মরা চামড়া বা আঁইশ পায়ের সামনের অংশের ও হাতের চামড়ায় লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। তবে হাত ও পায়ের ভাঁজযুক্ত স্থান থাকবে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। এ রোগটি দেহে ছোটবেলা থেকেই দেখা যায়। শীতকাল এলেই প্রতি বছর এর ব্যাপকতা বেড়ে যায়। হাত পায়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, হাতের রেখাগুলো খুবই স্পষ্ট এবং মোটা যা কিনা সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়। এরই সাথে থাকে অ্যালার্জিক সমস্যা। এ রোগে আক্রান্তদের প্রায়শই নাক দিয়ে পানি পড়ে অর্থাৎ সর্দি ভাব থাকে। তাদের পারিবারিক ইতিহাস খুঁজলে আরো পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে যে, তাদের পরিবারে অ্যালার্জিক সমস্যা ছিল বা এখনও আছে।

এ রোগটি একেবারে কখনই ভাল হয় না। তবে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। শীত এলেই বেশী বেশী করে তৈলাক্ত পদার্থ মাখলে ত্বক ভাল থাকে এবং ফাটা ফাটা ভাব পরিস্ফুট হয় না। তবে যাদের ফাটা অবস্থা খুব বেশী তাদের ক্ষেত্রে আলফা হাইড্রোক্সি এসিড মাখলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। আর এটি পেতে যদি অসুবিধা হয় তাহ'লে গ্লিসারিন-এর সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে ত্বকে মাখলে খুবই ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

॥ সংকলিত ॥

রাজশাহী শহরে কোন কোন জায়গায় পত্রিকা পাওয়া যায়

১। সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে), রাজশাহী।

২। রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।

৪। বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী

৫। ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া (রূপালী ব্যাংকের নীচে), রাজশাহী।

৬। কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, গোরহাঙ্গা (নিউমার্কেটের উত্তরে)।

৭। ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।

৮। ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।

৯। সাঝের মায়া, লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।

১০। আযাদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, রাজশাহী।

১১। পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষেত-খামার

বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় বায়োডিজেল

জ্বালানি সমস্যা এখন বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের চলমান অস্থিরতার নেপথ্যেও রয়েছে জ্বালানি তেলের বাজারে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা। এই অস্থিরতা বাড়তেই থাকবে। দিন দিন জ্বালানি তেলের চাহিদা বাড়ছে, বাড়ছে এর উপর নির্ভরতা। কিন্তু সে সঙ্গে বাড়ছে না জোগান। ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে জীবাশ্ম তেলের মজুদ। ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে। অপরিহার্য জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতি। ক্রমেই তেলের নিয়ন্ত্রণকারী গুটিকয়েক দেশের কাছে যিম্মী হয়ে পড়ছে অবশিষ্ট বিশ্ব। এ সমস্যার সমাধানে জীবাশ্ম তেলের বিকল্প খুঁজতে হচ্ছে। জ্বালানি তেল সমস্যার সমাধানে বিকল্প হিসাবে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশী আসছে জৈব জ্বালানি বা বায়োফুয়েল প্রসঙ্গ। আর আমাদের দেশে জৈব জ্বালানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে জত্রফা উদ্ভিদ। জত্রফাকে অপরিচিত মনে হ'লেও ভিন্ন নামে সাদা মান্দার বা জামালগোটা বললে চিনবে কমবেশী সবাই। এটি বাংলাদেশের একটি পুরাতন ও পরিচিত উদ্ভিদ। এই জামালগোটা থেকেই বায়োডিজেল তৈরীর মাধ্যমে জ্বালানি সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

জামালগোটা বা সাদা মান্দার (Jatropha carcus) থেকে তেল তৈরীর ব্যাপারটি এ দেশে নতুন নয়। শত শত বছর ধরে আমাদের পূর্বসূরিরা জামালগোটা থেকে তেল তৈরী করে কুপিবাতি ও হারিকেন জ্বালিয়ে এসেছে। পরে জীবাশ্ম তেলের সহজলভ্যতার ফলে এর ব্যবহার কমে আসে। কিন্তু জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় জামালগোটা সম্ভাবনাময় উদ্ভিদ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরের ব্যাপারে কাজ করছে 'খাজা এগ্রি-হর্টিকালচারাল রিসার্চ সেন্টার' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের গবেষণায় জানা গেছে, চার টন সাদা মান্দার ফল থেকে প্রায় এক টন বায়োডিজেল উৎপাদন করা সম্ভব। তবে বিশাল পরিমাণ বায়োডিজেল তৈরীর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে হ'লে দরকার এর ব্যাপক ও পরিকল্পিত চাষ। আসলে জামালগোটা পরিচিত গাছ হ'লেও এর পরিকল্পিত চাষের বিষয়টি আগে আসেনি। মূলতঃ জমির আইল রক্ষার জন্য বেড়া হিসাবে এই গাছ লাগানোর প্রচলন রয়েছে। তবে এতে করে ফলনও ভাল হয় না এবং ফল সংগ্রহও সম্ভব হয় না। 'খাজা এগ্রি-হর্টিকালচারাল রিসার্চ সেন্টারে'র উদ্যোগে দেশের বেশ কিছু এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে জামালগোটা চাষ করে বেশ সফলতা পাওয়া গেছে। ২০০১ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে বীজ এনে দেশের বেশ কিছু জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে চাষাবাদ করে ভাল ফল পেয়েছে। লাল মাটি, সমুদ্রের উপকূলবর্তী লবণাক্ত মাটি ও পাহাড়ি মাটিসহ যেসব মাটিতে পানি জমে না এবং মাটি অনেকটা বালিমুক্ত, অনুর্বর ও অনাবাদি নতুন জমিসহ প্রায় সব ধরনের জমি জত্রফা চাষাবাদের উপযোগী। জত্রফা চাষে প্রতি হেক্টর জমিতে ৮-১২ টন ফল পাওয়া সম্ভব। এই জত্রফার বীজ বা ফলকে তেলে রূপান্তর করতে সরিষার ঘানিকে সামান্য পরিবর্তন করে জত্রফাবীজ থেকে তেল সংগ্রহ করা যায়। তবে ব্যাপক আকারে তেল উৎপাদন করার জন্য বিশেষ মেশিনের সাহায্য নেওয়াই উত্তম। জত্রফাবীজ থেকে সংগৃহীত অশোধিত তেলকে কেরোসিন হিসাবে কুপিবাতি বা হারিকেন জ্বালাতে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এ থেকে বায়োডিজেল পেতে হ'লে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আরও বেশ কিছু সহজ ধাপ পেরোতে হয়।

গড়ে প্রতি হেক্টরে ২৫০০ কেজি (শুরুর দিকে) থেকে ৮,০০০ কেজি (চাষের ষষ্ঠ বছর থেকে) ফল উৎপাদিত হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতি লিটার বায়োডিজেল উৎপাদনের জন্য ৮ টাকা দরে ৪ কেজি জত্রফা ফলের জন্য খরচ পড়বে ৩২ টাকার মত। আর একসঙ্গে বেশী করে উৎপাদনে এর রূপান্তর খরচও হবে খুব কম। প্রতি লিটারে এক-দেড় টাকার বেশী নয়। এ হিসাবে ডিজেলে সরকারি ভর্তুকি যোগ করলে তুলনামূলকভাবে এটি অনেক লাভজনক হবে। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। জত্রফা থেকে উৎপাদিত বায়োডিজেল সাধারণ ডিজেলের মতই কার্যকর। একে কৃষিজ যন্ত্রপাতি সহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এ ছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানির সঙ্গে শতকরা ৫-২০ ভাগ হারে মিশিয়ে সব ধরনের ডিজেল ইঞ্জিনেও ব্যবহার করা যাবে। জত্রফা চাষ প্রক্রিয়াও বেশ সহজ। বীজ বপন ও ডাল কেটে তা পুনরায় রোপণ করে জত্রফা চাষ করা যায়। এর সঙ্গে সহাবস্থান হিসাবে অন্যান্য কিছু সবজি ও ফসলের চাষও সম্ভব। জত্রফা থেকে উৎপাদিত তেল সুতা উৎপাদন, কসমেটিক্স, সাবান ও বার্নিশ শিল্পে সারা বিশ্বে সমাদৃত। পরিশোধন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্লিসারিন, সাবানসহ অন্যান্য শিল্পেও ব্যবহার করা সম্ভব। আর এর খৈল থেকে বায়োগ্যাস এবং

www.ahlehadeethbd.org

সরাসরি ব্যবহারে জ্বালানি সমস্যা সমাধানেও এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের কসমেটিক শিল্পের জন্য এই তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। জত্রফা থেকে প্রাপ্ত খৈল প্লাষ্টিক ও সিনথেটিক তন্তুর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জার্মানির হোহেনহাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, এই ধরনের জৈব জ্বালানি সাধারণ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতমানের। এটি ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিন থেকে কম ধোঁয়া নির্গত হয় এবং এটি দুর্গন্ধহীন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জামালগোটা বা জত্রফা তেল আমাদের দেশের জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য সারা দেশে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচারণা যরূরী। এই বিরাট সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। উদ্যোক্তাদের উৎসাহী করতে বিনা সূদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এর জন্য ব্যবহৃত হ'তে পারে সমুদ্র উপকূল, পাহাড়, অনাবাদি ও অব্যবহৃত সরকারি জমি, যেমন রেললাইন, মহাসড়ক, বেড়িবাঁধ ইত্যাদি। এসব জমি জ্বালানি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে অংশীদারির ভিত্তিতে জত্রফা চাষের জন্য ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তথ্য সরবরাহ করে জত্রফার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ নিলে দেশ অল্প সময়ে জত্রফা চাষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অন্যতম তাহক্বীক্ব গ্রন্থঃ

যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ

অনুবাদ ও বিন্যাসঃ আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সম্পাদনাঃ বিশিষ্ট উলামায়ি কিরাম; প্রকাশনায়ঃ শায়খ আলবানী একাডেমী

গ্রন্থটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

* পাঠকদের সুবিধার্থে গ্রন্থের শুরুতে হাদীছ শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষা, গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হাদীছের শ্রেণী বিভাগ, যঈফ হাদীছ 'আমালযোগ্য কিনা, ফাযায়িলে 'আমাল সম্পর্কিত বর্ণিত যঈফ হাদীছ আমল করা যাবে কি-না ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।
* এ গ্রন্থের হাদীছগুলো কেন যঈফ তার কারণসমূহ শায়খ আলবানী (রহঃ)-সহ বিশ্বের খ্যাতনামা মুহাক্কিক ও মনীষীগণের গবেষণালব্ধ লেখনী থেকে তুলে ধরা হয়েছে। যা অনূদিত এ গ্রন্থের চমকপ্রদ সংযোজন।
* এতে অন্তত ৫০টি গ্রন্থের তাখরীজ উল্লেখ করা হয়েছে।
* গ্রন্থের শেষে সংযোজন করা হয়েছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় দু'টি পরিশিষ্ট ঃ
** প্রথম পরিশিষ্টে এমন ১২৫ জন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের প্রত্যেককে বিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ ইমাম আবূ যুর'আহ দুর্বল, মুনকার, মিথ্যুক ইত্যাদি দোষে দোষী করেছেন।
** দ্বিতীয় পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে ইবনু মাজাহর এমন ৩৭টি হাদীছ যেগুলো ইবনুল জাওযী তার মাওযু'আত গ্রন্থে জাল বলেছেন এবং আরো ৭টি এমন হাদীস যেগুলোকে অন্যান্য মুহাদ্দিস জাল বলে সন্দেহ করেছেন।
* এটি অসংখ্য মুহাদ্দিস ও কালজয়ী রিজালশাস্ত্রবিদদের গবেষণালব্ধ তথ্য সমাহার সম্বলিত একটি গ্রন্থ।
* এছাড়াও বহু তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থটিকে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৪৭৫ টাকা মাত্র।

যোগাযোগ

শায়খ আলবানী একাডেমী
৬৬/৩ পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা-১১০০। অথবা
৬৯/১, পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১১৯৯১৪৯৩৮০, ০১৯১৩১১০৯১।

আহলেহাদীছ সমাজ কল্যাণ পাঠাগার
২৬, মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৮১৫৮৮৬৫৪৪।

www.ahlehadeethbd.org

কবিতা

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

-আয়েশা ছিদ্দীক্বা
ক্ষিদ্র কালিকাপুর, ঘোষগ্রাম, নওগাঁ।

ছালাত শিক্ষার বই কিনলাম কত শত ভুল
হঠাৎ করে হাতে পেলাম 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'।
বই পড়িয়া প্রাণ জুড়ালো ছহীহ হাদীছে ভরা
জাল হাদীছের ছালাত শিক্ষা পড়ে গেল ধরা।
রচয়িতার নাম দেখলাম আসাদুল্লাহ আল-গালিব
যেমন ছিলেন বীর সেনানী খালিদ বিন ওয়ালীদ।
সঠিকভাবে পড়ব ছালাত চাহি নাকো ভুল
নবীর ছালাত শিক্ষা দিবে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'।
লেখক হ'লেন জ্ঞানীর সেরা আল্লাহ পাকের দান
মহান আল্লাহ তা'আলার নিকটে বাড়বে তাঁহার মান।
প্রাণপ্রিয় দেশবাসীর কাছে একথা বলতে চাই
'ছালাতুর রাসূল' বইখানির কোন জুড়ি নাই।
দো'আ চাই সবার কাছে আমি অধম কবি
সঠিক ইলম শিখে যেন আমল করি সবি।

***

জবাব দিন

- আবু রায়হান
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

বড় বড় দলগুলো
নষ্ট করছে দেশের মান
অবরোধ, ভাংচুর
এসবই তাদের কাম।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের
কতক উপদেষ্টা
আজগুবি সব কথা বলে
পাকাচ্ছে ঝামেলাটা।
সাংবিধানিক নিয়মে
তারা নিরপেক্ষ
তবু তাঁদের নিয়েই টানাটানি
কে নিচ্ছে কার পক্ষ।
বিয়ের দাওয়াত খেতে গিয়ে
বৈঠক করেন কেউ গোপনে
কেউ সুস্থ দেহে অসুস্থ হন
সাক্ষাৎকার দেন যতনে।
এসব খুবই লাজের কথা
বলতে লাগে শরম
বড় দলের নেতৃবৃন্দ
বক্তব্য দেন গরম।
নির্বাচনের ভেল্কিবাজি
করছে দেশে অনিষ্ট
অবরোধ আর ভাংচুরে
জনজীবন অতিষ্ট।
আর কতকাল চলবে এমন
টালবাহানায় আর ক'দিন?
দেশের যারা মাথা স্বরূপ
তারাই এর জবাব দিন।

***

আমার এ প্রেম

-মাহবুবুল হক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মধ্যরাত স্তব্ধ প্রকৃতি
ডাকছে কোথাও দু'একটা রাতজাগা পাখি
কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে চাঁদের রূপালী আলোতে
শিশির আর ঘাসের মাখামাখি।
কুয়াশা হিমেল হাওয়া জোৎস্না আরও কত কি..
প্রকৃতি বন্দনায় ব্যস্ত শীত বিলাসী নাগরিক কবি।
অথচ
ফুটপাতের ধারে আবছা আলোর রেখায়
কুকুর আর মানুষ ঘুমায় একাকার
ছেড়া বস্ত্রে শীত নিবারণের চেষ্টা করে
ছিন্নমূল নারী শিশু।
জঠর জ্বালায় সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম শেষে
ভাসমান এই মানুষগুলির চোখে সহজেই ঘুম নামে।
কিন্তু পরিতৃপ্তির ঘুম হয় না মোটেও
কষ্টের রোজগার তুলে দিতে হয়
নিশাচর দুপেয়ে দৈত্যের হাতে।
তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে
এদের অনেকের ভাগ্যে জোটে হাজতবাস
এরা জানে না এদের অপরাধ কোথায়?
রাস্তার সৌন্দর্য রক্ষায় উচ্ছেদ করা হয়
মানুষ নামের জঞ্জালগুলি।
মঞ্চ কাঁপিয়ে দারিদ্র বিমোচনের বক্তৃতা আর
মেকী দুঃখের অভিনয় করেন সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ।
আশ্চর্য হয় না এসব ছিন্নমূল জনতা
বছরের পর বছর মুখস্থ বক্তৃতা শুনে
হাত তালির জোর হারিয়ে ফেলেছে তারা
এরা জানে না এদের গন্তব্য কোথায়?
রাস্তায় জন্ম রাস্তায় বেড়ে উঠা রাস্তায় মরণ
প্রেম-প্রীতি দয়া-মায়া বিরহ-বিচ্ছেদ ও ভালবাসা
অন্যদের মত এদেরও আছে
নেই শুধু সামাজিক স্বীকৃতি ও স্থায়ী আবাসন।
রাত্রি বেলায় দুগ্ধ ফেনিল নরম শয্যায়
উষ্ণ লেপের আদরে ঘুমে বিভোর
তথাকথিত সমাজদরদী নেতারা
এসব ভাবনা তাদের মাথায় কোন কাজ করে না
নইলে অচিরেই দেখা যেত পরিবর্তনের রেখা।

www.ahlehadeethbd.org

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সমাজ পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি মহল্লা বা পাড়া হয়।
২। কয়েকটি মহল্লা বা পাড়া নিয়ে একটি গ্রাম হয়।
৩। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন হয়।
৪। কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি থানা হয়।
৫। কয়েকটি থানা নিয়ে একটি যেলা হয়।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। জি মার্কোনী (ইতালি)।
২। অরভিল রাইট ও উইলভার রাইট (যুক্তরাষ্ট্র)।
৩। জাইস (জার্মানী)।
৪। ম্যাক মিলন (যুক্তরাষ্ট্র)।
৫। জন এল. বেয়ার্ড (যুক্তরাষ্ট্র)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সমাজ পরিচিতি)

১। বিভাগ কি নিয়ে গঠিত হয়?
২। দেশ কি নিয়ে গঠিত হয়?
৩। উপমহাদেশ কি কি নিয়ে গঠিত হয়?
৪। মহাদেশ কি নিয়ে গঠিত হয়?
৫। পৃথিবী কিভাবে গঠিত হয়?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সৌরজগৎ)

১। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?
২। সৌরজগতের কোন কোন গ্রহের উপগ্রহ নেই?
৩। 'শান্তসাগর' কোথায় অবস্থিত?
৪। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত?
৫। 'সবুজগ্রহ' কাকে বলা হয়?
৬। 'লালগ্রহ' কাকে বলা হয়?

** সংগ্রহেঃ আবু রায়হান*
বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৪ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী মিলনায়তনে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস এবং রাজশাহী যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন ও আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাইফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হাফেয মুযযাম্মেল হক্ব।

বাগমারা, রাজশাহী ২ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি 'সোনামণি' সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব, অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মীযানুর রহমান ও সমসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুয়াযযিন জনাব আব্দুল মান্নান।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভবানীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের বি.এস.সি'র ছাত্র লুৎফর রহমান। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাজমুল হক্ব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ বাহরাম আলী।

খুশির জোয়ার

এফ,এম নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ঈদের দিনে খুশির জোয়ার
পুলকিত হৃদয় মন,
ফিরনী পায়েশ গোশত পোলাও
নানান আয়োজন।
বছর ঘুরে জগৎ জুড়ে
এমন খুশির দিনে,
দুঃখ-ব্যথা নাইতো কারো
সুখ-আনন্দ বিনে।
স্বজনহারা সুখ পাখি যে
ফিরবে আপন নীড়ে
থাক না যেথায় যে বনে সে
হাযার লোকের ভিড়ে।
মিলছে সবার মিলন মেলা
পূর্ণ ইবাদতে,
ধনী-গরীব নেই ভেদাভেদ
সবাই আজ এক সাথে।

***

www.ahlehadeethbd.org

বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

সকল বিধান বাতিল কর
অহির বিধান কায়েম কর

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৭

তারিখ	ঃ	১লা ও ২রা মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার
স্থান	ঃ	নওদাপাড়া, রাজশাহী।
উদ্বোধন	ঃ	১ম দিন বাদ আছর।

ভাষণ দিবেন ঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম।

দলে দলে যোগ দিন, অহি ভিত্তিক সমাজ গঠনের শপথ নিন!

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (বিমান বন্দর রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন ঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফোন ও ফ্যাক্স ঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।

www.ahlehadeethbd.org

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ ৭৫তম

রাজনৈতিক রেষারেষির কারণে গত সংসদের অধিবেশনগুলি সঠিকভাবে না চলা এবং আগামী সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই রেষারেষি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের ১৬৫ টি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম। 'ইকোনোমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' (ইআইইউ) পরিচালিত আন্তর্জাতিক জরিপ প্রতিবেদনে গত ২৪ নভেম্বর এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। ইউনিটের জরিপে বিশ্বের গণতান্ত্রিক বলয়ে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় গ্রুপের ত্রুটিযুক্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির এই জরিপে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে ১৭তম এবং ২৩তম। 'ইআইইউ' পরিচালিত জরিপে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির যে নেতিবাচক একটি তালিকা তৈরী করা হয় তাতেও বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে 'ইআইইউ'র এই জরিপ পরিচালিত হয়েছে। বিষয়গুলি হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া, নাগরিক স্বাধীনতা, সরকারের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জরিপে অবস্থান নির্ধারণের সকল সংজ্ঞার ভিত্তি ধরা হয়েছে কোন একটি দেশের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ এবং সন্তোষজনক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বাধীনতা।

'ইকোনোমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে'র জরিপে জানানো হয়, পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে বিশ্বে এমন দেশের সংখ্যা মাত্র ২৮টি। এই ২৮টি দেশের মধ্যে এক থেকে ১০ নম্বরে অবস্থানকারী দেশগুলি হচ্ছে সুইডেন, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও সুইজারল্যান্ড।

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কক্সবাজারে দৈনিক ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে প্রতিদিন ১০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। কক্সবাজার হোটেল মিডিয়া ইন্টারন্যাশনালের সম্মেলন কক্ষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকে ৩৯টি খাতের এ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। 'সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান' (সুপ্র) ও 'কোষ্ট ট্রাষ্ট' এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। গোলটেবিল বৈঠকে হোটেল মোটেল, খাবার হোটেল, বাস, ট্রাক, পর্যটকবাহী জাহাজ, শিক্ষা, টেম্পু, বেবীটেক্সী, বরফকল, সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, শুঁটকি, সংবাদপত্রে জড়িত এজেন্ট- হকারসহ ৩৯টি খাতকে ক্ষয়ক্ষতির আওতায় আনেন বক্তাগণ। গোলটেবিল বৈঠকের বিষয় ছিল 'রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, সুপারিশমালা প্রণয়ন ও কর্মসূচী নির্ধারণ'। বৈঠকে বিভিন্ন সেক্টর থেকে ১২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গোপসাগর দ্রুত মাছশূন্য হচ্ছে

বঙ্গোপসাগর দ্রুত মৎস্যশূন্য হয়ে যাচ্ছে। উপকূল অঞ্চলের নার্সারি গ্রাউন্ডে নির্বিচারে মৎস্য আহরণ, চিংড়িসহ অন্যান্য পোনা মাছ নিধন এবং মাছের তুলনায় জেলে ও মাছ ধরা নৌকার সংখ্যা দু'তিনগুণ বেশী হওয়ায় সাগরের মৎস্য সম্পদ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ছোট মাছ বড় হবার এবং প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে মাছের অভাবে জেলেরা দিনদিনই জালের ফাঁস ছোট করছে এবং মাছের আন্ডা-বাচ্চা সব নিঃশেষ করে ফেলছে। কিন্তু সরকার বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ এবং এর প্রয়োজনীয় জরিপ বা গবেষণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সরকার প্রকৃত দরিদ্র জেলে পরিবারগুলির চেয়ে একশ্রেণীর ধনাঢ্য প্রভাবশালী মৎস্য আহরণকারী ব্যবসায়ীদের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। গত ২৬ নভেম্বর ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে 'উপকূলীয় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালায় মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও মৎস্যজীবিদের পক্ষ থেকে একথা বলা হয়েছে। কর্মশালায় বক্তারা অবিলম্বে সরকারকে মৎস্য অধিদফতরের আওতায় আলাদাভাবে সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ সৃষ্টি এবং একে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

মেয়র হানীফ আর নেই

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি, ঢাকার সাবেক মেয়র, 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হানীফ আর নেই। দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৭ নভেম্বর সোমবার রাতে ঢাকার এ্যাপোলো হাসপাতালে ৬২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

গত ২৮ নভেম্বর বাদ যোহর নাযীরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দুপুর সোয়া ২-টায় দ্বিতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ভবনে এবং বাদ আছর তৃতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে। প্রতিটি জানাযায় যোগ দেয় হাযার

www.ahlehadeethbd.org

হাযার মানুষ। জানাযা শেষে আযীমপুর কবরস্থানে মায়ের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় 'আহরেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ সহ ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'র নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম এর নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।

জীবন ও কর্ম

মুহাম্মাদ হানীফ ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল পুরান ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আযীয ও মাতার নাম মুন্নী বেগম। তিনি ১৯৬১ সালে পুরান ঢাকার ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা (মেট্রিক) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৩ সালে তৎকালীন কায়েদে আযম কলেজ (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ১৯৬৫ সালে একই কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। তাঁর একান্ত সচিব থাকাকালে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন প্রস্তুতি, মুক্তি সনদ তৈরী ও প্রচারে শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন, ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসাবে তাঁর ছিল অনন্য ভূমিকা। ১৯৭৩ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি নির্বাচিত হয়ে সংসদের হুইপ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় বার তিনি মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সালে তিনি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ সাড়ে আট বছর সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে তিনি তৃতীয় বারের মত ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। গত ৮ ফেব্রুয়ারী '০৬ তারিখে মুক্তাঙ্গনে ৪ দলীয় জোট সরকার বিরোধী সমাবেশে সভাপতির ভাষণ দেয়ার সময় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রথমে বারডেমে এবং পরে তাঁকে ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ মাস চিকিৎসায় অনেকটা সুস্থ হয়ে ২৪ আগষ্ট দেশে ফিরে পুরোপুরি সুস্থতার জন্য ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন। ১৬ নভেম্বর পুনরায় তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে। অতঃপর ২৭ নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

বিদেশ

ভারতে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী দরিদ্র

ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে আছে। তারা অন্যদের চেয়ে গরীব এবং নিরক্ষর। দিল্লী হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচারের নেতৃত্বে গঠিত এক কমিশনের রিপোর্টে একথা বলা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানরা সরকারী ও বেসরকারী চাকরি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা কম পাচ্ছে। এমনকি আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তারা ব্যাংক ঋণও কম পায়।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মুসলিমদের ৯৪ দশমিক ৯ শতাংশই বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পায় না। ৬০ শতাংশ মুসলিমের হাতে কোন জমি নেই। অথচ গোটা দেশে ভূমিহীনের সংখ্যা ৪৩ শতাংশ। মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ মুসলিমের ট্রাক্টর রয়েছে। আর শহরাঞ্চলে ৬০ শতাংশ মুসলিম স্কুলে যায় না। শহরাঞ্চলে মাত্র ৩ দশমিক ১ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে মাত্র দশমিক ৮ শতাংশ মুসলিম স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করতে পারে।

রিপোর্টটি থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সরকারী চাকরীতে তাদের অবস্থান মাত্র চার শতাংশ। কলেজ স্তরে শিক্ষক আড়াই শতাংশ, আইএএস স্তরে তাদের অবস্থান চার শতাংশ, সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসে মাত্র এক শতাংশ এবং রাজ্যের সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায় বিচারক পদে পাঁচ শতাংশ মুসলিম কর্মরত। আবার রাজ্যের বন্দীশালাগুলিতে আটকে থাকা মোট বন্দীর ৪০ শতাংশই মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত।

মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার উপর পরিচালিত এ রিপোর্ট ১৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছে পেশ করা হয়। কমিশনের রিপোর্টে এই পশ্চাৎপদ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে মুসলমানদের তুলে আনার জন্য যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকিপূর্ণ

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের মতো স্থিতিশীল পরিবেশ নেই। কারণ এসব দেশে সংঘাত-সহিংসতার পাশাপাশি সরকারও কোন না কোনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। ফলে দেশগুলিতে ব্যবসা করা এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনসালটেন্সি কন্ট্রোল রিস্ক' নামে একটি সংস্থার 'রিস্কম্যাপ ২০০৭ রিপোর্ট' শীর্ষক এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়েছে। বিশ্বের ১৯৮টি দেশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে এ প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়। এতে দেখা যায়, ৯৬টি দেশেই বর্তমানে ব্যবসা ক্ষেত্রে মাঝারি মানের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিংবা চরম ঝুঁকি রয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকেই দেখা দিয়েছে এই ঝুঁকি।

সমীক্ষাটির তথ্য অনুযায়ী, আফ্রিকার সোমালিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলংকা ও বুরুন্ডিতে ব্যবসা করাই এখন সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী অ্যান্ডোরা, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর ও নিউজিল্যান্ডে রাজনৈতিক বা নিরাপত্তার ঝুঁকি সবচেয়ে কম।

নেদারল্যান্ডে বোরক্বা পরা নিষিদ্ধ

নেদারল্যান্ড সরকার সেদেশের প্রকাশ্য স্থানে মুসলিম নারীদের বোরক্বা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইমিগ্রেশন মন্ত্রী রিটা ভারডংক এক বিবৃতিতে বলেন, নেদারল্যান্ডের মন্ত্রীসভা প্রকাশ্য স্থানে বোরক্বাসহ মুখ ঢেকে রাখার কাপড় পরিধান করাটাকে নাগরিকদের নিরাপত্তা ও জনশৃংখলার পরিপন্থী হিসাবে বিবেচনা করে সেটাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করছে। তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তার দৃষ্টিতে জনগণকে সর্বদাই চেনা যেতে পারে সেরকমভাবে থাকতে হবে এবং সংহতির দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের একে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে সক্ষম হ'তে হবে। তিনি বলেন, সারা শরীর ঢেকে রাখা বোরক্বাই শুধু নিষিদ্ধ তাই নয়; বরং মুখমণ্ডলের পুরোটা ঢেকে রাখা হেলমেট এবং স্কি মাস্কও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।

[নেদারল্যান্ডের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশে মুসলিম রমণীদের উপর বোরক্বা পরিধান নিষিদ্ধ করার এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। শুধু এটুকুই বলব, ইসলামের শাশ্বত বিধানকে উপেক্ষা করে সেদেশের সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর হবে না। এর ফলে মুসলমানদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হ'ল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের স্ব স্ব অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক দাবী। নেদারল্যান্ড সরকার উক্ত সিদ্ধান্ত থেকে দ্রুত ফিরে আসবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। -সম্পাদক]

মার্কিন রাজনীতিতে মুসলমানদের সম্পৃক্ততা বেড়েছে

আমেরিকার রাজনীতিতে মুসলমানদের উত্থান ঘটেছে। একজন মাত্র কংগ্রেসম্যান হিসাবে নির্বাচিত হ'লেও বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এক ডজনেরও বেশী মুসলমান। নিইউয়র্কেও রিপাবলিকান পার্টি থেকে একজন এবং ডিসি এলাকা থেকে আরো ৮ জন মুসলমান লড়েছেন বিভিন্ন পদে। ম্যারিল্যান্ড হাউজ অব ডেলিগেট হিসাবে জয়ী হয়েছেন ছাকিব আলী নামক একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম সদস্য হচ্ছে কেইথ এলিসন। তিনি ২০০৬ সালে জয়ী হয়েছেন মিনেসোটা থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকেও লড়েছেন দু'জন মুসলমান। আগেকার যেকোন নির্বাচনের তুলনায় এবার মুসলিম ভোটারের উপস্থিতি ২৫% এরও বেশী বলে বিভিন্ন জরিপ সংস্থা উল্লেখ করেছে। জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক জাহিদ এইচ বুখারী বলেছেন, গত ৭ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্যে ১৫ থেকে ২০ লাখ মুসলিম আমেরিকান ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন।

ভারত শান্তি প্রস্তাব মেনে নিলে কাশ্মীর অঞ্চলের দাবী ছেড়ে দেব

-মোশাররফ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, ভারত তার কয়েকটি শান্তি প্রস্তাব মেনে নিলে তিনি কাশ্মীর অঞ্চলের দাবী ছেড়ে দিবেন। জেনারেল মোশাররফ বিরোধপূর্ণ কাশ্মীর অঞ্চল থেকে পর্যায়ক্রমে সৈন্য প্রত্যাহার, কাশ্মীরীদের স্বায়ত্তশাসন প্রদান, কাশ্মীর সীমান্তের কোন পরিবর্তন হবে না এবং ভারত, পাকিস্তান ও কাশ্মীরকে নিয়ে একটি যৌথ তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা থাকবে এ চার দফা প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি বলেন, এ চার দফা প্রস্তাব ভারত মেনে নিলে তিনি কাশ্মীরের দাবী ছেড়ে দিবেন। উল্লেখ্য, এই দুই দেশই গোটা কাশ্মীরে নিজেদের কর্তৃত্ব দাবী করছে এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে উভয় দেশ কাশ্মীর নিয়ে দু'বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। গোটা কাশ্মীরকে নিয়ন্ত্রণ রেখা নামে পরিচিত যুদ্ধবিরতি রেখা ভারত শাসিত কাশ্মীর ও পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীর নামে দুই অংশে বিভক্ত করেছে। আরো উল্লেখ্য যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামে গত ১৭ বছরে প্রায় ৭০ হাযার লোক মারা গেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ঘুষ গ্রহণের দায়ে ইমিগ্রেশন সুপারভাইজার গ্রেফতার

ঘুষের বিনিময়ে শত শত অবৈধ ইমিগ্র্যান্টকে গ্রীণকার্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ভিসা ইস্যু করার অপরাধে ইমিগ্রেশন বিভাগের সুপারভাইজার রবার্ট টি স্কফিল্ডকে (৫৭) এফবিআই গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের পর ফেডারেল কোর্টে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে বলেছেন, মাথাপিছু ১০ হাযার ডলারের বিনিময়ে তিনি জাল কাগজের মাধ্যমে অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের গ্রীনকার্ড প্রদান করেন এবং গত ৮ বছরে শত শত লোককে তিনি বেআইনীভাবে গ্রীনকার্ড প্রদান করেছেন।

বিশ্বে রাজনৈতিক দলগুলিই সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) বলেছে, বিশ্বে রাজনৈতিক দলগুলিই সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত। রাজনৈতিক দলগুলির পরই সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে পার্লামেন্ট, বিচার এবং পুলিশ বিভাগ। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশীর ভাগই নিজেদের ঘুষ দেওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পুলিশ বিভাগের কথাই বেশী বলেছেন। তবুও শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্তের তালিকায় পুলিশ বিভাগের অবস্থান চতুর্থ।

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' গত ৭ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতির ব্যারোমিটার ২০০৬' শীর্ষক এক জরিপের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফলাফল প্রকাশ করে। এ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সপারেন্সি দুর্নীতিগ্রস্তদের এ তথ্য তুলে ধরে। গত ৯ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। তবে বাংলাদেশে কোন জরিপ চালানো হয়নি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ডঃ ইফতেখারুযযামান বলেন, বাংলাদেশ এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে বাংলাদেশেরও মিল রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র নামক প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক ক্ষয়ে গেছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলি এবং পার্লামেন্ট জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। দু'টি প্রতিষ্ঠানই সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের চোখে দুর্নীতির বিস্তৃতিকে তুলে ধরতে গ্যালাপ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে ৬২টি দেশে এই জরিপ চালানো হয়। চতুর্থবারের মতো পরিচালিত এ জরিপে প্রায় ৬০ হাযার সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান হুগুয়েত লাবেলে বলেন, বিশ্বব্যাপী পরিচালিত জরিপে দেখা যাচ্ছে, দুর্নীতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর নাটকীয় প্রভাব ফেলছে। ছোট অংকের ঘুষ পর্যন্ত দিতে পারে না বলে দরিদ্ররা বিদ্যুৎ পায় না। তাদের বাড়ীতে আলো নেই, শিশুদের জন্য একটু উষ্ণতার ব্যবস্থা নেই। সরকারও তাদের কোন দায়িত্ব নেয় না।

সংবিধান লংঘনের অভিযোগে মার্কিন কংগ্রেসে বুশকে ইমপিচ করার বিল

প্রেসিডেন্ট বুশকে 'ইমপিচ' করার জন্য ৯ ডিসেম্বর কংগ্রেসে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইনকে সংরক্ষণের শপথ গ্রহণ করেও প্রেসিডেন্ট বুশ তা পালন করেননি বলে অভিযোগ করা হয়েছে উত্থাপিত বিলে। জর্জিয়া থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কংগ্রেসম্যান সিনথিয়া এ ম্যাককিনি বিলটি উত্থাপন করেছেন। এই বিলটি পাসের কোনই সম্ভাবনা না থাকলেও প্রেসিডেন্ট বুশের লাগামহীন অপকর্মের বিরুদ্ধে এটি বড় ধরনের একটি চপেটাঘাত হয়ে ইতিহাসে লেখা থাকবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট বুশকে ইমপিচ করার দাবী অনেক পুরনো। যুদ্ধবিরোধী সকল সমাবেশ থেকে এ দাবী উচ্চারিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি বুশকে ইমপিচের লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে। হাযারো স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ক্যাপিটল হিলে। নভেম্বরের নির্বাচনের আগে মানবাধিকার সংগঠনগুলির অন্যতম একটি দাবীও ছিল বুশকে ইমপিচ করার। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এটর্নী জেনারেল রামসে ক্লার্ক শতাধিক সভা-সেমিনারে বুশকে ইমপিচ করার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন গত ৪ বছরে।

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায়

মন্ত্রী-সাংসদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করতে অনুমতি লাগবে না

ভারতে এখন থেকে কোন মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ বা বিধায়কের (এমএলএ) বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করতে সরকারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে না। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট গত ৬ ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক রায়ে এ ঘোষণা দিয়েছে। বিচারপতি অরিজিৎ পাসায়াত ও বিচারপতি এস এইচ কাপাডিয়ার সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালত তার রায়ে বলেন, অপরাধ আইনের ১৯৭ ধারা অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে সরকারের আগাম অনুমতি লাগে। যেমন দুর্নীতি ছাড়া কর্তব্যে অবহেলা বা পদের অপব্যবহারের মতো অন্য ধরনের মামলার আগে অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু ঘুষ নেওয়া বা আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পদ রাখার মতো দুর্নীতির মামলায় অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন নেই।

ফিলিপাইনে ঘূর্ণিঝড়ে নিহত সহস্রাধিক

ফিলিপাইনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আলবেতে গত ৩০ নভেম্বর একটি শক্তিশালী টাইফুনে সহস্রাধিক লোক নিহত এবং আরো বহু নিখোঁজ রয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এছাড়া ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে আরো প্রায় ২২ হাযার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য বাড়ীঘর। মারিনদুক দ্বীপে টাইফুনের আঘাতে গাছপালা ও বিদ্যুতের খুটি উপড়ে গেছে। উড়ে গেছে অনেক ঘরবাড়ির চাল। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত বাইকোন অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলিতে হেলিকপ্টারযোগে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকারী কর্মকর্তারা বলেন, তিন ঘন্টা ধরে গলিত লাভার স্রোত ৮টি গ্রামের উপর দিয়ে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়। পাহাড়ের উপর থেকে গলিত লাভার স্রোত এত দ্রুত নেমে আসে যে, জনসাধারণ কিছু বুঝে উঠার আগে আগ্নেয় লাভায় সমগ্র অঞ্চল ছেয়ে যায়। এর আগে এলাকার লোকজন এ ধরনের দুর্যোগ চোখে দেখেনি।

স্থানীয় কংগ্রেস সদস্য এডমুন্ড রাইয়েস বলেছেন, ১৫০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসা 'দুরিয়ান' নামে পরিচিত এ টাইফুনের আঘাতে এ অঞ্চলে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গত ১০ ডিসেম্বর ফিলিপাইনের সামার ও মাসবাত দ্বীপে পুনরায় ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে 'উত্তর' নামে এক টাইফুনের ছোবলে তিন জন মারা গেছে। অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে ৯০ হাযার লোকক। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম জাহান

ইসলাম সম্পর্কে বিষোদগারের জন্য দুই মাসের জেল

ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য প্রকাশ করার অভিযোগে আজারবাইজানের একটি আদালত গত ১৬ নভেম্বর 'সেনেট' পত্রিকার প্রধান সম্পাদককে দুই মাসের জেল দিয়েছেন। ঐ পত্রিকাটির একটি নিবন্ধে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করার দায়ে নিবন্ধ লেখককেও জেলে পাঠানো হয়েছে। পত্রিকাটিতে ১ নভেম্বর 'ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। সেখানে মানবতার উন্নয়নে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লেখক রফীক টাগি বলেন, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় সব ভুল বোঝাবুঝির জন্য নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দায়ী। তিনি আরো বলেন, ইসলামের চেয়ে খৃষ্টধর্ম শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া তিনি ইউরোপকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে উত্তম এবং ইসলামের সকল পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যকে হাস্যকর আখ্যা দিয়েছেন। দ্য আজারবাইজান প্রসিকিউটর জেনারেলস কার্যালয় বলেছে, সংবাদপত্রটির প্রধান সম্পাদক সামির সেদাগেটোগলু ও লেখক রফীক টাগির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের দ্বারা বর্ণবৈষম্য ও ধর্মীয় ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগ আনা হবে। এদিকে ইরানের অন্যতম শীর্ষ ধর্মীয় নেতা গ্রান্ড আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ ফাযল লাঙ্কারানি আজারবাইজানের ইসলাম বিদ্বেষী লেখক রফীক টাগিকে হত্যা করার ফৎওয়া দিয়েছেন।

ইয়েমেনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র পুর্নমুদ্রণের শাস্তি

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ডেনিশ ব্যঙ্গচিত্র পুনর্মুদ্রণের অপরাধে ইয়েমেনের এক আদালত সেদেশের এক পত্রিকার সম্পাদককে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। আদালত পুর্নমুদ্রণকারী সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ছয় মাসের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ইয়েমেনের আরো দু'টি পত্রিকা অনুরূপ অভিযোগে এখন বিচারের মুখোমুখি। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ডেনমার্কের 'জাইল্যান্ডস পোষ্ট' পত্রিকায় কার্টুন ছাপানোর পর বিশ্বব্যাপী সহিংস প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়।

ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরী করছে না

-সিআইএ

ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র অথবা ঐ ধরনের কোন মারণাস্ত্র নেই বলে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) জানিয়েছে। ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর কোন প্রমাণও 'সিআইএ'র কাছে নেই। 'সিআইএ'র একটি গোপন রিপোর্টে একথা জানা যায়। 'সিআইএ'র রিপোর্টটি 'দ্য নিউইয়র্কার'-এর হস্তগত হওয়ায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচী বিষয়ক আসল কথাটি ফাঁস হয়। 'নিউইয়র্কার' জানায়, ইরানের পরমাণু কর্মসূচী যে সত্যি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'সিআইএ'র ঐ রিপোর্টে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইরান তার প্রকল্পে বেসামরিক পরমাণু গবেষণার পাশাপাশি গোপনে পরমাণু বোমা বানানোর চেষ্টা করছে বলে এতদিন যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযোগ করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে সে অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। ইরানের প্রতি মার্কিন বৈরী মনোভাবের কারণ দেশটির পরমাণু কর্মসূচী নয়; বরং যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলতে তেহরানের অস্বীকৃতিই এর অন্তর্নিহিত কারণ বলে বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিনটি জানায়।

২৬ বছর পর ইরাক ও সিরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ইরাক দীর্ঘ ২৬ বছর পর সিরিয়ার সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরানকে সমর্থন করায় ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ১৯৮০ সাল থেকে সিরিয়ার সঙ্গে সব কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ করে দিয়েছিলেন। উভয় দেশের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে গত ২১ নভেম্বর। এ চুক্তির ফলে এখন থেকে ইরাকের পতাকা যেমন সিরিয়ার আকাশে উড়বে, ঠিক তেমনি সিরিয়ার পতাকাও ইরাকে উড়বে।

মালয়েশিয়ায় যৌন উত্তেজক পোষাক নিষিদ্ধ

মালয়েশিয়ার কেলান্তন রাজ্যে যৌন উত্তেজক পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজ্যটির শাসনভার রয়েছে ইসলামপন্থী পাস দলের উপর। দোকান-পাট ও হোটেলে কর্মরত মহিলারা অশোভনীয় পোষাক পরলে তাদের জরিমানা করার বিধান রাজ্যটিতে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে কেলান্তন রাজ্যে সব ধর্মের মহিলাদের মিনি স্কার্ট, ফিনফিনে বস্ত্রের ব্লাউজ ও আঁট-সাঁট ট্রাউজার পরা নিষিদ্ধ রয়েছে।

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যঃ

(১) দৈনিক ইহুদী কামানের গোলার শিকার মৃত্যুপুরী ফিলিস্তীনে বর্তমানে দু'হাযারের অধিক হেফয খানায় চল্লিশ হাযারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী দিন-রাত নিবিষ্টচিত্তে পবিত্র কুরআন হেফয করায় রত আছে। কিছুদিন পূর্বে আরব আমিরাতের শারজায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হেফয প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তীনী ছেলেরা শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেছে। ইতিপূর্বে তিউনিস, মরক্কো, মিসর, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, সঊদী আরব ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হেফয প্রতিযোগিতা সমূহেও তারা শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কামানের গোলা দিয়ে মানুষ হত্যা করা গেলেও কুরআন হত্যা করা সম্ভব নয়। ঈমানের আগুন কখনোই নিভবে না ইনশাআল্লাহ।

(২) আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলার অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আগ্রাসী আমেরিকার নিজের সৃষ্ট ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংসের ঘটনার পর থেকে বিশ্বব্যাপী অমুসলিম দেশসমূহে ইসলামের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এমনকি খোদ আমেরিকাতেই প্রতি বছর গড়ে বিশ হাযার অমুসলিম ইসলাম কবুল করে ধন্য হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ *[স.স]*।

॥ সৌজন্যেঃ মাসিক ছিরাতে মুস্তাকীম, বার্মিং হাম, ইংল্যাণ্ড ॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মিশ্রিত ভোজ্যতেলের ব্যবহারে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে

দেশের খোলাবাজারে যে ভোজ্যতেল (সয়াবিন, পাম ও সরিষা) পাওয়া যায় তাতে স্যাচুরেটেড, মনো আনস্যাচুরেটেড ও পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে। এসব তেলের মিশ্রণ ঘটিয়ে ব্যবহার করলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যার ফলে হার্টএ্যাটাকের ঝুঁকিও অনেক কমে যায়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হৃদ-বান্ধব ব্লেন্ডেড বা মিশ্রিত তেলের ব্যবহার থাকলেও বাংলাদেশে এ তেল উৎপাদনের কোন আইন নেই। দেশে এ সংক্রান্ত আইন হ'লে বিভিন্ন তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসত এবং তা জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। গত ৩০ নভেম্বর বারডেম হাসপাতালে 'ডায়াবেটিক সমিতি' (ডিএবি) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রফেসর ডাঃ একে আযাদ খান একথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও খাদ্যাভ্যাস জনিত কারণে দেশে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার মধ্যে রক্তে কোলেস্টরেল বৃদ্ধিজনিত সমস্যা অন্যতম। রক্তে কোলেস্টরেলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রক্তনালীতে প্লাক জমে। এই প্লাক রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করার ফলে মানুষ হার্টএ্যাটাকে আক্রান্ত হয়। প্রধানতঃ প্রাণিজ চর্বি বা তেলজাতীয় খাদ্যদ্রব্য থেকে দেহে কোলেস্টরেলের উৎপত্তি হয়। ভোজনবিলাসীদের খাদ্যে প্রাণিজ চর্বি এবং সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডসমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বা চর্বির আধিক্য রক্তে কোলেস্টরেলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

তথ্য অনুযায়ী দেশে জনপ্রতি দৈনিক তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের ব্যবহার বর্তমানে প্রায় ৩০ গ্রাম। এর উল্লেখযোগ্য অংশই ভোজ্যতেল। সাধারণতঃ সয়াবিন, পাম এবং সরিষার তেলই এদেশে প্রধান ভোজ্যতেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনে'র মতে, এই তেলের কোনটিই এককভাবে ফ্যাটি এসিডের পরিমাণের দিক দিয়ে পুরোপুরি হৃদ-বান্ধব নয়। হৃদ-বান্ধব ভোজ্যতেলে বহু ও একক অসম্পৃক্ত এবং সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের অনুপাত হওয়া উচিত যথাক্রমে ১ঃ১.৭ঃ০.৭। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে কোন ভোজ্যতেলেই ফ্যাটি এসিড সমূহ এই অনুপাতে থাকে না। তবে সয়াবিন শতকরা ৫০ ভাগ, পামওয়েল ৪০ ভাগ এবং সরিষার তেল ১০ ভাগ হারে মিশালে সুপারিশকৃত অনুপাতের কাছাকাছি হয়। এ মিশ্রিত তেল ব্যবহার করলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ থাকবে বা কমে যাবে। যা হার্টএ্যাটাকের ঝুঁকিও অনেকটা কমাবে।

আর্সেনিক দূর করার নতুন প্রযুক্তি

ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি বাংলাদেশের জন্য এক বড় সমস্যা। এ ধরনের পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করে খাওয়ার উপযোগী করে তুলতে ব্যয়ের পরিমাণটাও বেশ বড়। সম্প্রতি মরিচার ক্রিষ্টাল ব্যবহার করে সহজে ও সস্তায় পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করার এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন আমেরিকার রাইস ইউনিভার্সিটির গবেষক দল। তাদের মতে, আয়রণের অক্সাইড (যাকে আমরা মরিচা নামেই চিনি) পানিতে উপস্থিত আর্সেনিক কণাকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে আলাদা করতে পারে। এরপর চুম্বকের সাহায্যে পানি থেকে আয়রণের অক্সাইডকে সরিয়ে ফেললে সে পানি আর্সেনিকমুক্ত হয়ে পানের উপযোগী হয়।

গবেষকেরা প্রথমে ১২ ন্যানোমিটার আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরিচার কণা তৈরী করেন, যা কিনা মানুষের চুলের প্রস্থের পাঁচ হাযার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এরপর আর্সেনিক দূষিত পানিতে ক্ষুদ্র ক্রিষ্টালগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক অবস্থায়ই আর্সেনিকের কণাগুলি ক্রিষ্টালগুলিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তা লোহার ফিলিংসের মতো আচরণ শুরু করে। এরপর একটি সাধারণ চুম্বকের সাহায্যে পানি থেকে মরিচার কণাগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। দেখা যায় পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনশীল মাত্রার অনেক নীচে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের প্রায় ছয় কোটি মানুষ আর্সেনিক ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। তৃণমূল পর্যায়ে আর্সেনিক বিশুদ্ধকরণের এ প্রযুক্তি বেশ কাজে লাগবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। প্রথমে কলসি বা পানিপূর্ণ পাত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে মরিচার ক্রিষ্টাল মিশিয়ে দিতে হবে। পরে পাত্রের তলায় চুম্বক ধরলে আর্সেনিকসহ ক্রিষ্টালগুলি নীচে জমা হবে। ওপর থেকে বিশুদ্ধ পানি সরিয়ে নিয়ে তা নিশ্চিন্তে পান করা যাবে। আর এ বিশুদ্ধকরণের জন্য খরচের পরিমাণও হবে বেশ নগণ্য। গবেষক দল বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি প্রয়োগের সফলতা নির্ধারণে ব্যস্ত আছেন। এতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হ'লে ভবিষ্যতে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানির সংস্থানে এ প্রযুক্তি মূল ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশ্বের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র!

বিশ্বের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী হতে যাচ্ছে চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় গানসু প্রদেশের দুনহুয়াং শহরে। ১০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ঐ কেন্দ্র তৈরীতে খরচ হবে প্রায় ৬০৩ কোটি ইউয়ান। এর নির্মাণকাজ শেষ করতে সময় লাগবে পাঁচ বছর। এ লক্ষ্যে দুনহুয়াংয়ের আঞ্চলিক সরকার ঝোংহাও নিউ এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট (বেইজিং) কোম্পানী লিমিটেডের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

উদ্ভিদ থেকে বিদ্যুৎ!

চীনে এই প্রথমবারের মতো উদ্ভিদ ও তার সংশ্লিষ্ট দেহাংশ পুড়িয়ে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। জানা গেছে, এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় ২৫ হাযার কিলোওয়াটস বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। গত ১ ডিসেম্বর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকল্পটি চালু হয়েছে পূর্ব চীনের সানডং প্রদেশে। এই প্লান্ট থেকে গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজন মতো বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারবে। প্লান্টে ব্যবহার হবে তুলা, তুলা গাছের ঝাড়, গাছের ডালপালা, অর্কিড ও অন্যান্য বৃক্ষের আগাছা। এই বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রাখার কারণে প্রতিবছর ৪ হাযার টন কয়লার সাশ্রয় হবে।

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী মিছিল ও সমাবেশ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে গত ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন যেলায় একযোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং স্ব স্ব যেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। আমাদের যেলা দায়িত্বশীলদের পাঠানো রিপোর্ট-

রাজশাহীঃ অদ্য বেলা সাড়ে ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর যৌথ উদ্যোগে মুহতারামা আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির দাবীতে রাজশাহী শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর রেল গেইট থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলুপট্টিতে এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়।

'আন্দোলন'-এর মহানগর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এস. এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সধারণ সম্পাদক শামসুল আলম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন রাসূলের যুগ থেকে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলন কোনরূপ চরমপন্থায় বিশ্বাসী নয়। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ সহ যেকোন ধরনের চরম পন্থার বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের লেখনী জাতির নিকটে পরিষ্কার। অথচ বিগত সরকারের হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্রের ফলে অদ্যাবধি তিনি অন্যায়ভাবে কারাবন্দী আছেন। তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই। বিগত প্রায় দুই বছরে কোন কিছুই প্রমাণিত হয়নি। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ মামলায় তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। তার সাথে গ্রেফতারকৃত সংগঠনের অপর তিন কেন্দ্রীয় নেতাও নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেয়েছেন। সুতরাং এখনো তাঁর মত একজন খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও প্রবীণ প্রফেসরকে কারাগারে আটকে রাখা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। বক্তাগণ বর্তমান নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকটে অনতিবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

ঝিনাইদহ ১ লা ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার যৌথ উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে ঝিনাইদহ যেলা শহরে এক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যাণ্ড মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রাচত্বরে এক সমাবেশে মিলিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সহকারী সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা আব্দুল আলীম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ প্রমুখ।

বক্তাগণ বিগত সরকার কর্তৃক আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারকে এক জঘন্য যুলুম আখ্যায়িত করে বলেন, এ যুলুমের খেসারত তাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে। আল্লাহ্র কাঠগড়ায় এদের কোন ক্ষমা নেই। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

পাবনা ১ লা ডিসেম্বর শুক্রবার ঃ অদ্য বেলা ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে পাবনা শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শহরের প্রাণকেন্দ্র টাউন হল থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহরের ইন্দারা মোড়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান, প্রচার সম্পাদক জনাব বেলাল হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল কাদের, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস.এম. ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সরোয়ার আহমাদ প্রমুখ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রধান অতিথির ভাষণে **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারকে এক ঐতিহাসিক প্রতারণা আখ্যায়িত করে বলেন, বিগত দুর্নীতিবাজ সরকার ও প্রশাসনের জন্যই এই জঘন্য ষড়যন্ত্র ও জাতীয় প্রতারণা শোভা পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য প্রফেসরকে তাঁর বাসস্থান থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে সংঘটিত বাস ডাকাতির মামলার আসামী করতেও এরা কুণ্ঠিত হয়নি। নওগাঁর খেজুর আলীকে কারা নির্মমভাবে চার টুকরা করে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল তা তার পরিবারের পক্ষ থেকেই জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। অথচ এই মামলারও আসামী করা হয়েছে আমীরে জামা'আতকে। এরকম জঘন্য মিথ্যা মামলা সাজিয়ে বিগত তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের (?) সরকার তিনকোটি আহলেহাদীছ সহ দেশের ১৪ কোটি মানুষের সাথে যে প্রতারণা করেছে তা নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য। তিনি বলেন, আজ সবকিছুই পরিষ্কার হয়েছে। কারা দেশব্যাপী বোমা হামলা করেছে? কারা বিচারক সহ অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে? এসবই প্রকাশিত হয়েছে। অপরাধীদের শাস্তিও নিশ্চিত হয়েছে। অতএব আর বিলম্ব কেন? একজন মানুষকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আর কত সময় প্রয়োজন। এরি মধ্যে তার জীবনের মহা মূল্যবান দু'টি বছর কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পারবে কি এই দু'টি বছর ফিরিয়ে দিতে? তিনি আমীরে জামা'আতের সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

সাতক্ষীরা ১ লা ডিসেম্বর শুক্রবার ঃ অদ্য বেলা ৩-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে শহরের আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সদর হাসপাতাল মোড়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়।

যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আহলেহাদীছ শিক্ষক পরিষদ'-এর আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান, সিটি কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর সেক্রেটারী জনাব শাহেদ আলী প্রমুখ। বক্তাগণ আমীরে জামা'আতের হয়রানি বন্ধ করে তাঁকে দ্রুত মুক্তি দেওয়ার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ

অদ্য বেলা ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এবং **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে পিটিআই মাস্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চাঁপাই নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজ মোড়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলোত্তর সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক শেখ আবুদুছ ছামাদ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীন প্রমুখ।

বগুড়া ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে আমীরে জামা'আতের সকল ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে বগুড়া শহরে এক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আলতাফুন নেসা খেলার মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাতমাথায় পৌঁছে সমাবেশে মিলিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেক টিটু, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

রাজশাহী ৮ ডিসেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্টে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য

www.ahlehadeethbd.org

পাঠ করেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ২২ ফেব্রুয়ারী'০৫ দিবাগত মধ্যরাতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এক গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে সংগঠনের অপর তিন কেন্দ্রীয় নেতা সহ রাজশাহী থেকে গ্রেফতার হন। ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের অপরাধ আড়াল করার হীন স্বার্থে তাঁর মত একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদকে জঙ্গী সাজিয়ে একটি পরিকল্পিত নাটকের সূত্রপাত ঘটায়। কাল্পনিক তথ্যসমৃদ্ধ মিথ্যাচার করে তিনকোটি আহলেহাদীছের উপর নিজেদের অপরাধ চাপিয়ে দেওয়ার নগ্ন ষড়যন্ত্রে মত্ত হয়। আজকে দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত পরিস্কার যে, কারা বোমাবাজি করেছিল এবং কারা সেখানে মদদ দিয়েছিল। প্রকৃত জঙ্গীরা ধরা পড়েছে। তাদের শাস্তি ও নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন তালবাহানা করে এখনও আমীরে জামা'আতকে অন্যায়ভাবে কারাগারে আবদ্ধ রেখে মানবাধিকারের মাথায় চরমভাবে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা যেমন অসম্ভব, তেমনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে জঙ্গীবাদ বা জেএমবি'র বিন্দুমাত্র সম্পর্কও অসম্ভব। গ্রেফতারের পূর্বে আমীরে জামা'আতের প্রদত্ত বক্তব্য, লেখনী, ফৎওয়া, সাংগঠনিক তৎপরতা সে কথারই দিব্যি সাক্ষ্য বহন করে। আজকে দেশবাসীর নিকট পরিস্কার যে, প্রফেসর ড. গালিব ছিলেন জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন কণ্ঠস্বর। তাঁর তিন প্রধান সহকর্মী হিসাবে আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে আমরা মুক্ত জীবন যাপন করছি। একই কারণে গ্রেফতার হওয়ার পরও আমরা মুক্ত হ'তে পারলে তিনি জেলে থাকবেন কেন? এই প্রশ্নই এখন সমগ্র দেশবাসীর।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা জাতির বিবেক। আপনাদের কলমের শক্তি সবধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আজকে প্রফেসর ড. গালিবের উপর অন্যায়ভাবে অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে, সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূতভাবে তাঁর জীবনের মূল্যবান প্রায় দু'টি বছর কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জাতি বঞ্চিত হয়েছে তাঁর মহান খিদমত থেকে। শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়েছে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণে। তিনি বলেন, আমীরে জামা'আত বাংলাদেশের একটি জাতীয় সম্পদ। পুরো জাতির একটি মেধাসম্পদকে অন্যায়ভাবে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে এভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া যায় না। আমরা মনে করি আপনারাও এই বক্তব্যের সাথে একমত হবেন। তিনি আরো বলেন, আমরা জানি আপনাদের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতার সীমা অতিক্রম করে সত্যের পক্ষে আপনারা কথা না বললে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আপনাদেরকেই সাহসের সাথে সবধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।

সবশেষে যালিমের ষড়যন্ত্রে নির্যাতিত মযলুম দেশপ্রেমিক, বরেণ্য শিক্ষাবিদ আপোষহীন কলমসৈনিক আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানাচ্ছি এবং এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম.আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হাফেয মোকাররম।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ

বুড়িচং, কুমিল্লা ৩ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে 'আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী' মিলনায়তন বুড়িচংয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মুক্তির দাবীতে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও জগতপুর সিনিয়র মাদরাসার শিক্ষক জনাব আহমাদ শরীফ, বর্তমান সেশনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইসলামুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জা'ফর ইকরাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক কাওছার আহমাদ ও দফতর সম্পাদক শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, রাত্রি যতই গভীর হয় প্রভাত ততই ঘনিয়ে আসে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের উপর যুলুম-নির্যাতন যতই হবে, আমাদের ভবিষ্যত ততই উজ্জ্বল হবে। নিরপরাধ শিক্ষাবিদ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর উপর অত্যাচার করে বিগত সরকার এখন ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, আমাদেরকে আদর্শের উপর অটল থাকতে হবে। নইলে কায়েমী স্বার্থবাদীরা ফায়দা লুটবে। তিনি অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান। সমাবেশে যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী সম্মেলন

পাথরঘাটা, সাতক্ষীরা ২ ডিসেম্বর শনিবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাথরঘাটা এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় হাইস্কুল ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম, এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুযাফফর রহমান প্রমুখ। সম্মেলন বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন পাথরঘাটা এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আযীযুর রহমান ও আবু সাঈদ প্রমুখ।

রাজশাহী কলেজ শাখা গঠন

রাজশাহী ৮ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর রাজশাহী কলেজ মাঠে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ শাখা গঠন উপলক্ষ্যে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল হালীম বিন ইলয়াস, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সভাপতি, রুস্তম আলীকে সহ-সভাপতি, সোহেল রানাকে সাধারণ সম্পাদক ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

দো'আর আবেদন

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের শ্রদ্ধেয়া বড় বোন জামীলা খাতুন (৭৬) অর্ধাংগ অবশ হয়ে গত বছর (৫ই মে'০৫) শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এর কয়েক মাস পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছদরুল আনামের গ্রেফতারের সংবাদে তিনি এখন মৃতপ্রায় হয়ে শয্যাশায়ী আছেন। আমীরে জামা'আতকে শৈশবে তিনি কোলে পিঠে করে লালন-পালন করেন। দিবারাত্রি তাঁর একটাই প্রার্থনা তাঁর ভাই ও পুত্র কখন তাঁর সামনে আসবেন।

[তাঁর সাথে আমাদের একান্ত প্রার্থনা আল্লাহ তুমি এই মহিয়সী মহিলাকে সত্বর আরোগ্য দান কর এবং আমীরে জামা'আত ও আমাদের ভাই ছদরুল আনামকে সত্বর কারামুক্ত কর ও যালেম শাসকদের দ্রুত শাস্তি বিধান কর- আমীন! হিতাকাংখী ভাই-বোনদেরকেও প্রাণ খুলে দো'আ করার আবেদন জানাই।- সম্পাদক]

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

১ম বর্ষ থেকে ৯ম বর্ষ পর্যন্ত মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর ৯টি বাইন্ডিং কপি পাওয়া যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

প্রতি কপির মূল্য ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। ডাকযোগে সংগ্রহ করতে হ'লে ডাক খরচ সহ ১৬৫/= (একশত পঁয়ষট্টি) টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক 'আত-তাহরীক'

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোন (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৫৮-৩৪০৩৯০।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১১১)ঃ কোন ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো সম্পর্কে বুখারী ও মিশকাতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ কি? কারণ অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়াম করা হারাম এবং এর পরিণাম জাহান্নাম।

- মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
দারুশা বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী শরী'আতে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা নাজায়েয। এটি একটি জাহেলী প্রথা, যা বর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে, লোকজন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক, তবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নিল' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৯ সনদ ছহীহ, 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ)। অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে দাঁড়াতেন না (ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৫৪; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)। আর সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনছারদেরকে যে উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে বলেছিলেন তা ছিল সাহায্যার্থে, সম্মানার্থে নয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৯৫)।

উল্লেখ্য যে, যারা সম্মানার্থে দাঁড়ানোর পক্ষে মতামত পেশ করে থাকেন তারা সা'দ ইবনু মু'আযের হাদীছটি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা উক্ত হাদীছের শেষ অংশ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ -এর অর্থ করেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও'।

তাদের উক্ত বক্তব্য বেশ কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ উক্ত হাদীছটি মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সূত্রে বর্ধিত আকারে এসেছে। যেমন- قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُم فَأَنْزِلُوْهُ 'তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতার দিকে যাও এবং তাঁকে (গাধা হ'তে) নামিয়ে নাও' *(মুসনাদে আহমাদ ৬/১৪১-৪২ পৃঃ; সনদ হাসান-ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা ১/১০৩ পৃঃ; হা/৬৭)*। উক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-কে গাধা হ'তে নামানোর সহযোগিতার জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যই হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বর্ণিত অংশটুকু উল্লেখ করে বলেন,

هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَخْدِشُ فِيْ الْاِسْتِدْلَالِ بِقِصَّةِ سَعْدٍ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ الْقِيَامِ الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ-

অর্থাৎ :এই বর্ধিত বর্ণনাটুকু সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) সংশ্লিষ্ট বিবরণ দ্বারা বিতর্কিত কিয়াম বা সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়াকে শরী'আতের দলীল সাব্যস্ত করার দাবীকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে' *(ফাৎহুল বারী ১১/৬০-৬১ পৃঃ, হা/৬২৬২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

দ্বিতীয়তঃ তাকে গাধা থেকে নামিয়ে নেওয়ার কারণ হ'ল তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যার সংগে যুদ্ধের সময় তীরের আঘাত পেয়েছিলেন। আর এই অবস্থায় ফায়ছালার জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নামানোর জন্য নির্দেশ দেন।

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাঁর শিরায় তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না; বরং তাঁকে মসজিদে নববীতে তাঁবুর মধ্যে রাখা হ'লে রক্তের প্রবাহিত ধারা স্রোতের ন্যায় তাঁবু হ'তে গড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই ফায়ছালা করার পরপরই তিনি পৃথিবী হ'তে বিদায় নেন। তাঁর এই হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র মহান 'আরশ' কেঁপে উঠেছিল (اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) *(ছহীহ বুখারী ৩/৬১ পৃঃ; হা/৪১২২, 'মাগাযী' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৬ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়)*।

তৃতীয়তঃ ব্যাকরণগত দিক থেকেও তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলতেন তাহ'লে বলতেন, قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও'। কারণ আরবী ভাষায় ব্যাকরণভিত্তিক নিয়ম হ'ল, قيام শব্দের صله বা সম্বন্ধপদ যখন إلى আসে তখন সাহায্য-সহযোগিতা, উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়। আর যখন ل বা لام আসে তখন সম্মান-মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বাক্য إلى সম্বন্ধ পদ দ্বারাই প্রয়োগ করেছেন قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ :'তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হও' *(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৯/৮৩ পৃঃ)*।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লামা তাওর বাশ্তী (রহঃ) মিশকাত শরীফের স্বীয় ভাষ্য 'শারহুল মাছাবীহ' গ্রন্থে উক্ত হাদীছটির আলোচনায় সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যাকরণভিত্তিক চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, لو كان يريد به التوقير والتعظيم لقال قوموا لسيدكم 'যদি তিনি (রাসূলুল্লাহ ছাঃ) সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর জন্য বলতেন তাহ'লে তিনি ل দ্বারা বলতেন, قوموا لسيدكم 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াও'। অনুরূপভাবে আল্লামা ত্বীবীও (মৃঃ ৭৪৩) তার মিশকাত শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে একই বক্তব্য পেশ করেছেন *(ফাৎহুল বারী ১১/৬১ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৯/৮৩ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) আফসোস করে বলেন, 'আজকের সমাজে হাদীছটি قوموا لسيدكم অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু হাদীছের গ্রন্থ সমূহে এর কোন ভিত্তিই নেই *(সিলসিলা ছাহীহা ১/১০৫-৬ পৃঃ, হা/৬৭-এর আলোচনা দেখুন)*।

প্রশ্নঃ (২/১১২)ঃ আমাদের ঈদগাহ ময়দানে ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে মাটি ভরাট করা হয়েছে। তাতে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, ছালাত হবে না। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনোয়ার আনছারী
মুকুন্দবাড়ী, আদারভিটা, জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত ঈদগাহে ছালাত আদায় করায় শারঈ কোন বাধা নেই। মূলতঃ মসজিদ, ঈদগাহ ইত্যাদি ইবাদতের স্থান সমূহ হালাল অর্থ দ্বারা নির্মাণ বা সংস্কার করাই শরী'আত সম্মত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত, হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। তবে হারাম অর্থ দ্বারাও যদি ইবাদতের স্থান নির্মাণ বা সংস্কার করা হয় তবুও সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা (সঊদী আরব) ৬/২৪১ পৃঃ)*। কিন্তু দাতা ব্যক্তি বা সংস্থা এর নেকী থেকে বঞ্চিত হবে *(ছহীহ তিরমিযী হা/১)*।

প্রশ্নঃ (৩/১১৩)ঃ অনেক সময় মায়ের দুধ না থাকার কারণে সন্তানকে নানী, দাদী, চাচী, মামীর দুধ পান করানো হয়। এটা কি জায়েয?

- সাঈদুর রহমান
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ একজন শিশু যেকোন মুসলিম মহিলার দুধ পান করতে পারে। তবে যে দুধ পান করবে তার সাথে ঐ মহিলার ছেলে-মেয়ের বিবাহ বৈধ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বংশসূত্রে যেভাবে বিবাহ হারাম হয় দুধ পানের মাধ্যমেও সেভাবে হারাম হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১৬১)*।

প্রশ্নঃ (৪/১১৪)ঃ পিছন দিক থেকে সালাম দেওয়া যাবে কি? এবং অমুসলিমদের 'আদাব' দেয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সাত্তার
হাঁসাইগাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ পরস্পর সাক্ষাৎ হ'লে সালাম দিতে হবে, চাই সম্মুখ থেকে হোক অথবা পিছন থেকে হোক। পিছন থেকে সালাম দেওয়া যাবে না মর্মে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে প্রবেশের সময় সালাম দিতে হয়। আর এমতাবস্থায় মুছল্লীদেরকে পিছন দিক থেকেই সালাম দেওয়া হয় *(যাদুল মা'আদ ২/২৭৭ পৃঃ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। অমুসলিমদেরকে প্রথমে সালাম বা আদাব দেওয়া যাবে না। তবে তারা সালাম দিলে শুধু 'ওয়াআলাইকুম' বলে উত্তর দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩৯৮ ও ৩৯৯ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহুদী ও নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*।

প্রশ্নঃ (৫/১১৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক্ব প্রদান করার পর ফিরিয়ে নেয়। এক বছর পর আবার ২য় তালাক প্রদান করে এবং ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর তৃতীয় তালাক দেয়। কিন্তু প্রশাসনের ভয়ে পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া বৈধ হয়েছে কি?

- মাওলানা আরিফুল ইসলাম
দেওপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কারণ ২য় তালাক পর্যন্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া বৈধ। কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তবে উক্ত মহিলা যদি স্বেচ্ছায় অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করে এবং ঐ স্বামী তাকে কোন কারণবশত স্বেচ্ছায় তালাক্ব প্রদান করে, তখন উক্ত মহিলা তার পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(বাক্বারাহ ২৩০)*। উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে প্রচলিত 'হিল্লা প্রথা' সম্পূর্ণ হারাম *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৬/১১৬)ঃ জেনে বা না জেনে কোন গাভিন গরু কুরবানী করা যাবে কি?

- ডাঃ মুহাম্মাদ এমাজুদ্দীন
মোল্লাপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ জেনে হোক বা না জেনে হোক গাভিন গরু কুরবানী করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। উল্লেখ্য, কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট প্রাণী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে তবে ঐ বাচ্চাও কুরবানী হিসাবে যবহ করা যায় অথবা ফক্বীর-মিসকীনকেও দান করা যায় *(মির'আতুল মাফাতিহ ৫ম খণ্ড, ১১৭ পৃঃ, 'কুরবানী ও আতিরা' অনুচ্ছেদ)*।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নঃ (৭/১১৭)ঃ জনৈক দ্বীনদার ছেলে বিবাহের পর জানতে পারে যে, অন্য কোন ছেলের সাথে তার স্ত্রীর অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিলে কোন গুনাহ হবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দারুশা বাজার, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে কোন গোনাহ হবে না। তবে তার স্ত্রী যদি খালেছ অন্তরে তওবার মাধ্যমে পূর্বের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'তে পবিত্র হয়, তাহ'লে তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখায় শারঈ কোন বাধা নাই *(কুরতুবী ৬/১১৪ পৃঃ; নূর ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১১৮)ঃ হাদীছে আছে 'পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্টি'। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল পিতামাতা না বুঝে অসন্তুষ্ট হ'লে কি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে?

- আশিকুর রহমান
বি.এস-সি, রাজশাহী কলেজ।

উত্তরঃ পিতামাতা না বুঝে অসন্তুষ্ট হ'লে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন না। এ অবস্থায় সন্তানও গোনাহগার হবে না। তবে সন্তানের পক্ষ হ'তে পিতামাতাকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। নাফরমানির কাজে কারো আনুগত্য করা যাবে না। চাই সে পিতামাতা হোক বা অন্য কেউ হোক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৫, 'ইমারত ও ফায়সালা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৯/১১৯)ঃ লোনা কাঁকড়া খাওয়া যাবে কি? এবং উহা বিক্রি করে অর্থ গ্রহণ করা যাবে কি?

- আব্দুস সালাম
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সামুদ্রিক প্রাণী যা পানিতে জীবনযাপন করে তা কাঁকড়া হোক বা অন্য প্রাণী হোক সবই হালাল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, কাঁকড়া হালাল হওয়াতে কোন অসুবিধা নাই *(মুগনী ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, মাসআলা নং ৪৬২৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল' *(সুনানে আরবা'আ, বুলূগুল মারাম, 'পবিত্রতা' অধ্যায় হা/১)*। যে প্রাণী হালাল তা বিক্রি করে অর্থ গ্রহণ করাও জায়েয। তবে কোন জিনিস হালাল হ'লেই খেতে হবে এমনটি নয়। বরং রুচিকর না হ'লে খাবে না।

প্রশ্নঃ (১০/১২০)ঃ জনৈক ইমাম নির্ধারিত বেতনে মসজিদে চাকুরী করেন। মসজিদ কমিটি ইমামকে তাদের বাড়ীতে খেতে দিতে আগ্রহী। কিন্তু কমিটির সদস্যদের কেউ কেউ ছালাত আদায় করেন না। এক্ষণে এরূপ বাড়ীতে ইমামের খাওয়া বৈধ হবে কি?

- ইবাদুল্লাহ
কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমামের জন্য এরূপ বাড়ীতে খাওয়া থেকে বিরত থাকাই ভাল। সেই সাথে তাদেরকে ছালাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একদা ইবনু ওমর আবু আইউব (রাঃ)-কে দাওয়াত দিলে তিনি এসে ঘরের দেওয়ালে ছবি দেখতে পেলেন, ইবনু ওমর বললেন, এ ব্যাপারে মহিলারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবু আইউব বললেন, আমি যাদের সম্পর্কে আশঙ্কা করছিলাম তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে না। (অর্থাৎ তোমার দ্বারা এরূপ কাজ হবে তা চিন্তা করিনি) আমি তোমার কোন খাদ্য খাব না। একথা বলে তিনি বেরিয়ে চলে যান *(বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭২)*।

প্রশ্নঃ (১১/১২১)ঃ জনৈক ইমাম বলেন, মানুষ আযরাঈলের কাছে চল্লিশ দিন পূর্বেই মারা যায়। ঐ মৃত্যুর পর আর কোন তওবা কবুল হয় না। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত মৃত্যুর ৪০ দিন পূর্বে তওবা না করলে ঈমান বিহীন মারা যায়। উক্ত কথা কতটুকু সত্য?

- আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার
জ্ঞানপাড়া (কালিপুর), মনিপুর, বরগুনা।

উত্তরঃ ইমামের উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ যে সমস্ত হাদীছে মৃত্যুর ১ বছর, ১ মাস, ১ সপ্তাহ বা ১ দিন পূর্বে তওবা না করলে তওবা কবুল হয় না মর্মে বর্ণিত আছে তা যঈফ। পক্ষান্তরে ছহীহ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দাহর তওবা কবুল করেন, বান্দাহর রূহ কণ্ঠনালীতে আসা পর্যন্ত' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩; তাফসীর ইবন কাছীর, তাহক্বীক্ব আলবানী, সূরা নিসা ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৮)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২২)ঃ আমার ছেলেকে বলেছিলাম, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোকে সিগারেট খেতে দেখলে বাড়ীতে উঠতে দিব না। কথাটি তিনবার বলেছিলাম। পরে একদিন তাকে সিগারেট খেতে দেখি এবং তার বাড়ী আসা বন্ধ করে দেই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে ৭দিন পর বাড়ীতে উঠতে দেই। এক্ষণে ঐ কসম ভঙ্গের জন্য আমাকে কাফফারা দিতে হবে কি?

- আব্দুস সালাম
সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ উক্ত অপরাধের কারণে ছেলেকে বাড়ীতে উঠতে না দেওয়ার কসম করা ভুল হয়েছে। বরং বাড়ীতে রেখে সতর্ক করাই ভাল ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১৩)*। দ্বিতীয়তঃ কসম করে ভঙ্গ করার কারণে এখন কাফফারা দিতে হবে। এর কাফফারা হচ্ছে ১০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো অথবা একজন দাস মুক্ত করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৮৯)*।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নঃ (১৩/১২৩)ঃ ছালাত অবস্থায় মোবাইল বেজে উঠলে বন্ধ করা যাবে কি? কেউ কেউ বলেন, মোবাইল বন্ধ করে পুনরায় নতুন করে ছালাতের নিয়ত করতে হবে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল কুদ্দূস
আলমডাঙ্গা, যশোর।

উত্তরঃ তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে ছালাতে সবকিছু হারাম হয় এবং সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সবকিছু হালাল হয় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২-৭৯১)*। সুতরাং ছালাত আরম্ভ করার পূর্বেই মোবাইল সেট বন্ধ রাখতে হবে। তবে কেউ যদি ভুল করে মোবাইল বন্ধ না করে এবং ছালাতের মধ্যে মোবাইল বেজে উঠে তাহ'লে ছালাত অবস্থায় বন্ধ করতে হবে। কারণ মোবাইল বার বার বেজে উঠলে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। আর এ কারণে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে মোবাইল বন্ধ করে পুনরায় নতুন করে ছালাতের নিয়ত করতে হবে না।

প্রশ্নঃ (১৪/১২৪)ঃ ১০ জন হাজী সংগ্রহ করে দিলে সংগ্রহকারী বিনা খরচে হজ্জে যেতে পারবে। এরূপ কমিশনের মাধ্যমে হজ্জ পালন করা শরী'আত সম্মত কি?

- আব্দুল্লাহ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে হজ্জ পালনের ফরয হুকুম হচ্ছে- নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়া (আলে ইমরান ৯৭; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫১৪)। এছাড়া অন্যভাবে হজ্জ পালন করলে ফরয আদায় হবে না। প্রশ্নোল্লিখিত মাধ্যমে হজ্জ করা উচিত নয়। কেননা উক্ত মাধ্যমে কমিশনের কারণে হাজীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং অনেকে প্রতারণারও শিকার হন।

প্রশ্নঃ (১৫/১২৫)ঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত আদায় করে সর্বদা আমার কাছে আসতেন এবং চার কিংবা ছয় রাক'আত ছালাত আদায় করতেন (আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ১০৪)। হাদীছটি কি ছহীহ?

- রহমত
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ (যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩০৩)। উক্ত হাদীছের সনদে মুক্বাতিল ইবনু বাশীর আল-আজালী নামক একজন দুর্বল রাবী আছে (দেখুনঃ মিশকাত হা/১১৭৫-এর টীকা নং ৪, 'সুন্নাত ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১৬/১২৬)ঃ মুক্তাদীগণকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আহলেহাদীছ হয়ে কিভাবে হানাফী ইমামের অনুসরণ করবে? কারণ তিনি রাফ'উল ইয়াদাইন করেন না, স্বরবে আমীন বলেন না ইত্যাদি। এর সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ ছিদ্দীক্বী
বাঁশদহ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছহীহ সুন্নাহপন্থী ইমামের অনুসরণ করা যরূরী। তবে এরূপ কোন স্থান না পেলে সাময়িকভাবে ফাসিক বা বিদ'আতী ইমামের পিছনেও ছালাত আদায় করা জায়েয *(বুখারী, ফাৎহুলবারী ২/২২০)*। এমতাবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হ'লে ইমাম দায়ী হবেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১২৭)ঃ বাঘ হরিণকে আঘাত করলে হরিণটি মরার উপক্রম হয়। কিন্তু শিকারীর কাছে ছুরি না থাকায় সে স্পর্শ না করে শুধু বিসমিল্লাহ বললে পশুটি মারা যায়। এই পশুটির গোশত খাওয়া যাবে কি?

-আশরাফুল ইসলাম
সাতগ্রাম, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুর আঘাতে কোন হালাল প্রাণী মারা গেলে তার গোশত খাওয়া হারাম। তবে তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে যবেহ করে খাওয়া যাবে (মায়েদাহ ৩)। দ্বিতীয়তঃ ছুরি বা অস্ত্র দ্বারা যবেহ না করে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বললে সেটি খাওয়া হালাল নয়।

প্রশ্নঃ (১৮/১২৮)ঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেয়ারার বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটি পেয়ারা পেড়ে খেয়ে ফেলি। এতে কি পাপ হবে?

- আব্দুল গনী
টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ক্ষুধা নিবারণের জন্য কুড়ানো ফল খাওয়া জায়েয আছে। এমনকি উপায়হীন অবস্থায় ছিঁড়ে খাওয়াও জায়েয আছে। নবী করীম (ছাঃ)-কে গাছে ঝুলন্ত খেজুর খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'যদি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল প্রয়োজন মিটানোর জন্য খায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই' (আবুদাঊদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১২৩৫ 'চুরির শাস্তি' অধ্যায়; দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই ৯৯ প্রশ্নোত্তর ২১/১৭১)।

প্রশ্নঃ (১৯/১২৯)ঃ মুয়াযযিন যখন ইক্বামত দিবে তখন মুক্তাদীগণকে জবাব দিতে হবে কি?

- আব্দুর রহমান
প্রেমতলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইক্বামত দেওয়ার সময় মুক্তাদীগণও মুওয়াযযিনের সাথে সাথে ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে। কারণ আযান ও ইক্বামত উভয়কেই হাদীছে আযান বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা যখন মুওয়াযযিনের আযান শুনবে তখন সে যা বলে তোমরাও তাই বলবে। তবে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ'-এর সময় বলবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮ পৃঃ)*। সুতরাং মুয়াযযিনের ইক্বামতের শব্দগুলি বলার সাথে মুক্তাদীগণও জবাবে তাই বলবে।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নঃ (২০/১৩০)ঃ একটি গাভী যবেহ করার পর তার পেটে একটি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায়। এই মরা বাচ্চাটি খাওয়া যাবে কি? খাওয়া গেলে যবেহ করতে হবে কি?

- মুজীবুর রহমান
মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ যবেহকৃত পশুর পেটে প্রাপ্ত বাচ্চা মৃত হৌক বা জীবিত হৌক খাওয়া জায়েয। পুনরায় যবেহ করার প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন ذَكَاةُ ذَكَاةُ أُمِّهِ 'মায়ের যবেহ তার বাচ্চার জন্য যথেষ্ট' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬০৮, ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫১৬; মিশকাত হা/৪০৯১ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)।* তবে জায়েয হ'লেই খেতে হবে এমনটি নয়। রুচিকর হ'লে খাবে, না হ'লে খাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১১ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (২১/১৩১)ঃ বিভিন্ন ইসলামী সম্মেলনে মহিলাদের পর্দার মাধ্যমে বক্তব্য শুনার ব্যবস্থা করা হয় যেন পুরুষেরা মহিলাদের দেখতে না পায়ে এবং মহিলারাও যেন পুরুষদের দেখতে না পায়। কিন্তু ভিসিডির মাধ্যমে পুরুষদের দেখা মহিলাদের দেখা জায়েয হবে কি?

- গোলশান আরা
থুপসারা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ভিসিডির মাধ্যমে পুরুষদের দেখে বক্তব্য শুনা যায়। কারণ পুরুষেরা মহিলাদের দেখতে পারে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪)।* তবে বিশেষ প্রয়োজনে মহিলারা পুরুষদের দেখতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার ঘরের দরজা হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধ ও কানের মধ্য দিয়ে মসজিদের ভিতরে খেলোয়াড়দের দেখতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৪)।* উক্ত দলীলের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা পুরুষদের দেখতে পারে। উল্লেখ্য, একদা মায়মূনা এবং উম্মু সালামা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম থেকে পর্দা করতে বলেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫২৬; মিশকাত হা/৩১১৬)।*

প্রশ্নঃ (২২/১৩২)ঃ ঋতুর প্রথম অবস্থায় মিলন হ'লে এক দীনার এবং শেষের অবস্থায় মিলন হলে অর্ধ দীনার জরিমানা দিতে হবে মর্মে হাদীছটি ছহীহ কি?

- ইদরীস
মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঋতুর রং লাল অবস্থায় মিলন হলে এক দীনার আর ঋতুর রং হলুদ অবস্থায় মিলন হলে অর্ধ দিনার জরিমানা দিতে হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৫৪)।*

প্রশ্নঃ (২৩/১৩৩)ঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কি সুন্নাত?
(১) ইস্তিঞ্জাকালে মাথা ঢেকে রাখা ও জুতা সেন্ডেল পরে যাওয়া (২) ইস্তিঞ্জা শেষে হাত মাটিতে ঘষে ধৌত করা (৩) ঘুমানোর পূর্বে কাপড় পাল্টে রেখে ঘুমের পোশাক পরে ঘুমানো (৪) শোয়ার সময় সূরা কাফিরূন পাঠ করা (৫) ঘুম থেকে জেগে তিনবার আল-হামদুল্লিাহ ও কালেমায়ে ত্বাইয়িবা পাঠ করা।

- আব্দুর রহমান
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ (১) ইস্তিঞ্জাকালে মাথা ঢাকা সুন্নাত নয়। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য জুতা ও সেন্ডেল পরে বাথরুমে যাওয়া উচিত (২) ইস্তিঞ্জা শেষে মাটি ও সাবান বা সাবান জাতীয় বস্তু দ্বারা পরিষ্কার করা যায়। তবে মাটি দ্বারা পরিষ্কার করাও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত (৩) শোয়ার পূর্বে কাপড় পাল্টানো ও ঘুমের পোষাক পরা সুন্নাত নয়। এটি মানুষের ইচ্ছাধিন ব্যাপার (৪) শোয়ার সময় সূরা কাফেরূন পড়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং নির্দিষ্ট দো'আ ছাড়াও আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়া সুন্নাত (৫) ঘুম থেকে উঠে 'আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর' পাঠ করা সুন্নাত। তবে উল্লেখিত দো'আ ও কালেমা পাঠ করা সুন্নাত নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/১৩৪)ঃ অনেক আলেম বলে থাকেন যে, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর, পবিত্র ঘর, এ ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। এ উক্তিটি কি সঠিক?

- হোসনেয়ারা বেগম
শিরোইল কলোনী ১নং গলি
ঘোরামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদ আল্লাহ্র ঘর এবং পবিত্র ঘর একথা ঠিক। তবে মসজিদে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না এ কথা ঠিক নয়। কারণ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতের সময় শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে অমনযোগী করে তুলে। এক হাদীছে এসেছে, শয়তান বলে, অমুক, অমুক স্মরণ কর। এভাবে বলতে থাকায় এক পর্যায়ে মুছল্লী ভুলে যায় সে কত রাক'আত ছালাত আদায় করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪)।*

প্রশ্নঃ (২৫/১৩৫)ঃ আমি বালু বিক্রেতাকে অগ্রিম টাকা দিলাম এই শর্তে যে, যখন বালুর দাম কম হবে তখন বালু ক্রয় করব। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয আছে?

- মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল হক্ব
তালাইমারী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। একে শরী'আতের পরিভাষায় 'বায়-এ সালাম' বলা হয়। এর জন্য শর্ত হ'ল তিনটি (১) নির্দিষ্ট মেয়াদ (২) নির্দিষ্ট পরিমাপ (৩) নির্দিষ্ট পরিমাণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল ক্রয়-বিক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে,

www.ahlehadeethbd.org

নির্ধারত পরিমাণে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'বায়-এ সালাম ও বন্ধক' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (২৬/১৩৬)ঃ দরূদ পড়ার বিনিময়ে আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর মোহর নির্ধারিত হয়েছিল মর্মে কথাটি কি সঠিক?

- আব্দুল করীম
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বক্তব্যটি 'ছাবী' নামক তাফসীর গ্রন্থে এভাবে এসেছে যে, একদা আদম (আঃ) ঘুমালে তার বাম পাঁজর হ'তে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তিনি ঘুম থেকে জেগে দেখেন পাশে একজন মহিলা। তিনি তার দিকে হাত বাড়ালে ফেরেশতাগণ বললেন, হে আদম! আপনি প্রথমে মোহর আদায় করুন। তিনি বললেন, কী মোহর প্রদান করতে হবে? ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি তিনবার অথবা ১৭ বার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন *(তাফসীরে জালালায়েন, পৃঃ ৬৯ ৩নং টীকা)*। বক্তব্যটি দলীল বিহীন হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ (২৭/১৩৭)ঃ আমার চাকুরী জীবনে ডিফেন্স সার্ভিস ফাণ্ডে প্রতি মাসে জমানো টাকা সূদ সহ উত্তোলন করেছি। উক্ত সূদের অংশ গরীব আত্মীয়, প্রতিবেশী, গরীব অনাত্মীয় ও ফক্বীর-মিসকীনের মাঝে বিতরণ করতে পারব কি?

- মুহাম্মাদ রবীউল আলম
২৬, আলসুর ব্রিগেড
৮৫ ওয়ার্কশপ, আল-জাহারা, কুয়েত।

উত্তরঃ সূদ গ্রহণ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত (অভিশাপ) করেছেন যে সূদ খায় তার উপর, যে সূদ দেয়, যে সূদের দলীল লেখে আর যে দু'জন সূদের সাক্ষী হয় তাদের সকলের প্রতি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এও বলেছেন যে, (পাপের দিক দিয়ে) তারা সকলেই সমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭; বাংলা মিশকাত হা/২৬৮৩ 'সূদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। সরকারের পক্ষ থেকে যেহেতু উক্ত সূদ জমা হয়েছে। সেকারণ তা সুতরাং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। তবে নেকীর উদ্দেশ্যে নয়। জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে ফক্বীর, মিসকীন, গরীব লোকেরা অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের মাঝেও সূদের টাকা নেকীর আশা ব্যতীত বিতরণ করায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (২৮/১৩৮)ঃ 'আযান ও ইক্বামতের ব্যবধান হ'ল খানাপিনা ও পেশাব-পায়খানা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

- মুহাম্মাদ নাসিম
বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে যে হাদীছগুলি এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯০ পৃঃ; নায়ল ২/১০ পৃঃ, 'মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। তবে ব্যবধান সম্পর্কেও ছহীহ হাদীছ এসেছে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। সেখানে পেশকৃত হাদীছ সমূহ দ্বারা অনির্ধারিত কিছু সময়ের ব্যবধান প্রমাণিত হয়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত রয়েছে' *(বুখারী ১/৮৭ পৃঃ)*। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আযানের পরপরই ছাহাবীগণ খুঁটির পিছনে দ্রুত (সুন্নাত) ছালাত আরম্ভ করতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘর হ'তে বের হওয়া পর্যন্ত *(বুখারী ১/৮৭ পৃঃ)*। হাদীছগুলি থেকে বুঝা যায় যে, ফরয ছালাতের পূর্বপ্রস্তুতি ও সুন্নাত ছালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তবে নির্দিষ্ট ইমাম থাকলে তার আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করার বিষয়ে হাদীছে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৫ 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, আযানের উদ্দেশ্য হ'ল অনুপস্থিত মুছল্লীকে আহ্বান করা। অতএব তাকে এতটুকু সময় দেওয়া আবশ্যক, যাতে মুছল্লী প্রস্তুতি নিয়ে জামা'আতে হাযির হ'তে পারেন *(মির'আত হা/৬৫২-এর ব্যাখ্যা, ২/৩৫৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৩৯)ঃ ঈদের ছালাতের পর পরস্পর কোলাকুলি করা কি জায়েয?

- মুখলেছুর রহমান
বথখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদের ছালাতের পর পরস্পর কোলাকুলি করা বিদ'আত। এটি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। ছাহাবী, তাবেঈগণ এরূপ করতেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যেকোন ব্যক্তি এমন আমল করে যে আমলের প্রতি আমার কোন নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য' (বুখারী, পৃঃ ১০৯২)। তবে আগন্তুকের সাথে কোলাকুলি করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৪০)ঃ তারাবীহ ছালাতের পর নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?

- হাসীবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তারাবীহর ছালাতের পর নির্দিষ্ট কোন দো'আ ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতর ছালাতের পর তিন বার করে বলতেন 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৭৫)*। উল্লেখ্য, যে দো'আটি বর্তমানে সমাজে চালু আছে তার কোন দলীল নেই।

প্রশ্নঃ (৩১/১৪১)ঃ আদম (আঃ)-এর মধ্যে রূহ দেওয়ার পরপরই আরশের গায়ে লেখা দেখলেন لا إله إلا الله محمد رسول الله একথার সত্যতা জানতে চাই।

- আব্দুল্লাহ
তুলাগাঁও মধ্যপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল। হাদীছটির ভাষ্য নিম্নরূপঃ আদম (আঃ) যখন গুনাহ করে ফেললেন। তখন তিনি বললেন,

www.ahlehadeethbd.org

হে আমার প্রভু! তোমার নিকট মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য জেনে প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কিভাবে চিনলে অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি। আদম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যখন আমাকে আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করছিলেন এবং আমার মধ্যে আত্মা থেকে আত্মার প্রবেশ টোন তখন আমি আমার মাথা উঁচু করে দেখতে পেয়েছিলাম যে, আরশের খুঁটির গায়ে লেখা আছে لا إله إلا الله محمد رسول الله তখন আমি জেনেছি যে, আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কাউকে আপনার নামের সাথে সংযুক্ত করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, সত্যই বলেছ হে আদম! তিনি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি। তুমি তাকে হক্ব জেনে আমাকে ডাক। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। হাদীছটি জাল (সিলসিলা যঈফ হা/২৫)।

প্রশ্নঃ (৩২/১৪২)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ইবনু মাজাহ ৯২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, ইমাম শুধু নিজের জন্য দো'আ করতে পারেন না। তাকে মুক্তাদীর জন্যও দো'আ করতে হবে। এই দো'আ ইমাম কিভাবে করবেন?

- ইদরীস
মেহেরপুর।

উত্তরঃ প্রথমতঃ ইবনু মাজাহ বর্ণিত উক্ত হাদীছটি জাল। দ্বিতীয়তঃ অত্র হাদীছে দো'আ বলে কুনূতে নাযিলা বুঝানো হয়েছে *(মির'আত ৩/৫১৫ পৃঃ 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অধ্যায়)*। তৃতীয়তঃ ছালাতের মাঝের দো'আগুলি সবই একবচন। ইমাম কিভাবে বহুবচন করবেন?

প্রশ্নঃ (৩৩/১৪৩)ঃ কোন কোন পীর তার মুরীদদের তা'লীম দিয়ে থাকে, তোমরা নিজের চেহারাকে আয়নায় দেখে চেহারা বরাবর সিজদা কর। কারণ আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে। তাই চেহারা বরাবর সিজদা করলে আল্লাহকে পাওয়া যায়। আরো বলে, মানুষের চেহারা আগুনে পুড়বে না। এসব কথার সত্যতা জানতে চাই।

- মুখলেছ
P.O.Box 809, K.S.A.

উত্তরঃ এসব কথা মিথ্যা ও বানাওয়াট। এর কোন ভিত্তি নেই। কুরআনের একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষের মুখমণ্ডল আগুনে জ্বলবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৪৪)ঃ আমরা জানি জাহান্নাম ৭টি কিন্তু জান্নাত ৮টি কেন?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মূলতঃ জান্নাত একটি এবং জাহান্নামও একটি। তবে জাহান্নামের স্তর অনুপাতে বিভিন্ন নামে ৭টি স্তর রয়েছে। তেমনি জান্নাতেরও স্তর অনুপাতে ৮টি দরজা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতের ৮টি দরজা রয়েছে। তার একটির নাম রাইয়ান...' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৪৫)ঃ ফজরের ছালাতের সময় যদি কেউ ঘুম হ'তে জাগতে না পারে, তাহ'লে সূর্য উঠার সময় বা সূর্য উঠার পর সে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

- শরীফুযযামান
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত ছালাত আদায় করার জন্য সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না, বরং ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই ছালাত আদায় করতে হবে। যখনই ঘুম ভাঙ্গবে বা স্মরণ হবে তখনই ক্বাযা ছালাত আদায় করে নিবে। ফরয ছালাত আদায়ের জন্য যেমন নিষিদ্ধ কোন সময় নেই তেমনি অপেক্ষা করারও কোন সুযোগ নেই। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন ছালাত ভুলে গেলে অথবা ছালাত না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই যেন আদায় করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৪৬)ঃ আমরা জানি জমি বন্ধক নেওয়া ও দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু হানাফী আলেমগণ বলেন, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে কিছু টাকা কম নিলে বা ছাড় দিলে বন্ধকী জমির ফসল ভোগ করা বৈধ হবে। কারণ ছাড় দেয়ার বিনিময়েই কেবল ফসল খাওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ প্রথমতঃ জমি বন্ধক দেওয়া জায়েয নয়। দ্বিতীয়তঃ উক্ত মর্মে হানাফী মাযহাব প্রদত্ত ফৎওয়া সঠিক নয়। কেননা জমি বন্ধকই যেখানে নাজায়েয সেখানে টাকার কম-বেশীতে কিভাবে জায়েয হ'তে পারে? তাছাড়া লাভের বিনিময়ে কোন ঋণ নিলে তা শারী'আতে নিষিদ্ধ। ছাহাবীগণ ঐসমস্ত ঋণ নিষেধ করতেন, যা লাভ বহন করে *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৪৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে কবরে রাখতে হবে?

- আব্দুস সাত্তার
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান কাতে রাখতে হবে এবং কেবলামুখী করে রাখতে হবে। কারণ মানুষের মৃত ও জীবিত উভয় অবস্থায় কেবলা হচ্ছে কা'বা *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কা'বা তোমাদের কেবলা। জীবিত ও মৃত্যু উভয় অবস্থায়' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/৬৯০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৪৮)ঃ তাফসীর গ্রন্থে দেখলাম, সূরা কাওছার একবার পাঠ করলে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী পাওয়া যায়। একথা কি সঠিক?

- মুছাম্মাৎ নাদিরা খাতুন
চকসিদ্ধেশ্বরী, পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ সূরা 'কাওছার' একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী পাওয়া যায় এর প্রমাণে কোন হাদীছ

www.ahlehadeethbd.org

পাওয়া যায় না। তবে সূরা 'তাকাছুর' একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী হবে বলে হাদীছে এসেছে *(বায়হাক্বী, মিশকাত, 'ফাযায়েলে কুরআন' হা/২১৮৪; হাদীছ ছহীহ দ্রঃ তানক্বীহ ২/৫৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৪৯)ঃ জনৈক ইমাম বলেন, জিন ও ইনসানের বিচার হবে। তবে বদকার জিনদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হবে আর নেক্কার জিনদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে যাবে না। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আলহাজ্জ আব্দুল জাব্বার
জ্ঞানপাড়া, মনিপুর, বরগুনা।

উত্তরঃ ইমামের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ জিন ও ইনসানকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। তাই জিন ও ইনসানের মধ্যে যারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলবে তারা জান্নাতী হবে। আর যারা তাঁর নাফরমানী করবে তারা জাহান্নামী হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জাহান্নামের জন্য জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি' *(আরাফ ১৭৯)*। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাফরমান জিনদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নেক্কার জিনদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৪০/১৫০)ঃ ছহীহ বুখারীর 'দু'হাত ধরা' অনুচ্ছেদ (باب الأخذ باليدين) ও 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ (باب المصافحة) এর 'তরজমাতুল বাব' দ্বারা অনেকে চার হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে দলীল দিয়ে থাকেন। এটা সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহতাবুদ্দীন
সিরাজগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছহীহ বুখারীর 'দু'হাত ধরা' অনুচ্ছেদ এবং তারপর উদ্ধৃত তাবে-তাবেঈ হাম্মাদ ইবনু যায়েদের বক্তব্য সম্বলিত 'তরজামাতুল বাব' দ্বারা কেউ কেউ চার হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে যে দলীল সাব্যস্ত করে থাকেন, তা সঠিক নয়। প্রথমতঃ ছহীহ বুখারীর 'দু'হাত ধরা' অনুচ্ছেদটি কোন নুসখাতে একবচন 'এক হাত ধরা' (باليد) বলেও উল্লেখিত হয়েছে। ছহীহ বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য গ্রন্থ ফাৎহুল বারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) 'একবচন' অনুচ্ছেদটিই গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত অনুচ্ছেদ দ্বারা মুছাফাহা উদ্দেশ্য নয়। ইবনু হাজার আসকালানী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ বলেন, 'দু'হাত ধরা' অধ্যায় দ্বারা মুছাফাহা উদ্দেশ্য হ'লে ইমাম বুখারী 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদের পরে 'দু'হাত ধরা' পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করতেন না।

তৃতীয়তঃ তাবে-তাবেঈ হাম্মাদ ইবনু যায়েদের বক্তব্য দ্বারাও মুছাফাহা উদ্দেশ্য নয়। কারণ তার বক্তব্য দ্বারা মুছাফাহা উদ্দেশ্য হ'লে ইমাম বুখারী বক্তব্যটি 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করতেন। কিন্তু সেখানে তিনি উল্লেখ করেননি। সুতরাং এই অনুচ্ছেদ থেকে যেমন মুছাফাহার দলীল সাব্যস্ত করা ঠিক নয়, তেমনি একজন তাবে-তাবেঈর বক্তব্য দ্বারাও এই গুরুত্বপূর্ণ শরী'আত প্রমাণ করা ঠিক নয়। বরং এর দ্বারা সাধারণভাবে হাত ধরা প্রমাণ হয়।

চতুর্থতঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) এ অধ্যায়ে কোন মারফূ হাদীছ উল্লেখ করেননি। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিন হাতের কথা রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা কখনোই মুছাফাহা উদ্দেশ্য হ'তে পারে না।

আর 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদের 'তরজমাতুল বাবে' উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় তার হাতের তালুটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই হাতের তালুর মধ্যে ছিল মর্মে যে কথা বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারাও চার হাতে মুছাফাহা করা প্রমাণিত হয় না। বরং তিন হাতের মুছাফাহা প্রমাণিত হয়। কারণ উক্ত বক্তব্যে এসেছে, كفى بين كفيه 'আমার হাতের তালু তার দুই হাতের মাঝে ছিল'। দ্বিতীয়তঃ ইমাম বুখারী উক্ত অধ্যায়ে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীছে কোন হাতের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছে 'তিনি ওমর (রাঃ)-এর এক হাত ধরেছিলেন' (وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب) মর্মে বর্ণিত হয়েছে *(ফাৎহুল বারী ১১/৬৬-৬৭)*। তৃতীয়তঃ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনা দ্বারা দৃশ্যত এক হাতের মুছাফাহাই প্রমাণিত হয়। কারণ মুছাফাহার সময় তিনি যেমন এক হাত দিয়েছিলেন তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এক হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা দানের পর্যায় সৃষ্টি হ'লে অতি আগ্রহের জন্য রাসূল (ছাঃ) আরেক হাত লাগিয়েছিলেন মর্মে অনুমিত হয়। সুতরাং ইমাম বুখারী এক হাতে মুছাফাহার পক্ষেই অধ্যায় রচনা করেছেন। *(তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৮৭৫-এর ভাষ্য, ৭/৫২২)*।

মূলতঃ মুছাফাহার শারঈ পদ্ধতি হ'ল উভয় ব্যক্তির কেবল ডান হাতের তালু দ্বারা মুছাফাহ করা। যা সুস্পষ্ট ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ ইবনু বুছরা লোকদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা আমার এই হাতের তালুটি দেখেছ? তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই তালুটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাতে রেখেছি অর্থাৎ মুছাফাহা করেছি' *(মুসনাদ আহমাদ, সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আওয়াযী ৭/৪৩০ পৃঃ 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপভাবে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। সে আবার বলল, তবে কি তার এক হাতে মুছাফাহা করব? (أفيأخذ بيده..) তিনি বললেন, হ্যাঁ *(হাদীছ হাসান, আলবানী, মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫২৫)*।

www.ahlehadeethbd.org